NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ রাধাষ্টমীতে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে সন্ধ্যারতিতে মুখ্যমন্ত্রী

দক্ষিণবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, বুধবার থেকে বাড়বে দাপট ৩

কলকাতা ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ২ আশ্বিন ১৪৩৩ রবিবার বিংশ বর্ষ ১০১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.09.2026, Vol. 20 Issue No. 101, 8 Pages, Price 3.00

ডিইউয়ে এবিভিপির জয়যাত্রা অব্যাহত

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর: দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে এ বারও নিজেদের দাপট ধরে রাখল এবিভিপি। কেন্দ্রীয় প্যানেলের চারটি পদের মধ্যে তিনটিতেই জয়ী হল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। জিতে নিল সভাপতি, সম্পাদক এবং যুগ্ম সম্পাদকের পদ। গত বছরের নির্বাচনেও এই তিন আসনে জিতেছিলেন এবিভিপি-র প্রার্থীরা।

শনিবার সকাল ৮টা থেকে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নর্থ ক্যাম্পাসে ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস স্টেডিয়ামের মাল্টিপারপাস হলে গণনা শুরু হয়। হাড্ডাহাড্ডি এই লড়াইয়ে এবিভিপি, এনএসইউ এবং আইসা-এসএফআই জোট কেন্দ্রীয় প্যানেলের চারটি পদের জন্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। লড়াইয়ে ছিলেন নির্দল প্রার্থীরাও। কেন্দ্রীয় প্যানেলের চারটি পদের জন্য মোট ২০ জন প্রার্থী ভোটে লড়েছিলেন। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এবং দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলে। তাতে মোট ১.৫১ লক্ষ পড়ুয়া ভোটার ছিলেন। ভোট পড়েছিল ৪০.৪৬ শতাংশ।

এ বারের ছাত্রভোটে চারটি পদের মধ্যে কোনওটিতেই জিততে পারেনি কংগ্রেসের ছাত্রশাখা এনএসইউ। তবে সভাপতি পদের নির্বাচনে বিদ্যার্থী পরিষদের প্রার্থীকে জোর টক্কর দিয়েছেন এনএসইউ প্রার্থী। ছাত্র সংসদের সভাপতি পদে জয়ী হয়েছেন এবিভিপি-র যশ দাবাস। তিনি পেয়েছেন ২৪,৫৭৬ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এনএসইউ-এর বিজয়শঙ্কর মীনা পেয়েছেন ২২,৫২৩ ভোট। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে দু'হাজারের কিছু বেশি ভোটের ব্যবধানে পরাস্ত হয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, বিদ্যার্থী পরিষদের রিয়া ছাওড়ি ২১,৬৫০ ভোট পেয়ে সম্পাদক পদে এবং লক্ষ্য রাজ সিং ১৬,৬১৫ ভোট পেয়ে যুগ্ম সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছেন। সহ-সভাপতি পদে জয়ী হয়েছেন দীপাংশু শোকিন। তিনি আগে এনএসইউ-এর সদস্য ছিলেন। এ বারের ভোটে নির্দল প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন দীপাংশু।

অভিষেকের নির্দেশেই সব করেছেন

শালবনি দুর্নীতি মামলায় বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি সুমিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শালবনি জমি কেলেঙ্কারিতে এ বার সরাসরি নাম জড়াল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল যুব কংগ্রেসের। জমি জালিয়াতির টাকা ঢুকেছে তৃণমূলের অ্যাকাউন্টে; এই তথ্য আদালতে আগেই জানিয়েছিল সিআইডি। সেই সূত্রেই অভিষেকের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের বয়ানে সরাসরি ডামন্ড হারবারের সাংসদের নাম উঠে এসেছে বলে দাবি রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের।

আইনি রক্ষাকবচ সরতেই সিআইডির জালে ধরা পড়া তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে ফের পেশ করা হয় আদালতে। প্রসঙ্গত, আট দিনের মেদিনীপুর জেলা আদালতের পুলিশি হেপাজতের মেয়াদ শনিবার শেষ হওয়ায় তাঁকে পেশ করা হয় মেদিনীপুরের সিজেএম আদালতে। এদিকে সূত্রে জানা খবর, বিএনএসএসের ১৮০ ধারায় সিআইডিকে জবানবন্দি দিয়েছেন সুমিত। সেখানেই তিনি নাকি স্বীকার করে নিয়েছেন, যা করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই। সরকারী আইনজীবি সৈয়দ নাজিম হাবিব বলেছেন, সিআইডি হেপাজতে থাকাকালীন সুমিত রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে বহু তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তাঁর বয়ান ও স্বীকারোক্তি রেকর্ড করা হয়েছে। আইনজীবীর কথায়, ইতিমধ্যে মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করেছে সিআইডি। সুমিতের সঙ্গে শালবনী জমি কেলেঙ্কারী মামলায় অন্য ধৃতদেরও মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হয়েছে। সেই তথ্যই এদিন আদালতের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। আসামীপক্ষ জামিনের আবেদন করলেও তা ধোপে টেকেনি। আগামী ২৪ তারিখ পর্যন্ত পাঁচদিনের সিআইডি হেপাজত দেয় আদালত। অর্থাৎ, জমি দুর্নীতি কাণ্ডে হাইকোর্টের পর সুপ্রিম কোর্টেও ধাক্কা। সুমিতের পাশাপাশি এই মামলায় ইতিপূর্বে গ্রেপ্তার হওয়া আরও তিন অভিযুক্ত অমিত ঘোষ, নিত্য রায় এবং লক্ষীকান্ত ভুঁইয়াকেও এদিন আদালতে হাজির করানোর প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তৎপরতা তুঙ্গে ওঠে। এই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতির মামলাকে ঘিরে মেদিনীপুর আদালত চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল আঁটোসাঁটো।

ফসল বিমায় নথিভুক্তি ৩২ লাখ কৃষকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বন্যার ক্ষত মুছতে কৃষকদের হাতে ফসল বিমার 'সুরক্ষা-কবচ' পৌঁছে দেওয়াকে সামনে রেখে পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তুললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার সমাজমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে তাঁর দাবি, ২০১৯-২০ সালে তৎকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় (পিএমএফবিওয়াই) কৃষকদের নথিভুক্তিকরণ বন্ধ করে দিয়েছিল। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সেই প্রকল্প ফের চালু করা হয়েছে। আর প্রথম দফার নথিভুক্তিতেই ৩২ লক্ষ কৃষককে বিমার আওতায় আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ওই পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী আরও দাবি করে লেখেন, ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩২ লক্ষ কৃষকের নথিভুক্তির ফলে ফসল বিমায় পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। তাঁর বক্তব্য, অগস্টের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই ২০২৬-এর খরিফ মরশুমে দ্রুত নথিভুক্তির কাজ করা হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুরে ৭.২৩ লক্ষ, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৪.৭৩ লক্ষ, হুগলিতে ১.৬৮ লক্ষ এবং ঝাড়গ্রামে ৪২ হাজার কৃষক বিমার আওতায় এসেছেন। বন্যাদুর্গত এলাকায় কৃষকদের সরাসরি নথিভুক্ত করতে অগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে বিশেষ শিবির করা হয়েছিল বলেও জানিয়েছেন তিনি। যদিও রাজনৈতিক ভাবে এই ঘোষণার তাৎপর্য আরও একটি জায়গায়। কৃষকের বিমার প্রিমিয়ামের বড় অংশ রাজ্য সরকার বহন করছে, এমন দাবি করে নতুন সরকারের কৃষক-কেন্দ্রিক নীতির ছবিও তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এক হেক্টর বা ২.৫০ একর পর্যন্ত জমির জন্য কৃষককে দিতে হচ্ছে মাত্র এক টাকা। এক থেকে দুই হেক্টর জমির ক্ষেত্রে একর প্রতি ১০০ টাকা দিতে হচ্ছে। বাকি প্রিমিয়াম রাজ্য সরকার দিচ্ছে।

এক্ষেত্রে শুধু নথিভুক্তি নয়, বন্যার পরে ক্ষতিপূরণ দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়াতেও জোর দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, অগস্টের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য বিমা সংস্থাগুলিকে 'মিড-সিজন অ্যাডভার্সিটি'-র মূল্যায়ন দ্রুত চূড়ান্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা কৃষকদের নথিভুক্তির সময়সীমাও ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ফলে বিমার আওতায় কৃষকের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে তাঁর আশা। শনিবার রাজ্যের কৃষকদের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গের কৃষক ভাই-বোনেরাই আমাদের শক্তি ও প্রেরণা; তাঁদের ফসলের সুরক্ষা ও ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে আমরা সর্বদা পাশে আছি।'

'মমতার কথায়' প্রার্থী থাকলেন রবিউল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে উপনির্বাচনে লড়বেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী। তিনি প্রার্থিপদ প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিয়েছিলেন শনিবার সকালে। দুপুরে হঠাৎ মতবদল করেন। রবিউল জানিয়েছেন, মমতার সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। তার পরেই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেছেন। উপনির্বাচনের প্রার্থিপদ প্রত্যাহারের সময় ছিল শনিবার বিকেল ৩টে পর্যন্ত। সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, আর মনোনয়ন প্রত্যাহারের সুযোগ নেই। কালীঘাট সূত্রের খবর, রবিউলের প্রার্থিপদ প্রত্যাহারের খবর জানার পরেই দলনেত্রী ফোন করেন তাঁকে। ভোটের ময়দান না ছাড়ার অনুরোধ করেন মমতা। ফোনে দীর্ঘক্ষণ তাঁদের কথা হয়। শেষ পর্যন্ত প্রার্থিপদ না ছাড়ার জন্য রবিউলকে রাজি করান মমতাই।

রেজিনগর এবং নন্দীগ্রামে উপনির্বাচন রয়েছে ৬ অক্টোবর। ফলঘোষণা হবে ৯ অক্টোবর। তৃণমূলের দুই শিবিরই

উপনির্বাচনের জন্য প্রার্থী দিয়েছে। শুক্রবারই নন্দীগ্রামের মমতা তৃণমূল প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান দে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। নতুন করে প্রার্থী দেওয়ার সময় না-থাকায় মমতা জানান, নন্দীগ্রামে তিনি কংগ্রেসকে সমর্থন করবেন। তাঁর ওই ঘোষণার পরেই সেখানকার কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে রেজিনগরে কী হবে, তা নিয়ে কৌতূহল ছিল।

রবিউল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, মমতার নেতৃত্বে লড়াই চালিয়ে যাবেন।

মিলন ১৪ দিন জেল হেপাজতে

নিজস্ব প্রতিবেদন : নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনের ঠিক মুখেই বড় ধাক্কা খেল হাত শিবির। খুন ও খুনের চেষ্টার একাধিক পুরনো মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠাল হলদিয়া মহকুমা আদালত। শনিবার আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁর জামিনের আর্জি খারিজ করে এই নির্দেশ দেন। এদিকে সূত্রে খবর, আগামী সোমবার খেজুরি থানার অন্য একটি মামলায় ধৃত মিলনবাবুকে পুনরায় কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করানো হবে। পুলিশ সূত্রের খবর, ২০০৭ সালের তিনটি খুনের মামলা ও একটি খুনের চেষ্টার অভিযোগসহ মোট চারটি পুরনো মামলায় পরোয়ানা জারি ছিল মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে। শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরের একটি হোটেল থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। শনিবার আদালতের নির্দেশ আসার পরেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষাপট। ঘটনাচক্রে, শনিবারই ছিল নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে প্রার্থিপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন। রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছিল, চরম আইনি ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মুখে কংগ্রেস নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থিপদ প্রত্যাহার করে নেবে কি না তা নিয়ে। তবে সমস্ত জল্পনায় জল ঢেলে প্রদেশ কংগ্রেসের স্পষ্ট বার্তা, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, তারা ভোটের ময়দান ছেড়ে ১ ইঞ্চিও সরবে না।

ভোটের ময়দান থেকে সরবেন না। এক জন কর্মী তাঁর সঙ্গে থাকলেও তিনি ভোটে লড়বেন মমতার প্রতিনিধি হিসেবে। তাঁর কথায়, 'প্রার্থিপদ প্রত্যাহারের যে সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছিলেন, দিদির সঙ্গে কথা বলার পর তা থেকে সরে দাঁড়িয়েছি। দিদি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন। দিদির দল করি, উনি যা বলবেন, তেমনই করব।'

২.৬৮ শতাংশ হার নিষ্পত্তির, সুপ্রিমে তথ্য কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামনেই দুর্গাপুজো। আর এই পুজো শেষ হলেই বাজতে পারে কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার নির্বাচনের দামামা। কিন্তু তার আগেই দুই পুর এলাকার হাজার হাজার নাগরিকের ভোটাধিকার নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন চিহ্ন উঠে গেল। সৌজন্যে ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন বা সংশোধন সংক্রান্ত মামলার চরম ঢিমেতাল গতি। অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালে পড়ে রয়েছে একের পর এক মামলা, অথচ নিষ্পত্তির হার অত্যন্ত হতাশাজনক। সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পেশ করা হলফনামায় এই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে।

কমিশনের জমা দেওয়া নথিতে দেখা যাচ্ছে, শুধু কলকাতা পুরসভা এলাকা এবং হাওড়া মিলেই অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালে এই মুহূর্তে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৬০টি। আর তার বিপরীতে নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ৫ হাজার ৪৮৫টি মামলা! অর্থাৎ, সিংহভাগ আবেদনই ঝুলে রয়েছে আদালতের খাতায়। মাত্র দুই

এসআইআর

মাসের মধ্যে এই বিপুল সংখ্যক আবেদনের ফয়সালা কীভাবে সম্ভব, তা নিয়ে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে তীব্র সংশয় দেখা দিয়েছে।

কমিশন সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে, গোটা রাজ্যজুড়ে নাম কাটা, নতুন নাম তোলা বা তথ্যের সংশোধনের জন্য মোট ৩৮ লক্ষ ২০ হাজার ৬৮৩টি আবেদন জমা পড়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ফয়সালা হয়েছে মাত্র ১ লক্ষ ২ হাজার ২৩১টি আবেদনের। শতাংশের হিসেবে কাজের অগ্রগতি দাঁড়িয়েছে মোটে ২.৬৮ শতাংশে। যদিও কোন আবেদনটি নাম সংযোজনের আর কোনটি নাম বিয়োগের, তার পৃথক হিসাব কমিশন দিতে পারেনি।

গত ১১ অগস্ট সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ এ বিষয়ে কমিশনকে কড়া নির্দেশ দিয়েছিল। ট্রাইব্যুনালে কত মামলা ঝুলে রয়েছে, কী ধরনের আবেদন জমা পড়েছে এবং ফয়সালা হওয়া মামলাগুলির ভিত্তিতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা আপডেট করা হচ্ছে কি না তার বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করে শীর্ষ আদালত। শুনানিকালে আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ সুপ্রিম কোর্টের কাছে বিশেষ আর্জি জানান, সামনেই পুরভোট থাকায় কলকাতা ও হাওড়া অঞ্চলের আবেদনগুলি অগ্রাধিকার দিয়ে দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ দেওয়া হোক। পর্যবেক্ষণে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ইঙ্গিত দিয়েছে, পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রয়োজনে অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হতে পারে।

'খাম' হারিয়ে নওশাদের ভোট 'আলমারি'তে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের উপনির্বাচনের ঠিক আগে ফের প্রতীক বদল করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। শনিবার নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)-এর এত দিনের 'খাম' প্রতীক চলে গেল গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে। নওশাদ সিদ্দিকীর দলকে নতুন প্রতীক হিসেবে দেওয়া হল 'আলমারি'। অন্য দিকে হুমায়ুন কবীরের আমজনতা উন্নয়ন পার্টির 'বাঁশি' প্রতীকও বদলে দিয়ে 'টেবিল' দেওয়া হয়।

আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন। তার আগে প্রতীক নিয়ে জটিলতায় পড়ল দুই দলই। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে মার্চে আইএসএফ 'খাম' প্রতীকটি কমিশনের কাছে নথিভুক্ত করিয়েছিল বলে দলের তরফে দাবি করা হয়। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে সেই সংক্রান্ত নথিও দেখান নওশাদ। কমিশনের

হুমায়ুনের 'বাঁশি'র বদলে 'টেবিল'

প্রতীক বরাদ্দের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার কথাও জানান তিনি। যদিও তার পরের দিনই ছবিটা বদলে গেল। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, 'খাম' প্রতীকটি এখন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য বরাদ্দ। আইএসএফ পেল 'আলমারি'। একই ভাবে প্রতীক বদলাল হুমায়ুনের দলেও। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে গড়ে ওঠা আমজনতা উন্নয়ন পার্টি 'বাঁশি' প্রতীকে লড়েছিল। তবে উপনির্বাচনে সেই প্রতীক পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে শুক্রবার থেকেই সংশয় তৈরি হয়েছিল। শনিবার কমিশনের সিদ্ধান্তে সেই সংশয় কাটল। 'বাঁশি'র বদলে দলটি পেল 'টেবিল' প্রতীক। 'বাঁশি' বরাদ্দ হয়েছে তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক দল থলপতি বিজয়ের টিভিকে-কে।

এর আগে ঘাসফুল প্রতীক নিয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকেই রাজ্যে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতীক নিয়ে নতুন করে টানাপোড়েন শুরু হয়। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এবং গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস নামে দুই নতুন রাজনৈতিক দলের জন্য পৃথক প্রতীকও বরাদ্দ করেছে কমিশন। সেই সিদ্ধান্তের পরেই 'খাম' প্রতীক নিয়ে আইএসএফের আপত্তি সামনে আসে। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর, দুই কেন্দ্রেই উপনির্বাচনে লড়ছে আইএসএফ এবং আমজনতা উন্নয়ন পার্টি। ভোটের আগে দুই দলের কাছেই সময় খুবই কম। ফলে নতুন প্রতীক নিয়ে দুই দলকে ফের প্রচারে ভোটারদের কাছে নিজেদের চিহ্ন পরিচিত করানোর কাজ করতে হবে।

ঢাকাজুড়ে ককটেল বিস্ফোরণে আতঙ্ক

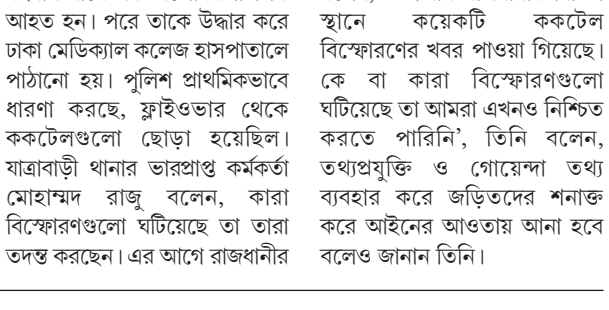

ঢাকা, ১৯ সেপ্টেম্বর: শুক্রবার ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, এতে বিভিন্ন এলাকাজুড়ে মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে, দুপুর থেকে রাত ১১টার মধ্যে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে এসব ঘটনা ঘটে, যার মধ্যে যাত্রাবাড়ী থানার প্রধান ফটকের সামনের স্থানও রয়েছে।

যাত্রাবাড়ী মোড় এলাকায় বিস্ফোরণে এক অটোরিকশাচালক আহত হয়েছেন। পুলিশ জানায়, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে যাত্রাবাড়ী থানার প্রধান ফটকের সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। এর কিছুক্ষণ পর কাছের যাত্রাবাড়ী মোড়ে একটি ট্রাফিক পুলিশ বক্সের সামনে আরও তিনটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। একটি বিস্ফোরণে ইবাদুর রহমান নামে এক অটোরিকশাচালক আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে, ফ্লাইওভার থেকে ককটেলগুলো ছোড়া হয়েছিল। যাত্রাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ রাজু বলেন, কারা বিস্ফোরণগুলো ঘটিয়েছে তা তারা তদন্ত করছেন। এর আগে রাজধানীর আরও পাঁচটি স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায়।

জুম্মার নমাজের পর মালিবাগে সোহাগ বাস কাউন্টারের সামনে দুটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়, আর সন্ধ্যা ৬১৫টার দিকে আগারগাঁওয়ের বেতার ভবনের সামনে একটি, সন্ধ্যা ৬৩০টার দিকে মহাখালী এলাকায় একটি, রাত ৮টার দিকে বাবুবাজার ব্রিজের নিচে একটি এবং রাত ৯টার দিকে মগবাজার মোড়ে আরেকটি বিস্ফোরিত হয়। পরে রাতে সায়েন্স ল্যাবরেটরি এলাকায় একটি ককটেল বিস্ফোরিত হলে এলাকাটি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আতঙ্কে মানুষকে দৌড়তে দেখা যায়।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া ও জনসংযোগ বিভাগ) নিয়াজ মেহেদী বলেন, 'শুক্রবার রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গিয়েছে। কে বা কারা বিস্ফোরণগুলো ঘটিয়েছে তা আমরা এখনও নিশ্চিত করতে পারিনি', তিনি বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি ও গোয়েন্দা তথ্য ব্যবহার করে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে বলেও জানান তিনি।

কার্বন নিঃসরণে মোদীর তিরে ট্রাম্প-জিনপিং

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর: 'গোটা বিশ্বের সমস্যা, কিন্তু দোষ চাপায় ভারতের উপর'। শনিবার 'দ্য ফিউচার অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট ডায়নামিক্সে'র আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়ে গিয়ে এমনভাবেই নাম না করে ট্রাম্প ও জিনপিংকে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মোদী বলেন, সমস্যাটা গোটা বিশ্বের। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই দায় চাপিয়ে দেওয়া ভারতের উপর। সমস্যার জন্য দায়ী করা হয় ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলিকে। একেবারে পরিসংখ্যান তুলে ধরে দেখিয়ে দেন, তা সত্ত্বেও বারবার দায় চাপানো হয় ভারতের উপর। তিনি বলেন, 'আমরা সকলেই জানি, উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণের দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী আছে, আজ পর্যন্ত গোটা বিশ্বে

গড়ে যে পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ হয়, ভারতে তার হার অনেক কম। গত ১২ বছর ধরে পরিবেশগত ক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নতি করেছে ভারত। পরিবেশরক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রিনিউয়েবল এনার্জি নিয়ে আমরা অনেক কাজ করেছি।'

উল্লেখ্য, সবচেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণ হয়ে থাকে চিন, আমেরিকার মতো ধনী এবং উন্নত দেশগুলি থেকে। যথাক্রমে ৩৩.৯৮ এবং ১২ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ হয় দুই মহাশক্তিধর দেশের। মাথাপিছু

নাম না-করে কটাক্ষ

এই হার যথাক্রমে ৯.২৪ এবং ১৩.৮৩টন। কিন্তু বিপুল জনসংখ্যার দেশ হয়েও ভারতে মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ ২.০৭ শতাংশ।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার কমিয়ে সৌরবিদ্যুৎ, হাইড্রোজেন শক্তির ব্যবহারে জোর দিচ্ছে ভারত। মোদীর কথাতেই স্পষ্ট, পরিবেশরক্ষায় ভারত যথেষ্ট উদ্যোগ নিচ্ছে। তাই জলবায়ু সংক্রান্ত সমস্যায় ভারতকে কাঠগড়ায় তোলা যায় না।

প্রধানমন্ত্রী মনে করিয়ে দিয়েছেন, জি-২০ দেশগুলির মধ্যে একমাত্র ভারতই প্যারিস জলবায়ু চুক্তির সমস্ত শর্তাবলি পূরণ করেছে, তাও সময়সীমা পেরনোর আগে। শত শত বছর ধরে ভারত পরিবেশ নিয়ে সচেতন থেকেছে বলেই বার্তা প্রধানমন্ত্রীর। সেই সচেতনতা ছিল বলেই আজকের পৃথিবীতে পরিবেশগত সমস্যাগুলির সমাধান বাতলে দিতে পারছে ভারত। তবে মোদীর সাফ বার্তা, পরিবেশকে বাঁচাতে গেলে গোটা বিশ্বকেই একযোগে পদক্ষেপ করতে হবে।

মহম্মদ ইন্তেজারের নেতৃত্বে ৬৬ নং ওয়ার্ডে মোদীর জন্মদিন উদযাপন করলেন সংখ্যালঘুরা। কলকাতা পুর সংস্থার ৬৬ নং ওয়ার্ডে মহম্মদ ইন্তেজারের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে উদযাপিত হয়েছে। প্রধান অতিথি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী উমেশ রায় কেক কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, এরপর শত শত সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর সন্তোষ পাঠক। তিনি বলেন যে, প্রতিটি জাতি মোদীকে বিশ্বাস করে। সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোও তাঁর সঙ্গে আছে। কিছু লোক আছে যারা বিভ্রান্তি তৈরি করে, যা দেশের মানুষ জানে। সমাজকর্মী রাজন সিদ্দিকী, বিশাল খাটিক, বিজেপির রাজ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দীপক সিং, পরমেশ্বর সিং এবং লালন সিং সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মাইকেল এবং অঞ্জুম সহ সকল সদস্য অনুষ্ঠানটিকে সফল করতে ভূমিকা পালন করেছেন।

কলকাতাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণবঙ্গে ৪টি আঞ্চলিক দ্রুতগতির পরিবহণ করিডর তৈরির প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণবঙ্গে চারটি আঞ্চলিক দ্রুতগতির পরিবহণ করিডর তৈরির প্রস্তাব দিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। 'নমো ভারত'-এর ধাঁচে এই রিজিওনাল র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম গড়ে তোলার প্রস্তাব জানিয়ে কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টরকে চিঠি দেন তিনি। এই প্রস্তাবিত চার পথে কলকাতার সঙ্গে মায়াপুর, আসানসোল, হলদিয়া-নন্দীগ্রাম এবং খড়্গপুর-মেদিনীপুরকে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারকে শমীকের দেওয়া প্রস্তাব অনুযায়ী, কলকাতার ময়দানকে এই নেটওয়ার্কের মূল হাব হিসেবে রাখা হতে পারে। সেখান থেকে চারটি করিডরে দ্রুতগতির ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। প্রথমটি কলকাতা-কল্যাণী-কৃষ্ণনগর-মায়াপুর, প্রায় ১৩৫ কিলোমিটার। দ্বিতীয় করিডরটি কলকাতা-বর্ধমান-দুর্গাপুর-আসানসোল, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৩২ কিলোমিটার। এই পথে দুর্গাপুর ও আসানসোলে ইন্টিগ্রেটেড মেট্রোর প্রস্তাব রয়েছে। তৃতীয় করিডরে কলকাতা থেকে ফলতা, ডায়মন্ড হারবার, হলদিয়া হয়ে নন্দীগ্রামকে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। প্রায় ১০২ কিলোমিটারের এই পথে ময়দান থেকে বজবজ মেট্রোর সংযোগ রাখার প্রস্তাব রয়েছে। চতুর্থ করিডরটি কলকাতা-সাঁতরাগাছি-কোলাঘাট-খড়্গপুর-মেদিনীপুর। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩৫ কিলোমিটার।

পাশাপাশি এই প্রস্তাবে জমি অধিগ্রহণের জটিলতা কমানোর দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। জাতীয় সড়ক এবং রেললাইনের ধার ঘেঁষে করিডর তৈরির পরিকল্পনার কথা চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সঙ্গে জাতীয়

রাজধানী অঞ্চলের পরিবহণ পরিকাঠামোর জন্য কাজ করা এনসিআরটিসি-এর ধাঁচে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ মালিকানায় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল র‍্যাপিড ট্রানজিট কর্পোরেশন' নামে একটি সংস্থা তৈরির সুপারিশ করেছেন শমীক।

এই প্রস্তাবের সঙ্গে একটি প্রাথমিক সমীক্ষা ও সম্ভাব্যতা রিপোর্টও কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের কাছে দেওয়া হয়েছে। এই ট্রানজিট গবেষক সৌরদীপ সরকার ও অদ্রি রায় চৌধুরী ওই রিপোর্ট তৈরি করেছেন বলে বিজেপি সূত্রে খবর। এই প্রসঙ্গে শমীকের আরও দাবি, সংসদে আগেও তিনি দক্ষিণবঙ্গে এই ধরনের দ্রুতগতির যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। আর এই বার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে সরাসরি প্রস্তাব পাঠানো হল।

এই প্রস্তাবিত নেটওয়ার্কে দুর্গাপুর, আসানসোল, খড়্গপুর, হলদিয়া, কৃষ্ণনগর ও মায়াপুরের মতো শিল্প, বন্দর, শিক্ষা ও পর্যটনকেন্দ্র যুক্ত হবে। বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, এর মাধ্যমে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে যাতায়াতের সময় কমানোর পাশাপাশি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক যোগাযোগও বাড়ানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

হাওড়া-খড়গপুর শাখায় বাতিল ৫১ ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রাজ্যে দুর্গাপুজোর আগে হাওড়া-খড়গপুর শাখায় টানা দু'সপ্তাহ ট্রেন চলাচলে বড়সড় কাটছাঁট করল দক্ষিণ-পূর্ব রেল। চেঙ্গাইল রেল ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণ ও রিমডেলিংয়ের কাজের জন্য ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত একাধিক লোকাল ও এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। রেল সূত্রে খবর, সব মিলিয়ে বাতিলের তালিকায় আছে ৫১টি ট্রেন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া-খড়গপুর শাখায় প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক যাত্রী যাতায়াত করেন। পুজোর আগে কেনাকাটা ও বাড়ি ফেরার চাপও এই সময়ে বাড়ে। সেই সময়েই পরিষেবার এই বিধিনিষেধের জেরে যাত্রীদের অতিরিক্ত সময় হাতে নিয়ে বেরোতে হতে পারে।

দখল হয়ে গেল ২৬ বছরের ক্লাব ও স্থায়ী দুর্গা মঞ্চ, উৎসবের মুখে দিশেহারা নান্দাভাঙা উত্তরণ

দেবাশিস দে ● বিষ্ণুপুর

সামনে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা, অথচ উৎসবের প্রাক্কালে অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সংগঠন 'নান্দাভাঙা উত্তরণ'। দীর্ঘ ২৬ বছরের সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রতীক ক্লাব প্রাঙ্গণ এবং বহু পরিশ্রমে নির্মিত স্থায়ী দুর্গা মঞ্চ রাতের অন্ধকারে দখল হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই দখলদারি মুক্ত করে নিজস্ব পরিচয় ও উৎসবের অধিকার ফিরে পেতে এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি পাঠালেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

ক্লাব সূত্রে জানা গেছে, ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত 'নান্দাভাঙা উত্তরণ' দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় নানা সমাজসেবামূলক কাজ করে আসছে। নান্দাভাঙা সাইকেল দোকান মোড়ে ক্লাবের পূজাস্থানে পূর্বপুরুষদের আমল থেকে ৭০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কালীপুজো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। পরবর্তীতে ২০২৩ সাল থেকে একই স্থানে নিয়মিত দুর্গাপুজোর আয়োজনও শুরু হয়, যেখানে সরকারি অনুদানও মিলেছে। সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে এলাকার সার্বিক উৎসবের কথা ভেবে গত বছর বহু প্রতিকূলতা পেরিয়ে সেখানে একটি স্থায়ী দুর্গা মঞ্চ গড়ে তোলেন ক্লাব সদস্যরা। এমনকী মঞ্চটিকে সবার মিলন ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কোনো নির্দিষ্ট নামফলকও লাগানো হয়নি।

কিন্তু অভিযোগ, গত ৫ মে রাতের অন্ধকারে কিছু অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি আকস্মিকভাবে ক্লাব প্রাঙ্গণে চড়াও হয়। তারা ক্লাবের নামফলক ভেঙে ফেলে, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নষ্ট করে এবং পুজোর সামগ্রী ও অন্যান্য আসবাব সরিয়ে পুরো প্রাঙ্গণটি দখল করে নেয়। পরদিনই দখলীকৃত প্রাঙ্গণ ও দুর্গা মঞ্চে 'মহাপ্রভু সংঘ' নামের একটি ব্যানার ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ক্লাবের সম্পাদক সুরজিৎ নস্কর জানান, স্থানীয় স্তরে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধানের বহু চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সব চেষ্টা বিফলে যাওয়ায় অবশেষে তাঁরা নিকটবর্তী বিষ্ণুপুর থানা পুলিশের দ্বারস্থ হন এবং ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ইমেল মারফত মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও দ্রুত হস্তক্ষেপ ও সাহায্যের আবেদন জানান।

এদিকে অভিযোগের গুরুত্ব অনুধাবন করে তৎপর হয়েছে জেলা প্রশাসন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি তাঁর নজরে এসেছে এবং তিনি এ বিষয়ে পূর্ণ অবগত। দ্রুত ও সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলেও তিনি আশ্বস্ত করেছেন। ক্লাব কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, এটি শুধুই একটি ঘরের দখল নয়; বরং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মানুষের আবেগের ওপর সরাসরি আঘাত। এলাকার বর্তমান বিধায়ক অগ্নিশ্বর নস্করের ওপর আস্থা বজায় রেখে ক্লাব কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাঁরা কোনো সংঘাত বা রাজনৈতিক টানাপোড়েন চান না। আসন্ন দুর্গাপুজো ও ঐতিহ্যবাহী কালীপুজো নির্বিঘ্নে আয়োজন করতে এবং ২৬ বছরের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে তাঁরা অবিলম্বে পুলিশ-প্রশাসনের নিরপেক্ষ ও কড়া পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন। উৎসবের মুখে নান্দাভাঙা উত্তরণ কি তাদের ভিটে ও মঞ্চ ফিরে পাবে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে গোটা এলাকার বাসিন্দারা।

শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: হাবড়া পুরাতন ইউবিআই গলি ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে শনিবার ১০০ জন এইচআইভি আক্রান্ত শিশুদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ ও আহারের ব্যবস্থা করা হয়। সমিতির সম্পাদক মানস রায় জানান, এই সমিতি ব্যবসার পাশাপাশি সারা বছর বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে, যেমন রক্তদান, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রদান ইত্যাদি। হাবড়া চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক নিরঞ্জন সাহা সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

হাওড়া ব্রিজে এবার ফুটে উঠবে আপনার শুভেচ্ছা বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: কলকাতার হাওড়া ব্রিজে শুধু উৎসবের দিনে আলোকসজ্জা নয়, এবার ব্যক্তিগত শুভেচ্ছাবার্তাও ফুটে উঠতে পারে। জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী কিংবা অন্য কোনও বিশেষ দিনে প্রিয়জনকে আলোয় বার্তা জানানোর ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ। দুবাইয়ের বুর্জ খলিফা কিংবা নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারের ধাঁচে এই পরিষেবা দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এর জন্য হাওড়া ব্রিজে বসানো হবে ডায়নমিক আর্কিটেকচারাল ইলুমিনেশন ব্যবস্থা। অর্থাৎ, সময়, উৎসব বা বিশেষ দিনের সঙ্গে মিলিয়ে সেতুর আলোর রং ও থিম বদলানো যাবে। সেই ব্যবস্থারই একটি অংশ হিসাবে ব্যক্তিগত বার্তা প্রদর্শন করার সুযোগ রাখার কথা পরিকল্পনা করা হচ্ছে। কেউ চাইলে জন্মদিনে কাছের মানুষকে শুভেচ্ছা জানাতে পারেন। আবার কেউ বিবাহবার্ষিকী বা জীবনের অন্য কোনও বিশেষ দিনেও তার বার্তা প্রিয়জনকে দিতে পারবেন। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হাওড়া ব্রিজের গায়ে আলোয় সেই বার্তা ফুটে উঠবে। কলকাতার অন্যতম পরিচিত স্থাপত্যকে ঘিরে এই নতুন পরিষেবা পর্যটকদের কাছেও আলাদা আকর্ষণ তৈরি করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্বের কয়েকটি পরিচিত স্থানে ইতিমধ্যেই এমন ব্যবস্থা রয়েছে। দুবাইয়ের বুর্জ খলিফায় আলো ব্যবহার করে ব্যক্তিগত

শুভেচ্ছা এবং বিভিন্ন বার্তা প্রদর্শনের নজির আছে। প্যারিসের আইফেল টাওয়ার এবং নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারেও বিশেষ বার্তা বা বিজ্ঞাপন দেখানোর ব্যবস্থা আছে। তবে হাওড়া ব্রিজে এই পরিষেবা ঠিক কী ভাবে চালু হবে, তার বিস্তারিত এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। বুকিংয়ের পদ্ধতি, কত দিন আগে আবেদন করতে হবে এবং এক একটি বার্তা দেখানোর জন্য কত টাকা দিতে হবে, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেই সূত্রের খবর।

শতাব্দী প্রাচীন হাওড়া ব্রিজ কলকাতা সহ রাজ্যের অন্যতম পরিচিত প্রতীক। এবার সেই সেতুর আলোকসজ্জাকে ব্যক্তিগত মুহূর্তের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা কার্যকর হলে শহরের মানুষের জন্য নতুন এক ধরনের অভিজ্ঞতা তৈরি হবে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

'আইএসএফ বিধায়ক' পরিচয় নিয়ে নওশাদকে নিশানা কমিশনে অভিযোগ করার প্রস্তুতি ইমরানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে উপনির্বাচনের মুখে ভাঙরের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর দলীয় পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তাঁর দলেরই হাওড়া সদর এলাকার প্রাক্তন কনভেনার ইমরান খান। তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশনের নথি অনুযায়ী ২০২১ সালের বিধানসভা এবং ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে নওশাদ রাষ্ট্রীয় সেকুলার মজলিস পার্টির প্রার্থী হিসেবে লড়েছিলেন। নির্বাচনে জিতে বিধায়ক হওয়ার পরেও তিনি প্রকাশ্যে নিজেকে আইএসএফ বিধায়ক হিসেবে পরিচয় দিয়ে আসছেন বলে অভিযোগ ইমরানের। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ জানাবেন বলেও শনিবার দাবি করেন তিনি। খাম প্রতীক নিয়ে নওশাদের সাম্প্রতিক ক্ষোভের মধ্যেই এই পাল্টা অভিযোগ সামনে উঠে এল। জাতীয় নির্বাচন কমিশন খাম প্রতীক 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস'-কে বরাদ্দ করায় আপত্তি জানান নওশাদ। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে যেতে পারেন বলেও সূত্রের খবর।

ইমরানের বক্তব্য, কমিশনের কাছে জমা দেওয়া নথিতেই নওশাদের দলীয় পরিচয় সংক্রান্ত তথ্য আছে। তাঁর দাবি, রাষ্ট্রীয় সেকুলার মজলিস পার্টি নিবন্ধিত হলেও তা স্বীকৃত রাজনৈতিক দল নয়। সেই কারণে নির্বাচনে ব্যবহারের জন্য কমিশনের কাছে বিনামূল্যের প্রতীক চাওয়া হয়েছিল। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই খাম প্রতীক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি ইমরানের।

নওশাদের দলীয় পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলে ইমরান আরও বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের সময় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা নওশাদের সভা ক্যামেরায় রেকর্ড করেছিলেন। তা হলে তাঁর দলীয় পরিচয় নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি কেন, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি।

ইমরানের অভিযোগ, আসলে তিনি এই রাজ্যের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। এর পেছনে বড় ধরনের খেলা আছে। তবে এই অভিযোগের পক্ষে কী তথ্য রয়েছে, তা প্রকাশ্যে বিস্তারিত জানাননি তিনি। কমিশনের নথি ও নির্বাচনী তথ্য খতিয়ে দেখে বিষয়টি সামনে আনার কথা জানিয়েছেন ইমরান। এখন খাম প্রতীক অন্য একটি দলকে বরাদ্দ হওয়ায় নওশাদের সামনে আইনি লড়াইয়ের পথ খুলল। সেই আবেদনের সঙ্গে তাঁর দলীয় পরিচয় সংক্রান্ত নথিও আলোচনায় আসতে পারে। ইমরান বলেন, নওশাদ কোন দলের হয়ে নির্বাচনে লড়েছেন এবং পরে নিজেকে কোন দলের বিধায়ক হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখার আর্জি জানিয়ে তিনি নির্বাচন কমিশনে চিঠি দেবেন।

হাওড়ায় শরৎ সদনে ২৯তম রোজগার মেলা, ছয় ক্ষেত্রে চাকরির নিয়োগপত্র দিলেন শান্তনু ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার শরৎ সদনে শনিবার ২০তম রোজগার মেলার আয়োজন করা হল। দেশজুড়ে একই দিনে প্রায় ৪৫টি জায়গায় এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। হাওড়ার অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের হাতে কয়েক জন নির্বাচিত চাকরিপ্রার্থীর নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। কলকাতা কাস্টমস, সেন্ট্রাল এক্সাইজ অ্যান্ড জিএসটি, প্রতিরক্ষা, ডাক, রেল এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদা-সহ ছ'টি ক্ষেত্রে নিয়োগের সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা। শনিবারের অনুষ্ঠানে শান্তনুর সঙ্গে ছিলেন পোর্ট কাস্টমসের প্রিন্সিপাল কমিশনার নাসিম ফারসি, কাস্টমস প্রিভেন্টিভের প্রিন্সিপাল কমিশনার বিনায়ক আজাদ, কাস্টমস এয়ারপোর্ট অ্যান্ড এয়ার কার্গো কমপ্লেক্সের কমিশনার আরতি সাক্সেনা, দেবজ্যোতি চক্রবর্তী, শাহিদ-সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকেরা। এদিন নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার পাশাপাশি চাকরিপ্রার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী।

এই প্রসঙ্গে শান্তনু বলেন, রোজগার মেলার মাধ্যমে দেশের যুবকদের চাকরির সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্য পূরণে যুবসমাজের ভূমিকা রয়েছে বলেও তিনি জানান। ২০৪৭ সালের মধ্যে ওই লক্ষ্য পূরণের পথে কর্মসংস্থানের আরও সুযোগ তৈরি করা হবে বলে দাবি করেন তিনি।

এদিনের অনুষ্ঠানেই নন্দীগ্রামে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের গ্রেপ্তারি নিয়েও প্রশ্নের মুখে পড়েন শান্তনু। তাঁর বক্তব্য, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা বা অপরাধের অভিযোগ থাকলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে। তবে সেই কারণেই কোনও নির্দিষ্ট প্রার্থীকে বিজেপি ভয় পেয়েছে, এমন ব্যাখ্যা তিনি মানতে রাজি নন। শান্তনু আরও বলেন, বিজেপি কোনও

একজন প্রার্থীকে ভয় পেয়ে গিয়েছে, এই কথা বলা একেবারেই সঠিক নয়দ। তাঁর মতে, পুলিশ গ্রেপ্তার করে থাকলে তার পিছনে মামলা বা অভিযোগ রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন। এছাড়াও রেজিনগর উপনির্বাচন ঘিরে তৃণমূল প্রার্থীর বক্তব্য নিয়েও প্রশ্ন করা হয় তাঁকে। জবাবে তৃণমূলের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও শনিবার কটাক্ষ করেন শান্তনু। তাঁর দাবি, আগামী দিনে রাজ্যে তৃণমূলের রাজনৈতিক প্রভাব কমবে। তৃণমূল দলের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। এছাড়াও ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে মতুয়া সম্প্রদায়কে দেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গে শান্তনু জানান, ওই প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়নের কাজ বিভিন্ন স্তরে চলছে। ধাপে ধাপে সেই কাজ এগোবে বলেও তিনি জানান। আগামী দিনে এই ক্ষেত্রে আরও কাজ হবে বলে দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি **Dhananjay Santra** পিতা Jitendra Santra ঠিকানা-গ্রাম- সিরোল, পোস্ট -নারীট, থানা- আমতা, জেলা- হাওড়া গত ২৯/ ৭/ ২০২৬ তারিখে মহামান্য হাওড়া ফাস্ট ক্লাস আদালতের এফিডেভিট নাম্বার 4312 এর বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম Dhananjay Santra যা ভোটার কার্ড vide no -WB/25/174/162530 এবং পুরাতন আধার কার্ড vide no.- 5993 2900 8394 তে লিপিবদ্ধ। কিন্তু ভুলবশত আমার নতুন আধার কার্ডে Mantu Santra রয়েছে।তাই Dhananjay Santra এবং Mantu Santra এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শ্রীমতি বিজয়া দত্ত স্বামী রাজীব দত্ত সাং ৩ নং দুর্গানগর পোঃ + থানা- চাকদহ জেলা নদিয়া বিগত ইংরাজি ১৭/০৯/২০২৬ তারিখে চাকদহ সাবরেজিষ্ট্রি অফিসে ৩৯৬৬ নং দলিল মূলে ৪৭ শতক জমি খরিদ করেন। উক্ত জমি শ্রী দেউকি নন্দন লোহিয়া পিতা রামোতার কুমার লোহিয়া সাং পুমলিয়া জেলা নদীয়া ১২ নং তাতলা মৌজার অন্তর্গত এল.আর. ১২৩ নং দাগে ৫০২, ১৮৩৬ ও ৫৯৭ নং খতিয়ান ভুক্ত এর পক্ষে শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পিতা হরেন্দ্রনাথ দত্ত সাং লালপুর বিগত ইংরাজি ১৮/১১/২০২৫ সালে চাকদহ সাবরেজিষ্ট্রি অফিসের রেজিষ্ট্রিকৃত বুক ওয়ান ৫২৮২ নং আমমোক্তানামা মূলে নিযুক্ত হয়ে মক্কেলকে বিক্রয় করেন। উক্ত সম্পত্তিতে কাহারো কোন অধিকার/আপত্তি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ বি.এল.ও আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
অর্কদ্যুতি নিয়োগী (এডভোকেট) সিটি সিভিল কোর্ট, কলকাতা

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 02/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, সদর, কোর্টে 20894 নং এফিডেভিড বলে আমি, Sekh Haydar Ali, S/o. Tinkari Molla, সাকিম মধুপুর, হোয়েরা, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৭, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Sk Alamin Ali) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 33, dated 28.02.2013, D.O.B. 25.01. 2013) পুত্রের পিতার সঠিক নাম Sekh Haydar Ali-এর পরিবর্তে Sk Haider Ali এবং পুত্রের মাতার সঠিক নাম Azmira Bibi-এর পরিবর্তে Ajmira Bibi লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া পুত্রের পিতা ও মাতার সঠিক নাম Sk Alamin Ali S/o. Sekh Haydar Ali (Father) & Azmira Bibi (Mother) লিপিবদ্ধ করিতে চাই। Sekh Haydar Ali ও Sk Haider Ali একই ব্যক্তি এবং Azmira Bibi ও Ajmira Bibi একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে রফিক উদ্দিন মন্ডল বিষ্ণুপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে 106/2023 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নুরসাবা খাতুন কে আমমোক্তর নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নুরসাবা খাতুন বিষ্ণুপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে 3164/25 দলিল এ ববি বিবি কে বিক্রয় করেন। উক্ত জমি টি বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত এনায়েতনগর মৌজায় জে. এল. নং 99 , দাগ নং 658, পরিমাণ 3 শতক। এ বিষয়ে কারোর কোনো আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এর 1 মাস এর মধ্যে B.L.& L.R.O.-BISHNUPUR II অফিসে জানাইতে হবে। পরবর্তী কোনো অভিযোগ করলে আইনগত অগ্রাহ্য হইবে।

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শ্রীমতি বিজয়া দত্ত স্বামী রাজীব দত্ত সাং নরেন্দ্রপল্লী পোঃ ও থানা- চাকদহ জেলা নদিয়া। বিগত ইংরাজি ৩১.০৩.২০০৬ সালে চাকদহ সাবরেজিস্ট্রি অফিসে ১৮১৪ নং দলিল মূলে ৩৭ শতক জমি খরিদ করে। উক্ত জমি শ্রী জয়ন্ত ঘোষাল পিতা মৃত শম্ভুনাথ ঘোষাল সাং ও পোঃ- তাতলা থানা চাকদহ জেলা নদীয়া ১২ নং তাতলা মৌজার অন্তর্গত এল. আর. ৮৭ নং দাগে ৬০১, ৬০২, ৬০৩, ৬০৪ ও ৬০৫ নং খতিয়ান ভুক্ত এর পক্ষে ঊষা রানী ঘোষাল স্বামী মৃত অনাদী নাথ ঘোষাল, তপন কুমার ঘোষাল পিতা ৺অনাদিনাথ ঘোষাল, তপতী ঘটক স্বামী বাসুদেব ঘটক, কাকলী ভট্টাচার্য স্বামী অরুণ ভট্টাচার্য এবং মিতা সিংহ রায় স্বামী শ্রী প্রতাপ সিংহ রায় সকলের সাং তাতলা। বিগত ইংরাজি ২/১/২০০১ তারিখে চাকদহ সাবরেজিস্ট্রি অফিসের রেজিষ্ট্রিকৃত বুক ফোর ২ নং আমমোক্তানামা মূলে নিযুক্ত হয়ে মক্কেল কে বিক্রয় করেন। উক্ত সম্পত্তিতে কাহারো কোন আপত্তি/অধিকার থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ বি.এল.ও.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
অর্কদ্যুতি নিয়োগী (এডভোকেট) সিটি সিভিল কোর্ট, কলকাতা

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ওমপ্রকাশ শ্রীবাস্তব বিগত ইং ২০২৩ সালে সিঙ্গুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৫৭৪০ নং দলিলে গোবিন্দপুর/৯৪ মৌজায় এল.আর. খতিয়ান নং ২৫৫৫, এল আর ৬ নং দাগের ১ কাঠা ০৪ ছটাক ১০ বর্গফুট বা ০.০২ শতক শালি জমি দলিলমূলে খরিদ করেন। যার বিক্রেতা চন্দন গুপ্তা। তিনি উক্ত দলিলে দীনেশ চৌধুরী-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন যাহার নম্বর ৪৩১১/২০২৩ যাহা এ.ডি. এস আর সিঙ্গুর অফিসে রেজিস্ট্রি হয়। উক্ত আমমোক্তারটি অদ্যাবধি বলবৎ আছে। উক্ত দলিলটির ক্রেতার নাম পরিবর্তন হইবে তাহাতে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে ২১ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল.আর.ও অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন।
পম্পা রায় অ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে জেলা দক্ষিণ 24 পরগণা, থানা - বিষ্ণুপুর, মৌজা - রসপুঞ্জ, জে.এল. নং - 15, আর.এস. দাগ নং - 1819, আর.এস. খতিয়ান নং - 400, এল.আর. দাগ নং - 1223, এল.আর. খতিয়ান নং - 2354 পাওয়ার দলিল নং - 00132/06 সাল District Sub Registrar IV Alipur আমমোক্তা দাতা (1) MR. DOUGLAS GRAHAM (2) MRS. LYNETTE GRAHAM আমমোক্তা গ্রহিতা SRI BULU HALDER পিতা - মৃত গোপাল চন্দ্র হালদার কোবলা দলিল নং - 138/09 District Sub-Registrar-IV Office of the D.S.R.-IV South 24 Pgs কোবলা গ্রহিতা OMBIR BALMIKI কেস নং MN/10253/26 কারো আপত্তি থাকলে 30 দিনের মধ্যে বিষ্ণুপুর -২ B.L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শ্রীমতি বিজয়া দত্ত স্বামী রাজীব দত্ত সাং নরেন্দ্রপল্লী পোঃ ও থানা- চাকদহ জেলা নদিয়া বিগত ইংরাজি ৩০/০৮/২০১৮ তারিখে ডি.এস.আর নদিয়া কৃষ্ণনগর অফিসে ৭৭৪০ নং কোবলা দলিল মূলে ৬৭.৯৩ শতক জমি খরিদ করেন। উক্ত জমি শ্রীমতি কাকলী ভট্টাচার্য স্বামী শ্রী অরূপ ভট্টাচার্য সাং তাতলা বিগত ইংরাজী ২/০৬/২০০৯ তারিখে চাকদহ অফিসে রেজিষ্ট্রারী কৃত বুক ফোর ৮৪ নং আমমোক্তানামা দলিলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন উমারানী ঘোষাল স্বামী অনাদিনাথ ঘোষাল ও তপন কুমার ঘোষাল পিতা মৃত অনাদিনাথ ঘোষাল দ্বয় হইতে। শ্রী অসিত কুমার ঘোষাল পিতা ৺ভোলানাথ ঘোষাল সাং তাতলা বিগত ইংরাজি ২৬/৯/২০১০ তারিখে চাকদহ এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত বুকফোর ১৫৮ নং আমমোক্তানামা দলিলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন শ্রী হিমাংশু ঘোষাল, শ্রী অজিত কুমার ঘোষাল, শ্রী অসীম কুমার ঘোষাল, শ্রী ধ্রুব কুমার ঘোষাল সকলের পিতা ৺ভোলানাথ ঘোষাল, শ্রীমত্যা হেলা ভট্টাচার্য স্বামী স্বপন ভট্টাচার্য, শ্রীমত্যা বেলা অধিকারী স্বামী শিবশঙ্কর অধিকারী, শ্রীমতি মীরা ব্যানার্জী স্বামী তপন ব্যানার্জী হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। শ্রী সুরজিৎ ঘোষাল পিতা মৃত হরনাথ ঘোষাল সাং তাতলা বিগত ইংরাজি ১০/২/২০১২ তারিখে চাকদহ এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত বুকফোর ৪২ নং আমমোক্তানামা দলিলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন শ্রীমত্যা চৈতালী মুখার্জ্জী স্বামী সমীর মুখার্জ্জী শ্রীমতি রীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যানার্জ্জী স্বামী তাপস ব্যানার্জ্জী শ্রীমতি ইরানী সিংহরায় ঘোষাল স্বামী শ্রী ভাস্কর সিংহ রায় শ্রীমতি চন্দ্রানী মুখার্জ্জী ঘোষাল স্বামী কিংসুক মুখার্জ্জী হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। শ্রী রবি ঘোষাল ওরফে রবীন্দ্র ঘোষাল পিতা শংকর নাথ ঘোষাল সাং তাতলা বিগত ইংরাজি ২৭/০৫/১৯৯৬ তারিখে চাকদহ এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত বুকফোর ৭০ নং আমমোক্তানামা দলিল মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন শ্রীমত্যা জয়া ঘোষাল স্বামী ৺শংকরনাথ ঘোষাল শ্রীমতি পিকু আচার্য ওরফে তুলি ঘোষাল স্বামী তাপস আচার্য হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। শ্রী দিপালী ব্যানার্জ্জী ঘোষাল ওরফে দিপালী বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামী তাপস ব্যানার্জ্জী বিগত ইংরাজী ১৫/১০/১৯৯৮ সালে রানাঘাট এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত বুক ফোর ১৪০ নং আমমোক্তানামা দলিলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন শ্রীমতি শঙ্করী মুখার্জ্জী ওরফে শঙ্করী মুখোপাধ্যায় স্বামী সনৎ মুখোপাধ্যায় হইতে। উক্ত জমি জেলা নদিয়া থানা চাকদহ মৌজা তাতলা জে.এল. নং ১২ মৌজার এল.আর. ১২৩ নং দাগে ৩৫২, ৬০১, ৬০২, ৬০৩, ৬০৪, ৬০৫, ৫৭৭, ১৪৩, ১৬৫, ৪১৮ ও ৩৩৪ নং খতিয়ান ভুক্ত। সর্ব আমমোক্তানামা ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে ও স্বয়ং অংশ হিসাবে মক্কেলকে বিক্রয় করেন। উক্ত সম্পত্তিতে কাহারো কোনরকম অধিকার/আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্থানীয় বি.এল.আর.ও আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
অর্কদ্যুতি নিয়োগী (এডভোকেট) সিটি সিভিল কোর্ট, কলকাতা

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২ আশ্বিন ১৪৩৩, রবিবার

নিজেদের খনিতে চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত, ৩৫ লক্ষ টন কয়লা বিক্রির পথে রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কোল ইন্ডিয়ার উপর কয়লার জন্য নির্ভরতা কার্যত শেষ করে এখন নিজেদের ক্যাপটিভ খনি থেকে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত কয়লা বিক্রির সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ থেকেই নিজেদের খনি থেকে সংস্থার বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির জন্য প্রয়োজনীয় ১০০ শতাংশ কয়লা জোগান দেওয়া হচ্ছে। সেই চাহিদা মেটানোর পরও হাতে থাকা কয়লা বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু করল। প্রথম পর্যায়ে ক্রেতা হিসেবে এনটিপিসিকে কয়লা দেওয়া হচ্ছে। একসময় রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লার বড় অংশের ক্ষেত্রে কোল ইন্ডিয়ার উপর নির্ভর করতে হত

রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমকে। যদিও নিজেদের ক্যাপটিভ খনিতে উৎপাদন বাড়তে থাকায় সেই নির্ভরতা ধীরে ধীরে কমে আসে। এখন পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে নিজেদের বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রয়োজন মিটিয়েও অতিরিক্ত কয়লা হাতে থাকছে সংস্থার। এই উদ্বৃত্ত কয়লা বিক্রি করে আগামী দিনে আয় বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে সংস্থাটি। রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম-এর লক্ষ্য, ২০২৭ সালের মার্চের মধ্যে প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন টন, অর্থাৎ ৩৫ লক্ষ টন কয়লা বিক্রি করা। সেই লক্ষ্যে প্রথম ক্রেতা হিসেবে এনটিপিসি-কে কয়লা সরবরাহের কাজ শুরু হয়েছে।

কয়লা জোগানের এই পরিবর্তনে রাজ্য বিদ্যুৎ সংস্থার ব্যবস্থাপনাতেও বদল আনা হচ্ছে। আগে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির চাহিদার কয়লা জোগাড় করতে বাইরে থেকেই আনা হত। এখন প্রথমে নিজেদের খনি থেকে উৎপাদিত কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রয়োজন মেটানো হচ্ছে। তার পরেও যে কয়লা থাকছে, সেটিই বিক্রির জন্য পাঠানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে

রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম-এর এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, এনটিপিসি-কে দিয়ে উদ্বৃত্ত কয়লা বিক্রির যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, আগামী দিনে তার পরিমাণ আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ফলে নিজেদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের জ্বালানি জোগানোর পাশাপাশি রাজ্য বিদ্যুৎ সংস্থার সামনে অতিরিক্ত কয়লা থেকে রাজস্ব আয়ের একটি নতুন পথ তৈরি হল।

রাধাষ্টমীতে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে সন্ধ্যারতিতে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগবাজার: রাধাষ্টমী মহোৎসব উপলক্ষে কলকাতার বাগবাজারে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত শ্রী গৌড়ীয় মঠে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার সন্ধ্যায় গৌড়ীয় মঠে পৌঁছে রাধারানির দর্শন করেন তিনি। এরপর মন্দিরে আয়োজিত সন্ধ্যারতিতে অংশ নিয়ে প্রার্থনায় সামিল হন মুখ্যমন্ত্রী। রাধারানির আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে গৌড়ীয় মিশনের উদ্যোগে এবছর ১০৭তম বর্ষে পদার্পণ করেছে রাধাষ্টমী মহোৎসব। সকাল থেকেই মঠ প্রাঙ্গণে ছিল ভক্তদের ভিড়। হরিনাম সংকীর্তন, ধর্মীয় আলোচনা এবং বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয় বিশেষ এই তিথি।

সন্ধ্যায় গৌড়ীয় মঠে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। মঠের সন্ন্যাসী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর মন্দিরে গিয়ে রাধা কৃষ্ণের বিগ্রহের সামনে আরতিতে অংশ নেন তিনি। পুষ্প, ধূপ ও প্রদীপের আরতির মধ্য দিয়ে রাধারানির আরাধনায় সামিল হন মুখ্যমন্ত্রী। রাধাষ্টমীর আবহে সেই সময় মঠ চত্বর জুড়ে শোনা যায় হরিনাম সংকীর্তন।

সন্ধ্যারতির পর গৌড়ীয় মিশনের পক্ষ থেকে তাঁকে পুষ্পস্তবক ও স্মারক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এরপর গৌড়ীয় মিশনের সন্ন্যাসী ও আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ও সভাপতি ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ।

কলকাতায় আয়োজিত জাতীয় রোজগার মেলা ২০২৬, ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রের কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগের অংশ হিসেবে শনিবার কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল জাতীয় রোজগার মেলা ২০২৬-এর ২০তম পর্ব। পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের আয়কর বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় কর্মী, জন-অভিযোগ ও পেনশন প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার, আয়কর বিভাগের (পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম) মুখ্য প্রধান কমিশনার সুরভি ভার্মা গর্গ এবং ডিজিআইটি (তদন্ত) যোগেশ কুমার ভার্মা। নবনিযুক্ত কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ড. মজুমদার 'আইগট কর্মযোগী' প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আজীবন শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দেন। তিনি বলেন, রোজগার মেলার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে প্রায় ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ে তুলতে প্রত্যেক নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সরকারি কর্মীদের নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনেরও আহ্বান জানান তিনি। সুরভি ভার্মা গর্গ জানান, এদিনের রোজগার মেলা দেশজুড়ে ৪৫টি কেন্দ্রে একযোগে আয়োজিত হয়েছে। মোট প্রায় ৫১ হাজার নির্বাচিত প্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও সংস্থায় যোগ দিয়ে দেশের যুবসমাজ জনসেবায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। কলকাতা কেন্দ্র থেকে সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ), জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তর (এনএসও), সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড, গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (জিআরএসই), ভারতীয় রেল-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থায় নির্বাচিত প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে আয়কর বিভাগের মুখ্য প্রধান কমিশনার নবনিযুক্ত কর্মীদের সততা, সহানুভূতি এবং কর্তব্যনিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্য, স্বচ্ছ, দক্ষ এবং নাগরিক-কেন্দ্রিক প্রশাসন গড়ে তোলাই জাতীয় রোজগার মেলার মূল উদ্দেশ্য।

বাজল তোমার আলোর বেণু...। কুমোরটুলিতে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

খড়দার পুরানি বাজারে বোমাবাজি, আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শুক্রবার গভীর রাতে খড়দার পুরানি বাজারে বোমাবাজির জেরে কেঁপে উঠল গোটা এলাকা। অভিযোগ, বাজারের মধ্যে একটি গোডাউনের দেওয়ালে পরপর দুটি বোমা মেরে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। বোমাবাজির ঘটনায় আতঙ্কিত ওই বাজারের ব্যবসায়ীরা। খড়দার পুরানি বাজারের ব্যবসায়ী জয়কান্ত সাউ বলেন, মাঝ রাতে বাজারের মধ্যে দুষ্কৃতীরা বোমাবাজি করেছে। ভয়েতে শনিবার বাজারে ক্রেতাদের সংখ্যা অনেক কম ছিল। আরেক ব্যবসায়ী অজয় সাউ বলেন, মাঝরাতে দুষ্কৃতীরা একটি গোডাউনের দেওয়ালে পরপর দুটো বোমা মেরেছে। চার বছর আগেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনায় জড়িতদের পাকড়াও করে কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত। তাঁর অভিযোগ, সন্ধে নামতেই বাজারের মধ্যে মদ, গাঁজা ও জুয়ার আসর বসে। প্রশাসনকেও জানিয়েও কোনও সুরাহা মিলছে না। কি কারণে, কারা ওই বাজারে বোমাবাজি করল, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

আলিপুরে পিটিএসে কম্যান্ডোর অস্বাভাবিক মৃত্যু, উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আলিপুরের পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে (পিটিএস) এক কমান্ডো অফিসারের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। শনিবার সকালে চারতলার ব্যারাকে শৌচালয়ের পাইপলাইনের সঙ্গে গামছার ফাঁস লাগানো অবস্থায় মেলে তাঁর দেহ। পিটিএস সূত্রে খবর, মৃতের নাম দীপক তামাং (৪৯)। তিনি কলকাতা পুলিশে 'ডিআই' পদে কর্মরত ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল পৌনে দশটা নাগাদ হঠাৎই চারতলার কমান্ডো ব্যারাকে শৌচালয় ভিতর থেকে বন্ধ দেখে সন্দেহ হয় সহকর্মীদের। ডাকাডাকি করলেও ভেতর থেকে কোনও সাড়া মেলেনি। খবর পেয়ে অন্যান্য পুলিশকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন। এরপরই নজরে আসে শৌচালয়ের পাইপলাইনের সঙ্গে গামছার ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে রয়েছে দীপকবাবুর নিথর দেহ। সহকর্মীরা তড়িঘড়ি ফাঁস কেটে তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানকার চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত পুলিশ অফিসারের মুখ থেকে লালা ঝরছিল এবং গলায় ফাঁসের স্পষ্ট ক্ষতচিহ্ন ছিল বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

মূলত কালিম্পং জেলার সাত মাইলের বাসিন্দা দীপক তামাং দীর্ঘ বছর ধরে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কলকাতা পুলিশে কাজ করছিলেন। সহকর্মীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও সুপরিচিত অফিসার হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল যথেষ্ট। কিন্তু ঠিক কী কারণে এবং কোন মানসিক বা পারিবারিক চাপে পড়ে তিনি এমন চরম ও আশঙ্কাজনক পদক্ষেপ করতে বাধ্য হলেন, তা নিয়ে ধন্দে পড়েছেন সকলেই। সহকর্মীরাও এর পেছনের কারণ নিয়ে স্পষ্ট কিছু জানাতে পারেননি।

প্রাথমিকভাবে বিষয়টি আত্মহত্যা বলেই মনে করছে পুলিশ। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক এফআইআর দায়ের না হলেও, পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে কলকাতা পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যে কালিম্পংয়ে তাঁর পরিবারে খবর পাঠানো হয়েছে।

পিএইচডি ভর্তিতে বেনিয়মের অভিযোগ, যাদবপুরের দশ বছরের রেকর্ড খতিয়ে দেখবে উচ্চশিক্ষা দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি-তে ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখতে উদ্যোগী হল উচ্চশিক্ষা দপ্তর। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে গত ১০ বছরে পিএইচডি-তে ভর্তি সংক্রান্ত নথি উচ্চশিক্ষা দপ্তর চেয়ে পাঠিয়েছে বলেই সূত্রের খবর। কোন প্রবেশিকা পরীক্ষা, যোগ্যতা বা অন্য কোনও পদ্ধতির ভিত্তিতে গবেষকদের বাছাই করা হত, সেই তথ্যও খতিয়ে দেখা হবে।

দপ্তর সূত্রের খবর, পিএইচডি ভর্তির ক্ষেত্রে প্রার্থীদের বাছাইয়ের নিয়ম কী ছিল, গত এক দশকে কোন পদ্ধতিতে তাঁদের নির্বাচন করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র কী রয়েছে, এই সব তথ্যই চাওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলির কাছে থাকা ভর্তি সংক্রান্ত রেকর্ডের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখবে উচ্চশিক্ষা দপ্তর। এর মধ্যে গত ৫ অগস্ট উচ্চশিক্ষা দপ্তর এই সংক্রান্ত নির্দেশিকাও জারি করে। রাজ্যের সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পিএইচডি ভর্তির জন্য রিসার্চ এন্ট্রান্স টেস্ট বা রেট আয়োজন না করার কথা জানানো হয়। তার বদলে ইউজিসি

নেট, ইউজিসি সিএসআইআর নেট, গেট-সহ জাতীয় স্তরের পরীক্ষার নম্বর এবং সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রার্থীদের যোগ্যতা যাচাইয়ের কথা বলা হয়। এই নির্দেশিকার পরেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ১০ বছরের পিএইচডি ভর্তি প্রক্রিয়ার নথি পাঠাতে বলা হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এত দিন ধরে কী নিয়মে গবেষক বাছাই করা হয়েছে, তা নিয়ে নতুন করে নজরদারি শুরু হল।

গত অগস্টে যাদবপুরে পিএইচডি ভর্তিতে বেনিয়মের অভিযোগ তুলেছিল এবিভিপি। সংগঠনের যাদবপুর শাখার সদস্যরা বিষয়টি নিয়ে সিবিআই তদন্তের দাবিও জানায়। এই মর্মে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে দেওয়া চিঠিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে পিএইচডি-তে এক প্রার্থীকে ভর্তি করানোর ক্ষেত্রে প্রভাব খাটানোর অভিযোগ তোলা হয়। ওই প্রার্থী বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করা হয়। পাশাপাশি অভিযোগের সমর্থনে একটি অডিও রেকর্ডিং জমা দেওয়ার কথাও জানায় সংগঠনটি।

এখন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের হাতে গত এক দশকের নথি গেলে পিএইচডি ভর্তিতে প্রার্থীদের বাছাইয়ের পদ্ধতি, যোগ্যতার মাপকাঠি এবং বিভিন্ন বিভাগের ভর্তি প্রক্রিয়ার ছবি আরও স্পষ্ট হতে পারে। যদিও নথি পরীক্ষা বা তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগগুলি নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব নয় বলেই দাবি কর্তৃপক্ষের।

আর্থিক প্রতারণামূলক কার্যকলাপের অভিযোগে নিউ ব্যারাকপুরে ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : আর্থিক প্রতারণামূলক কার্যকলাপের অভিযোগে নিউ ব্যারাকপুর থানার পুলিশ চার প্রতারককে গ্রেপ্তার করেছে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে নিউ ব্যারাকপুর রেল স্টেশন সন্নিহিত একটি খাবারের দোকানের সামনে কয়েকজন যুবক জমায়েত হয়েছিল। অভিযোগ, মিউল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে সাইবার প্রতারণার জন্যই ওঁরা ওখানে একত্রিত হয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নিউ ব্যারাকপুর থানার পুলিশ সেখানে হানা দেয়। রাহুল মণ্ডল, টারজান শেখ, ডফিন শেখ এবং শেখ সোহেল নামে চার যুবককে পুলিশ আটক করে। দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ ওই চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত রাহুল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার ক্যানিং হরখালির বাসিন্দা এবং ধৃত বাকি তিনজনের বাড়ি বীরভূম জেলার মারগ্রাম থানা এলাকায়। পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে একাধিক ব্যাঙ্কের পাশ বই, চেক বই, ডেবিট কার্ড, প্যান কার্ড, সিম কার্ড-সহ চারটে মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে। ধৃতদের শনিবার ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয়েছিল। বিচারক টারজান শেখ এবং রাহুল মণ্ডলকে চার দিনের পুলিশ হেপাজত এবং বাকি দু'জন শেখ সোহেল এবং ডফিন শেখকে জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন। আর্থিক প্রতারণা চক্রের মূল পান্ডার খোঁজ চালাচ্ছে নিউ ব্যারাকপুর থানার পুলিশ।

দক্ষিণবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, বুধবার থেকে বাড়বে দাপট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজোর বাদ্যি বাজতে চললেও বর্ষা বিদায়ের এখনই কোনও সম্ভাবনা নেই। উল্টে রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির দাপট বাড়ার ইঙ্গিত দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। শনিবার হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বর্ষণ হতে পারে। তালিকায় রয়েছে কলকাতাও।

আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, শনিবারের পর রবিবারও দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মেঘলা আকাশের পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে বইতে পারে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া। ভিজতে পারে তিলোত্তমাও। তবে সপ্তাহের শুরুতে, অর্থাৎ সোমবার ও মঙ্গলবার বৃষ্টির বেগ কিছুটা কমবে। এরপর আসল খেলা শুরু হবে বুধবার থেকে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের অন্তত চারটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। মূলত দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতেও এই সময়ে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে।

দক্ষিণের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও আপাতত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আজ রবিবার থেকে সাময়িক ভাবে বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমলেও এর পর আবার আগামী বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার জলপাইগুড়ি ও

আলিপুরদুয়ারে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর।

আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, থাইল্যান্ডের ওপর অবস্থান করা ঘূর্ণাবর্তটি সরে এসে উত্তর আন্দামান সাগরে নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি করতে পারে। এটি ক্রমশ উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিকে এগিয়ে আগামী তিন থেকে চার দিনের মধ্যে ওডিশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে পৌঁছবে। এছাড়া, উত্তরবঙ্গ থেকে উত্তর ওডিশা পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে। তার প্রভাবেই মূলত দক্ষিণবঙ্গে এই বৃষ্টি। তবে মৎস্যজীবীদের জন্য বঙ্গোপসাগরে আপাতত কোনও সতর্কবার্তা জারি করা হয়নি।

অন্যদিকে, দেশের পশ্চিম প্রান্ত, অর্থাৎ পশ্চিম রাজস্থান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বিদায়ের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে বর্ষাকালীন অক্ষরেখাটি রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড হয়ে পশ্চিমবঙ্গের দিঘার ওপর দিয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। একইসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৫ ডিগ্রি বেশি। শুক্রবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৩১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৯ ডিগ্রি কম। আপাতত আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ও মেঘলা আকাশের মেলবন্ধন বজায় থাকবে বলেই জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

সম্পাদকীয়

সভা-সমাবেশ থেকে মোবাইল, ডিজিটাল প্রচারের প্রভাব কি পড়ছে ভোটারের ওপর?

রাজ্য জুড়ে ফের ভোটের উত্তাপ। আম জনতার নজরে প্রার্থী থেকে প্রচার। এখানেই ফের আরও একবার উঠে আসছে প্রচার কৌশল। আর সেখানেই বদলে যাওয়া সময়ের ছবিটা ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। এটা বাস্তব যে, ক্রমশ বদলে যাচ্ছে প্রচারের প্ল্যাটফর্ম, মাঠে-ময়দানের সভা-সমাবেশ থেকে চোখ এখন মোবাইলের স্ক্রিনে। একদা প্রচারের প্রধান মঞ্চ ছিল মাঠ। মিছিল, জনসভা, দেওয়াল লিখন, মাইক, লাউড স্পিকার, আর পাড়ার মোড়ে প্রার্থীর বক্তৃতা;এই ছিল ভোট রাজনীতির চেনা ছবি। গত এক দশকে এই ছবির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর একটি শক্তিশালী মঞ্চ, তা হল হাতে থাকা মোবাইল। ভোট প্রচারপর্বে বাংলায় সামাজিক মাধ্যমের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চায়ের দোকান থেকে আবাসনের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, সব জায়গাতেই রাজনৈতিক আলোচনা চলছে। সরাসরি মিছিল না হলেও ডিজিটাল আলোচনার মাধ্যমে জনমত তৈরি হচ্ছে। এখন সেই প্রচারে আরও বড় পরিবর্তন এনেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। এক সমীক্ষা বলছে, তৃণমূল, বিজেপি ও সিপিএমের নির্বাচনী সামাজিক মাধ্যমের বিষয়বস্তুতে বিপুল পরিমাণ কৃত্রিম মেধা নির্ভর ছবি ও ভিডিয়ো ব্যবহৃত হয়েছে। বিশ্লেষণ করা ১,৫০০টি ইনস্টাগ্রাম রিলের মধ্যে তৃণমূলের অন্তত ৫৬টি, বিজেপির ৪৩টি এবং সিপিএমের ২৫টি রিল পুরোপুরি বা আংশিকভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি বলে শনাক্ত করা গিয়েছে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ হল দর্শকের প্রতিক্রিয়া। ওই বিশ্লেষণ অনুযায়ী, তিন দলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর রিলগুলির গড় 'লাইক' ছিল প্রায় ৬,৬০০, যেখানে সাধারণ রিলের ক্ষেত্রে তা প্রায় ৩,৫০০। অর্থাৎ প্রযুক্তি শুধু প্রচারের ধরন বদলাচ্ছে না, মনোযোগও বেশি টানছে। সভা, সমাবেশ, মিছিল শেষ হয়ে যায় কয়েক ঘণ্টায়, কিন্তু একটি ভিডিয়ো বা রিল থাকতে পারে কয়েকদিন। এই বাস্তবতাই বদলে দিচ্ছে নির্বাচনী রাজনীতি। প্রযুক্তি গণতন্ত্রের শত্রু নয়। বরং সঠিকভাবে ব্যবহার করলে তা প্রার্থী ও ভোটারের দূরত্ব কমাতে পারে। কিন্তু মিথ্যা তথ্য, কৃত্রিম ছবি এবং আবেগ নির্ভর প্রচার যদি সত্যের জায়গা দখল করে, তবে সমস্যা প্রযুক্তিতে নয়, সমস্যা গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতে।

শব্দছক ২৭৩

রবি দাস

১	২		৩	■	■	৪	৫
৬		■	৭		৮	■	
	■	৯		■	১০		
১১				■		■	■
■	■		■	১২			১৩
১৪			■	১৫		■	
	■	১৬			■	১৭	
১৮		■	■	১৯			

পাশাপাশি: ১. খাটুনি ৪. জলৌকা ৬. তেতো ৭. চোখ ৯. তরবারি ১০. বর্শা ১১. রামের চেয়ে ছোট ১২. কর্মচারীদের মিলিত আলোচনাচক্র ১৪. ভেদহীন ১৫. মিত্র ১৬. নৃপতি ১৭. দানকারী ব্যক্তি ১৮. ভারতের পশ্চিমে মরুভূমি ১৯. কড়াই বা চাটুর অরতলপৃষ্ঠ

ওপর-নিচ: ১. বিধবা ২. নিঃস্ব ৩. কামদেব ৫. বর্ষার এক ফুল ৮. নতুন করে তৈরী ৯. স্বীকৃতি ১২. বাট্টা (ইংরাজী অর্থে) ১৩. পাখির ভাঙা বাসা ১৪. নাথহীন অসহায় ১৭. খোস-প্যাঁচড়া জাতীয় অসুখ

সমাধান ২৭২ — পাশাপাশি: ১. বাঁদরামি ৩. কোমল ৫. দোল ৬. জনরোষ ৯. গোল ১০. কাঁপন ১১. পনস ১৩. গদা ১৪. নবনীত ১৮. তিক্ত ১৯. ভাবুক ২০. সানন্দ

ওপর-নিচ: ১. বাঁকা ৩. রাজন ৩. কোল ৪. লঙ্কা ৫. দোষ ৬. জল ৭. রোদন ৮. অপমানী ৯. গোটা ১১. পদাতিক ১২. সন ১৫. বন্ধন ১৬. তন্বী ১৭. শোভা

আজকের দিন

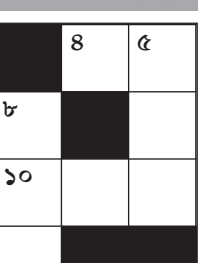

■ **২০১১** — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীতে সমকামী পুরুষ ও নারী সামরিক সদস্যরা প্রকাশ্যে নিজেদের যৌন পরিচয় নিয়ে সেনাবাহিনীতে কাজ করার সুযোগ পান।

■ **২০১৭** — হারিকেন মারিয়া শক্তিশালী ক্যাটাগরি ৪ ঝড় হিসেবে পুয়ের্তো রিকোতে আছড়ে পড়ে। এতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে।

জন্মদিন

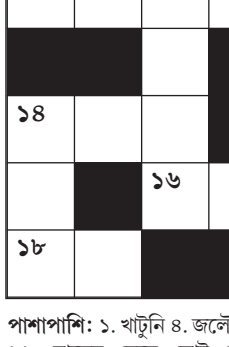

মহেশ ভাট

১৯২৩ *বিশিষ্ট অভিনেতা আকিনেনি নাগেশ্বর রাওয়ের জন্মদিন।*
১৯৪৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক মহেশ ভাটের জন্মদিন।*
১৯৭৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অভিমন্যু সিংয়ের জন্মদিন।*

ধনীর ভোগ, গরিবের বিপদ

আয়বৈষম্যের ছায়ায় ভারতের জলবায়ু সংকট

উজ্জ্বল কুমার দত্ত

শহরের সকাল। একটি বহুতলের কাচঘেরা ঘরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের মৃদু শব্দে দিনের শুরু। একই সময়ে সেই বহুতলের নীচে নির্মাণশ্রমিক মাথায় ইট নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। দু'জনের শরীরেই একই সূর্যের উত্তাপ এসে পড়ছে। অথচ সেই উত্তাপের অভিঘাত দু'জনের জীবনে একেক-রকম। একজন অর্থ ও প্রযুক্তির সাহায্যে ঘরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, নিজস্ব কাজের সময় বদলাতে পারেন এবং প্রয়োজনে উত্তাপ থেকে নিজেকে আড়াল করতে পারেন। কিন্তু অন্য জনের জীবিকা তাঁকে তীব্র রোদের মধ্যেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য করে। তাঁর কাছে বর্ধিত তাপমাত্রা শুধু অস্বস্তিদায়ক নয়; শরীরের উপর বাড়তি চাপ, কমে যাওয়া কর্মক্ষমতা, কাজের সময় কমে যাওয়ার আশঙ্কা, এমনকি এক দিনের মজুরি হারানোর বিপদও তাকে তাড়া করে বেড়ায়। এখানে সময় ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এক, উত্তাপেরও কোন রকমভেদ নেই; অথচ সূর্যের দাবদাহকে সামলে ওঠার ক্ষমতা মানুষের আর্থিক অবস্থানের সঙ্গে বদলে যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে নির্মম বৈপরীত্য সম্ভবত এখানেই।

পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে;এই সত্যটি সকলের জন্য এক। কিন্তু উষ্ণ হয়ে ওঠা পৃথিবীর অভিঘাত মানুষের জীবনে একই ভাবে এসে পৌঁছয় না। জলবায়ু পরিবর্তন কোথাও বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান হয়ে থাকে, কোথাও তা ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা। তাপপ্রবাহের খবর সংবাদপত্রের পাতায় চোখে পড়ে, অথচ সেই একই উত্তাপ দুপুরের রাস্তায় কর্মরত মানুষের শরীরে ধীরে-ধীরে এক বাস্তব বিপদ হয়ে জমে ওঠে। একই পৃথিবী, একই উত্তাপ, অথচ অভিজ্ঞতার এই পার্থক্য কোথা থেকে তৈরি হয়? এর গভীরেই লুকিয়ে রয়েছে অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন;আয়বৈষম্য কি জলবায়ু পরিবর্তনের গতিকে আরও তীব্র করে তুলছে?

প্রশ্নটি ভারতের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই দেশ একই সময়ে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনীতি, দ্রুত নগরায়নশীল সমাজ এবং বিপুল সংখ্যক নিম্নআয়ের মানুষের বাসভূমি। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে সমাজের একাংশের জীবনযাত্রায় এসেছে অভাবনীয় পরিবর্তন। অত্যাধুনিক আবাসন, ব্যক্তিগত গাড়ি, বিমানযাত্রা এবং বিপুল ভোগের সুযোগ সেই জীবনের দৃশ্যমান চিহ্ন। অন্য দিকে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ এখনও নিরাপদ বাসস্থান, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ, বিশুদ্ধ জল এবং একটি স্থায়ী জীবিকার সন্ধানে রয়েছেন। ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতির একই স্রোত সমাজের সকল স্তরে সমান ভাবে পৌঁছয়নি। কোথাও ভোগের পরিসর ক্রমশ প্রসারিত হয়েছে, কোথাও মৌলিক প্রয়োজন মেটানোই এখনও প্রধান চিন্তা। এই ব্যবধান শুধু আয় ও জীবনযাত্রার পার্থক্য তৈরি করেনি;মানুষের পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ককেও ভিন্ন করে দিয়েছে। একই ভূখণ্ডে পাশাপাশি গড়ে উঠেছে এই দুই ভারত;একটির কাছে উন্নয়নের অর্থ ক্রমবর্ধমান ভোগের সুযোগ, অন্যটির কাছে উন্নয়ন এখনও নিরাপদ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের নিশ্চয়তা।

কার্বন নিঃসরণের হিসাবেও ভারতের আয়বৈষম্যের একটি স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। বিশ্ব বৈষম্য-সংক্রান্ত গবেষণায় ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী, দেশের নীচের ৫০ শতাংশ মানুষের ক্ষেত্রে একজন মানুষের গড় গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ ছিল প্রায় ১ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড সমতুল্য। শীর্ষ ১০ শতাংশ মানুষের ক্ষেত্রে সেই গড় বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৮.৮ টনে। আর দেশের শীর্ষ ১ শতাংশ মানুষের ক্ষেত্রে মাথাপিছু গড় নিঃসরণ ছিল প্রায় ৩২.৪ টন। অর্থাৎ আয় যত উপরের দিকে উঠেছে, মাথাপিছু গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণও তত বেড়েছে। একই দেশের মানুষের মধ্যে আয় যেমন সমান ভাবে বণ্টিত নয়, জলবায়ুর উপর প্রত্যেকের প্রভাবও তেমন সমান নয়।

ভারতের মোট নিঃসরণের ছবিটিও দ্রুত বদলাচ্ছে। শিল্পায়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহণ, নির্মাণ এবং নগরজীবনের বিস্তারের সঙ্গে দেশের মোট কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ ক্রমশ বাড়ছে। ২০২৪ সালে ভারতের মাথাপিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ ছিল আনুমানিক ২.২ টন। বৈশ্বিক গড়ের তুলনায় এই সংখ্যা এখনও কম। কিন্তু দেশের বিপুল জনসংখ্যা এবং দ্রুত অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের কারণে মোট নিঃসরণের পরিমাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য মনে রাখা জরুরি। ভারতের সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় ভোগকে জলবায়ু সংকটের জন্য দায়ী করা যায় না। যে পরিবার এখনও বিদ্যুৎ, পরিষ্কার রান্নার জ্বালানি বা পর্যাপ্ত পরিবহণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তার জীবনযাত্রার উন্নতি প্রয়োজন। পরিবেশ রক্ষার নামে সেই প্রয়োজনকে আটকে দেওয়া সামাজিক ন্যায্যতার বিরোধী হবে।

সমস্যা অন্য জায়গায়। সমস্যা শুরু হয় যখন ভোগ প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে মর্যাদার প্রদর্শনে পরিণত হয়।

প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে ভোগ যখন মানুষের আর্থিক সামর্থ্য ও সামাজিক অবস্থান প্রকাশের একটি মাধ্যম হয়ে ওঠে, তখন সেই ভোগের অর্থ বদলে যায়। বড় বাড়ি, একাধিক গাড়ি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, ঘন-ঘন বিমানযাত্রা, বিলাসবহুল পর্যটন কিংবা বিপুল ব্যয়ের সামাজিক অনুষ্ঠান তখন শুধু স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগের বিষয় থাকে না; এর সঙ্গে যুক্ত হয় নিজেকে অন্যের চোখে প্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষা। কোন গাড়িতে যাতায়াত করা হচ্ছে, কোথায় ছুটি কাটানো হচ্ছে কিংবা একটি সামাজিক অনুষ্ঠান কতটা জাঁকজমকের সঙ্গে আয়োজন করা হচ্ছে;সেসবের মধ্য দিয়েও একজন মানুষের আর্থিক সামর্থ্য ও সামাজিক মর্যাদা প্রকাশ পেতে পারে। অর্থনীতির ভাষায় এই ধরনের ভোগকে বলা হয় 'স্ট্যাটাস কনজাম্পশন'। এখানে কোনও পণ্য বা পরিষেবার মূল্য তার ব্যবহারিক প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সেই ভোগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়ার এবং অন্যের তুলনায় নিজের অবস্থানকে দৃশ্যমান করে তোলার আকাঙ্ক্ষা।

মানুষ শুধু নিজের প্রয়োজন মেটাতে ভোগ করে না। অনেক সময় অন্যের চোখে নিজের অবস্থানটিও প্রতিষ্ঠা করতে চায়। একজনের বিলাস অন্য জনের আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সেই আকাঙ্ক্ষাকে বহুগুণ দ্রুত ছড়িয়ে দেয়। যেমন একটি দামি গাড়ির ছবি, বিদেশভ্রমণের দৃশ্য, বিশাল বিয়ের অনুষ্ঠান;সবই পরের মানুষের কাছে এক ধরনের সামাজিক মানদণ্ড তৈরি করতে পারে।

এখানেই আসে 'ডেমোনস্ট্রেশন ইফেক্ট'। অন্যকে দেখে নিজের ভোগের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হওয়া নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সেই প্রক্রিয়াকে আজ অভূতপূর্ব গতিতে ছড়িয়ে দিয়েছে। আগে একটি বিলাসিতা দেখত সীমিত মানুষ। এখন একটি বিলাসিতার ছবি কয়েক মিনিটে পৌঁছে যায় লক্ষ মানুষের কাছে। বাজার সেই আকাঙ্ক্ষাকে অবিলম্বে পণ্যে রূপান্তরিত করে এবং প্রতিটি পণ্যের পিছনে রয়েছে কাঁচামাল, বিদ্যুৎ, পরিবহণ, কারখানা এবং জ্বালানি। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভোগের সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত বৃহত্তর কার্বন অর্থনীতির অংশ হয়ে যায়।

তবে আয়বৈষম্যের প্রভাব এখানেই শেষ নয়। বৈষম্য বাড়লে সমাজের নীচের অংশের মানুষের জীবিকাও আরও অনিশ্চিত হতে পারে। গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষ অপরিকল্পিত বসতিতে ঠাঁই নেন। জলাভূমি ভরাট হয়। বনভূমির উপর চাপ বাড়ে। কৃষক জীবিকার তাগিদে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ফলে পরিবেশের উপর চাপ তৈরি হয় অন্য দিক থেকেও। অর্থাৎ একই বৈষম্য দুই প্রান্তে দুই ধরনের পরিবেশগত চাপ তৈরি করতে পারে। উপরের দিকে অতিভোগ। নীচের দিকে বেঁচে থাকার সংগ্রাম।

মাঝখানে থাকে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যার সাফল্য দীর্ঘদিন ধরে উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ দিয়ে মাপা হয়েছে। প্রকৃতির ক্ষয়, দূষিত বায়ু, নষ্ট জলাভূমি কিংবা হারিয়ে যাওয়া জীববৈচিত্র্যের মূল্য সেই হিসাবের খাতায় অনেক সময় যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত আবার এই বৈষম্যকে আরও গভীর করতে পারে। ধরা যাক, একটি কৃষকের ফসল অনিয়মিত বর্ষায় নষ্ট হয়ে পড়লো। তাঁর হাতে সঞ্চয় সীমিত। ঋণ রয়েছে। পরের মরসুমের জন্য নতুন বীজ, সার ও সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে একই আবহাওয়াজনিত বিপর্যয়ে বেশি সম্পদশালী কৃষক বা ব্যবসায়ী নিজের ক্ষতি সামলানোর ক্ষমতা তুলনামূলক ভাবে বেশি রাখেন। ফলে জলবায়ু বিপর্যয় অর্থনৈতিক ব্যবধানকে আরও প্রশস্ত করতে পারে।

বৈষম্য বাড়লে সমাজের নীচের অংশের মানুষের জীবিকাও আরও অনিশ্চিত হতে পারে। গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষ অপরিকল্পিত বসতিতে ঠাঁই নেন। জলাভূমি ভরাট হয়। বনভূমির উপর চাপ বাড়ে। কৃষক জীবিকার তাগিদে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ফলে পরিবেশের উপর চাপ তৈরি হয় অন্য দিক থেকেও। অর্থাৎ একই বৈষম্য দুই প্রান্তে দুই ধরনের পরিবেশগত চাপ তৈরি করতে পারে। উপরের দিকে অতিভোগ। নীচের দিকে বেঁচে থাকার সংগ্রাম। মাঝখানে থাকে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যার সাফল্য দীর্ঘদিন ধরে উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ দিয়ে মাপা হয়েছে। প্রকৃতির ক্ষয়, দূষিত বায়ু, নষ্ট জলাভূমি কিংবা হারিয়ে যাওয়া জীববৈচিত্র্যের মূল্য সেই হিসাবের খাতায় অনেক সময় যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত আবার এই বৈষম্যকে আরও গভীর করতে পারে। ধরা যাক, একটি কৃষকের ফসল অনিয়মিত বর্ষায় নষ্ট হয়ে পড়লো। তাঁর হাতে সঞ্চয় সীমিত। ঋণ রয়েছে। পরের মরসুমের জন্য নতুন বীজ, সার ও সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে একই আবহাওয়াজনিত বিপর্যয়ে বেশি সম্পদশালী কৃষক বা ব্যবসায়ী নিজের ক্ষতি সামলানোর ক্ষমতা তুলনামূলক ভাবে বেশি রাখেন। ফলে জলবায়ু বিপর্যয় অর্থনৈতিক ব্যবধানকে আরও প্রশস্ত করতে পারে।

ধরা যাক, একটি কৃষকের ফসল অনিয়মিত বর্ষায় নষ্ট হয়ে পড়লো। তাঁর হাতে সঞ্চয় সীমিত। ঋণ রয়েছে। পরের মরসুমের জন্য নতুন বীজ, সার ও সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে একই আবহাওয়াজনিত বিপর্যয়ে বেশি সম্পদশালী কৃষক বা ব্যবসায়ী নিজের ক্ষতি সামলানোর ক্ষমতা তুলনামূলক ভাবে বেশি রাখেন। ফলে জলবায়ু বিপর্যয় অর্থনৈতিক ব্যবধানকে আরও প্রশস্ত করতে পারে।

শহরেও ছবিটি একই। তাপপ্রবাহের সময়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিসে কর্মরত মানুষের জীবন এবং রাস্তায় কাজ করা শ্রমিকের জীবন এক নয়। বন্যার সময়ে উঁচু আবাসনের বাসিন্দা এবং নদীর ধারের কাঁচা বাড়ির বাসিন্দার নিরাপত্তাও এক নয়। দূষিত বাতাসে একই শহরের দুই নাগরিক শ্বাস নিলেও তাদের প্রতিরোধের ক্ষমতা ও চিকিৎসার সামর্থ্য এক রকম নয়। তাই জলবায়ু নীতি কেবল কার্বন কমানোর নীতি হতে পারে না। তার সঙ্গে জুড়তে হবে সামাজিক ন্যায়। এই জায়গাতেই সরকারের আর্থিক নীতির গুরুত্ব।

উচ্চ আয় সম্পন্ন মানুষের উপর তুলনামূলক বেশি হারে কর, অপ্রয়োজনীয় উচ্চ-কার্বন ভোগের উপর যথাযথ আর্থিক দায় এবং সেই রাজস্বের একটি অংশ নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নে ব্যবহার;এই সমন্বিত পথ নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন অর্থনৈতিক গবেষণায় আলোচনা হয়েছে। কার্বন কর তার একটি উপায় হতে পারে। তবে এমন নীতি তৈরি করতে হবে যাতে পরিবেশ রক্ষার খরচ শেষ পর্যন্ত দরিদ্র মানুষের ঘাড়ে গিয়ে না পড়ে।

কার্বন কর থেকে পাওয়া অর্থ ব্যবহার করা যেতে পারে গণপরিবহণ উন্নয়নে, পরিচ্ছন্ন রান্নার জ্বালানিতে, সৌরবিদ্যুতে, শক্তিসাশ্রয়ী বাড়ি নির্মাণে, কৃষির জলব্যবস্থাপনায় এবং জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের সামাজিক সুরক্ষায়। ভারতের মতো দেশে এই পুনর্বণ্টনের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একই সঙ্গে আমাদের দারিদ্র্য কমাতে হবে এবং কার্বন নির্ভরতা কমাতে হবে। এই দুই কাজকে পরস্পরের বিরোধী করে দেখলে পথ কঠিন হবে। বরং পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তিকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে এনে উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশকে পাশাপাশি এগিয়ে নিতে হবে।

শহরের গণপরিবহণ উন্নত হলে শুধু যানজট কমে না, ব্যক্তিগত গাড়ির উপর নির্ভরতাও কমে। সৌরবিদ্যুৎ সস্তা ও সহজলভ্য হলে শুধু কার্বন নিঃসরণ কমে না; প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের শক্তির সুযোগও বাড়ে। শক্তিসাশ্রয়ী বাড়ি তৈরি হলে বিদ্যুতের চাহিদা কমে এবং পরিবারের খরচও কমতে পারে। জলসংরক্ষণে বিনিয়োগ হলে কৃষক যেমন উপকৃত হন, তেমনই জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সামলানোর ক্ষমতাও বাড়ে।

অর্থাৎ পরিবেশ রক্ষার নীতি মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনও বিলাসী ধারণা নয়। সঠিক ভাবে পরিকল্পনা করা গেলে সেটিই হয়ে উঠতে পারে সামাজিক উন্নয়নের একটি হাতিয়ার। সবচেয়ে জরুরি হল দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

জলবায়ু পরিবর্তনকে শুধু 'প্রকৃতির সমস্যা' বলে দেখলে তার অর্থনৈতিক শিকড়গুলি আড়ালে থেকে যায়। আবার আয়বৈষম্যকে শুধু 'অর্থনীতির সমস্যা' ভাবলেও তার পরিবেশগত পরিণতি বোঝা যায় না।

দুই সমস্যার মধ্যে একটি গভীর সেতু রয়েছে।

একদিকে অল্প মানুষের অতিরিক্ত ভোগ পৃথিবীর সম্পদের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে বিপুল মানুষের সীমিত আয় তাদের জলবায়ু বিপর্যয়ের সামনে আরও অসুরক্ষিত করে তুলছে। ফলে পৃথিবী গরম হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সমাজের ভিতরের ব্যবধানও অনেক ক্ষেত্রে উষ্ণ হয়ে উঠছে।

ভারতের সামনে তাই প্রশ্নটি কেবল কতটা দ্রুত অর্থনীতি বৃদ্ধি পাবে, সেই প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল, কী ধরনের অর্থনীতি তৈরি হবে।

আমাদের প্রয়োজন এমন এক অর্থনীতি, যেখানে উন্নয়নের সুফল মানুষের বৃহত্তর অংশের কাছে পৌঁছবে এবং অতিরিক্ত ভোগের সামাজিক মর্যাদাও ধীরে-ধীরে বদলাবে। শহরে ব্যক্তিগত গাড়ির বদলে কার্যকর গণপরিবহণ, শিল্পে মুনাফার পাশাপাশি কার্বনের হিসাব এবং কৃষিতে উৎপাদনের সঙ্গে মাটি ও জলের স্বাস্থ্যের মূল্যও গুরুত্ব পাবে।

পৃথিবীকে বাঁচাতে তাই শুধু ধোঁয়া কমালেই চলবে না; সেই ধোঁয়ার পিছনে থাকা অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলিকেও বুঝতে হবে। একদিন হয়তো উন্নয়নের মাপকাঠিও বদলাবে। কত বড় বাড়ি বা কত দামি গাড়ি আছে, তার বদলে প্রশ্ন উঠবে মানুষ কতটা নিরাপদে বাঁচছে এবং ভবিষ্যতের পৃথিবী কতটা বাসযোগ্য থাকছে।

সেই দিন উন্নয়নের মাপকাঠি বদলে যাবে। প্রশ্ন উঠবে, কতটা নির্মল বাতাস পেলাম, কতটা নিরাপদ জল ও উর্বর মাটি রেখে গেলাম, তীব্র গরমে একজন শ্রমিক কতটা নিরাপদে কাজ করতে পারলেন কিংবা বন্যার পরে একটি কৃষক পরিবার কত দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে পারল।

তখন হয়তো স্পষ্ট হবে, পরিবেশ রক্ষা ও আয়বৈষম্য কমানো দুটি পৃথক কর্মসূচি ছিল না; একই ন্যায়সংগত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার দুটি পথ ছিল। পৃথিবীর উষ্ণতা সবার জীবনে সমান ভাবে এসে পৌঁছয় না। তাই তার দায়ও সবচেয়ে কম সম্পদ থাকা মানুষের কাঁধে চাপানো যায় না। জলবায়ুর ন্যায়বিচার শেষ পর্যন্ত মানুষের ন্যায়বিচারেরই আর এক নাম।

(মতামত: ব্যক্তিগত)

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

বড়দের সমাদর পেলে ছোটদের সম্মান-ভালোবাসা উপেক্ষা বা অস্বীকার করতে নেই। বড়র সমাদর ক্ষণস্থায়ী, প্রয়োজনে প্রিয়জন। সময়ে তা চলে গেলে ছোটদের ভালোবাসাই আশ্রয় দেয়, মনের জোর অক্ষুণ্ণ রাখে।

কৌটা-জানকৌটা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো লড়াই করব। নতুন প্রতীক নিয়ে লড়াই হবে। আমরা আগেও অনেক নির্বাচন করেছি। অল্প কর্মী নিয়ে হলেও লড়ব। কর্মীরা সামলে নেবে।

রবিউল ইসলাম, মমতা তৃণমূল প্রার্থী, রেজিনগর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভূতনির বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন ও প্রশাসনিক বৈঠক রাজ্যের পাঁচ মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভূতনির বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন ও প্রশাসনিক বৈঠক করলেন রাজ্যের পাঁচ মন্ত্রী। শনিবার মানিকচক বিধানসভার ভূতনিতে বন্যা পরিস্থিতি ও গঙ্গা ভাঙন এলাকা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে দিনব্যাপী কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের মন্ত্রী ও প্রশাসনের কর্তারা। এদিন জলপথে পরিস্থিতি পরিদর্শনে ছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার, সেচ প্রতিমন্ত্রী জোয়েল মুর্মু, দমকল দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী অজয় পোদ্দার-সহ প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা।

এদিন দুপুরে ভূতনি থানার উত্তর চণ্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সূর্যাপুর ঘাট, পশ্চিম রতনপুর, কালুটানটোলা ও বসন্ততলা এলাকার ভাঙনপ্রবণ ও বন্যাকবলিত অঞ্চল লঞ্চে করে পরিদর্শন করা হয়। নদীবাঁধের ক্ষয়ক্ষতি ও বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়।

এরপর মথুরাপুর মডেল স্কুলের ত্রাণ শিবিরে গিয়ে রান্নাঘরের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য শিবির, আশ্রয়কেন্দ্র ও ত্রাণ ব্যবস্থার সার্বিক পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন রাজ্যের মন্ত্রীরা। পাশাপাশি দুর্গত মানুষের সঙ্গেও কথা বলেন তাঁরা। পরে ভূতনি ব্রিজে ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম, নৌকায় ত্রাণ সামগ্রী পাঠানোর ব্যবস্থা, সেনাবাহিনী, চিকিৎসা পরিষেবা ও পুলিশ প্রশাসনের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করা হয়।

দিনের শেষে মানিকচক ব্লক অফিসে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বন্যা মোকাবিলা, ত্রাণ, উদ্ধার ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ভূতনির মানুষের নিরাপত্তা, দ্রুত ত্রাণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা পৌঁছে দেওয়াই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এই দুর্যোগ মোকাবিলার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

ভূতনির পাশাপাশি এদিন এক ঝাঁক মন্ত্রী ও প্রশাসনের কর্তারা রতুয়া এক ব্লকের মহানন্দটোলা, বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বন্যা পরিস্থিতিও লক্ষে করে পরিদর্শন করেন। বন্যার জেরে এলাকার সাধারণ মানুষের কী পরিস্থিতি, কোথায় জল ঢুকেছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য পরিষেবা কতটা স্বাভাবিক রয়েছে এসব বিষয় সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন উপস্থিত মন্ত্রীরা।

এদিন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ তার সহকর্মীদের নিয়ে যখন বসন্ততোলা এবং চণ্ডীপুর এলাকায় ব্যাকবেতিত মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে যান। পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নির্দেশেই মালদার ভূতনির বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করেছি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। এই বন্যায় যারা জলবন্দী রয়েছেন তাদের নিয়মিত ত্রাণসামগ্রী বিলি হচ্ছে কিনা, সেটাও খোঁজখবর নিয়ে দেখা হয়েছে। পড়ুয়াদের বই বিলির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহিলাদের জন্য স্যানিটারি প্যাডের বিলি করছে প্রশাসন। বন্যা পরিস্থিতিতে প্রশাসন সব ধরনের পদক্ষেপ করেছে।

মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, 'এই ভূতনি এলাকায় আসার পর সাধারণ মানুষ ভাঙন ও বন্যা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আমাদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে যতটুকু জানা গিয়েছে, এই এলাকার গঙ্গার অন্তত ২২ মিটার নিচ থেকে মাটি কাটছে। ফলে ওপরে বাঁধের কাজ করলে তা কখনওই সমাধান হবে না। এতটা গভীরে আগে গিয়েই গঙ্গার তলদেশের স্থায়ী ভাঙন সমাধানের কাজ করতে হবে। পুরো বিষয়টি পর্যবেক্ষণের পর যা রিপোর্ট তা সমস্তটাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা পেশ করব।' এদিন বিকেলে মানিকচক ব্লক অফিসে জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গেই বন্যা ও ভাঙন পরিস্থিতি নিয়ে উপস্থিত মন্ত্রীরা একটি প্রশাসনিক বৈঠক করেন।

হোটেলে তাণ্ডবে যুক্তদের রেয়াত নয়, বার্তা বিজেপির দুই বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ থানা থেকে দু'-তিন মিনিট সময়ের দূরত্বে হরিহিম করা ঘটনা। দুষ্কৃতী তাণ্ডব আরামবাগ শহরে। হোটেলের দরজা জানালা ও লোহার শাটার নামিয়ে দুষ্কৃতী তাণ্ডব চলে। পুরো লজ জুড়ে ভাঙচুর চলে। লজে থাকা যাত্রী ও ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ভয়ে কেউ মুখ খোলেনি। এবারের ঘটনা বাসুদেবপুর মোড়ের এক হোটেলের।

ঘটনার সূত্রপাত বিশ্বকর্মা পুজোর রাতে বন্ধুদের মধ্যে মদ খাওয়ার আসরে বচসা থেকে। এদিন সকাল দশটা নাগাদ ওই হোলের মালিক তথা সাহিত্যিক সুনীল চক্রবর্তীকে আরামবাগের বিজেপির একটি পার্টি অফিসে তুলে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে মারধর ও হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ। যদিও এই বিষয়ে আরামবাগ থানায় শেষ খবর পাওয়া পযন্ত কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে এই দুষ্কৃতী তাণ্ডবের প্রতিবাদ করেন পুড়শুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ ও আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ।

প্রসঙ্গত, স্থানীয় মানুষের দাবি, সিপিএম ও তৃণমূলের আমলে এই রকম ভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে দল বেঁধে ২০ থেকে ২৫ জন দুষ্কৃতী তাণ্ডবের ঘটনা কখনও ঘটেনি। একেবারে রঘু ডাকাতের স্টাইলে তাণ্ডব। এর সঙ্গে রাজনীতির কতটা যোগ আছে তা নিয়ে কেউ মুখ খোলেনি। তবে প্রশ্ন উঠছে বিজেপির একটি অংশ কেন একজন সন্মানীয় সাহিত্যিককে বিজেপির পার্টি অফিসে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে মারধর করা হল। তা হলে কি বিজেপির গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব না বিজেপির একাংশ দুষ্কৃতীতের মদত দিচ্ছে। এই সব প্রশ্ন উঠছে। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে পুড়শুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন,'গতকাল রাত্রিবেলা বিশ্বকর্মা পুজোকে কেন্দ্র করে একটা ঘটনা ঘটে। এদিন সকালে ৪ তারিখের পর যারা বিজেপি হয়েছে তারা এই সব ঘটনা ঘটিয়েছে। তাদের কাউকে রেয়াত করা হবে না। আমরা পুলিশের সাথে কথা বলছি। যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের ছাড়া হবে না।' আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগও ঘটনার নিন্দা করেন ও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন। হোটেলের মালিক তথা সাহিত্যিক সুনীল চক্রবর্তী বলেন, পুজোর দিন রাতে খাওয়া দাওয়া নিয়ে একটা ঘটনা ঘটে। এদিন সকালে হোটেলে ভাঙচুর হয়। টোটো করে তুলে নিয়ে গিয়ে বিজেপির পার্টি অফিসে হেনস্তা করা হয়। দুই বিধায়ক বিমান ঘোষ ও হেমন্ত বাগের ওপর আস্থা আছে বলে জানান।

দামোদরে প্লাবনের টানে ইলিশ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: বন্যা পরিস্থিতির মাঝেই পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষে ঘটে গেল এক বিরল ও চমকপ্রদ ঘটনা। দামোদরের মিষ্টি জলে ধরা পড়ল তরতাজা রুপালি ইলিশ! সম্প্রতি ভারী বৃষ্টি ও ডিভিসির ছাড়া জলে দামোদরের নিম্ন অববাহিকার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। আর সেই প্লাবনের জলের টানেই নদীপথে সোজা মিষ্টি জলে পথ হারিয়ে চলে এসেছে সমুদ্রের এই সুস্বাদু মাছ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খণ্ডঘোষ ব্লকের বেলডাঙা মৌজা সংলগ্ন দামোদরের নদ এলাকায় শুক্রবার সকালে প্রতিদিনের মতোই মাছ ধরতে গিয়েছিলেন স্থানীয় মৎস্যজীবী সনাতন সরকার। কিন্তু জাল গুটিয়ে তুলতেই চোখ কপালে ওঠার জোগাড়! জালে ছটফট করছে জ্যান্ত ইলিশ। একটি নয়, তাঁর জালে একসঙ্গে দুটি বড় মাপের ইলিশ উঠেছিল। তবে একটি মাছ জাল থেকে ছাড়ানোর সময় নদীর জলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও অন্য মাছটি ধরে ফেলতে সমর্থ হন তিনি।

কাটোয়ায় শুরু রেল ফ্লাইওভারের সার্ভে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সমস্যা ও যানজট দূর করতে অবশেষে শুরু হল রেল ফ্লাইওভারের সমীক্ষার কাজ। শনিবার কাটোয়া শহরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় রেল দপ্তর ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে জোরকদমে শুরু হয় জমি জরিপ ও প্রাথমিক মাপজোপ। সরেজমিনে পুরো কাজ খতিয়ে দেখতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণ ঘোষ।

কাটোয়া শহরের প্রধান প্রবেশপথে অবস্থিত এই রেলগেট পেরিয়েই পৌঁছাতে হয় আদালত, বিডিও অফিস, ট্রেজারি, কলেজ, বিভিন্ন স্কুল ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক কেন্দ্রগুলিতে। ফলে দিনের ব্যস্ত সময়ে ঘনঘন ট্রেন চলাচলের কারণে গেট পড়ে গিয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। দীর্ঘক্ষণ যানজটে আটকে থাকে মুমূর্ষু রোগীবাহী অ্যাম্বুল্যান্স, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে দূর-দূরান্ত থেকে আসা ব্যবসায়ীরা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, বছরের পর বছর ধরে এই যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির স্থায়ী প্রতিবিধানের দাবি জানালেও এতদিন বাস্তবে কাজের কাজ কিছু হয়নি। নির্বাচন এলেই প্রতিশ্রুতি মিললেও শেষ পর্যন্ত ফ্লাইওভারের স্বপ্ন অধরাই থেকে গিয়েছিল। অবশেষে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে এই জরিপ কাজ শুরু হওয়ায় নতুন করে আশা জাগছে কাটোয়াবাসীর মনে।

এদিন কাজের পর্যালোচনা করে কাটোয়ার বিধায়ক কৃষ্ণ ঘোষ জানান, কাটোয়াবাসীর দীর্ঘদিনের কষ্ট লাঘব করতে এই রেল ফ্লাইওভার গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। কেন্দ্রে ও রাজ্যে সমন্বয় রেখে ডবল ইঞ্জিন সরকারের মাধ্যমে দ্রুত এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করে কাটোয়া ও আশেপাশের এলাকার মানুষকে উপহার দেওয়াই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। রেল আধিকারিকদের যৌথ পর্যবেক্ষণে এই মাপজোপের কাজ শুরু হতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী মহল। তবে জরিপ পর্ব শুরুর পর এখন কাটোয়াবাসীর একটাই প্রশ্ন; কাগজে-কলমে এই প্রাথমিক ধাপ পেরিয়ে মূল নির্মাণকাজ কবে থেকে পুরোদমে শুরু হবে এবং কবে মিলবে নিত্যদিনের যানজট থেকে চিরস্থায়ী মুক্তি? উত্তর পেতে এখন সময়ের দিকেই তাকিয়ে পুরো কাটোয়া শহর।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
দক্ষিণেশ্বর শাখা
৯ এসি সরকার রোড, আদ্যাপীঠের কাছে, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭৬

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর [রুল ৮(১)]-এর অধীনে জারি করা

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড** -এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪ নং অ্যাক্ট)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গত **২৮.১০.২০২৫** তারিখে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছিলেন এবং **১). মুন্সি হাসিবুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা)**, পিতা- প্রয়াত মুন্সি আবুল মাজেম, ৫৫/এ কেদার নাথ সিং রোড, ঘারীব নাওয়াজ প্লাজা পোঃ - আড়িয়াদহ, থানা বেলঘড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৫৭, পশ্চিমবঙ্গ **২) শ্রীমতী শাহিদা বেগম (ঋণগ্রহীতা)** (স্বামী- মুন্সি হাসিবুল ইসলাম), ৫৫/এ, কে এন সিং রোড, ঘারীব নাওয়াজ প্লাজা, পোঃ - আড়িয়াদহ, থানা বেলঘড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৫৭, পশ্চিমবঙ্গ-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৪,১৪,৮২৭.২১ টাকা** (চোদ্দো লক্ষ চোদ্দো হাজার আটশো সাতাশ টাকা এবং একুশ পয়সা) এবং এর সাথে অতিরিক্ত সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আজ **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৬ তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের **১৪,১৪,৮২৭.২১ টাকা** (চোদ্দো লক্ষ চোদ্দো হাজার আটশো সাতাশ টাকা এবং একুশ পয়সা) এবং এর উপর সুদ, খরচ ও ব্যয়ের চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তফসিল-এ

১). ২য় ফ্লোরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২সি, যার মার্বেল মেঝে সহ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৭১০ (সাতশো দশ) বর্গফুট, যা দুটি বেডরুম, একটি ডাইনিং কাম রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং একটি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত, যার সাথে প্রেমিসেস নং ৪৬/২/এ/৩, এ.সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০৫৭-এ নির্মিত উক্ত ভবনের জমির অবিভক্ত অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ সংযুক্ত, হোল্ডিং নং ৬৫, বর্তমান ওয়ার্ড নং ১৩-এর অধীনে, বেলঘড়িয়া থানার এখতিয়ারের মধ্যে, কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানার মধ্যে, এ.ডি.এস.আর.ও. কাশীপুর দমদম-এর অধীনে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত। এর সাথে ৩ (তিন) কাঠা ১ (এক) ছটাক ১৩ (তেরো) বর্গফুট কমবেশি পরিমাপের প্লট জমির উপর নির্মিত জি+২ তলা ভবনের অবিভক্ত অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ সংযুক্ত, যা মৌজা-আড়িয়াদহ-কামারহাটি, জে.এল. নং ১, আর.এস. নং ১২, তৌজি নং ১৭৩-এ অবস্থিত, দাগ নং ৫৭৩২ (অংশ), সি.এস. খতিয়ান নং ১৪৬৯, আর.এস. খতিয়ান নং ৩০৭৪-এর অন্তর্ভুক্ত, উক্ত জি+২ তলা ভবনের সমস্ত সাধারণ অধিকার, সুযোগ-সুবিধা সহ। ফ্ল্যাটটি শ্রী মুন্সি হাসিবুল ইসলাম এবং শ্রীমতী শাহিদা বেগমের নামে রয়েছে। সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ :
উত্তরে : ব্রজ গোপাল এবং সুকুমার দে-এর সম্পত্তি — **দক্ষিণে :** ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ
পূর্বে : সুনীল দাস এবং প্রশান্ত রায়ের সম্পত্তি — **পশ্চিমে :** রাধা চন্দর এবং সুকুমার দেবের সম্পত্তি
(উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি মেসার্স প্রেসিডেন্ট স্টোরস, প্রোপ্রাইটর শ্রী মুন্সি হাসিবুল ইসলামকে মঞ্জুর করা ক্যাশ ক্রেডিট ওপেন লোন -এর ক্রেডিট সুবিধার জন্যও চার্জ করা হয়েছে এবং সারফায়েশি অ্যাক্টের অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে)

স্থান : দক্ষিণেশ্বর
তারিখ : ১৬.০৯.২০২৬

অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
দক্ষিণেশ্বর শাখা
৯ এসি সরকার রোড, আদ্যাপীঠের কাছে, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭৬

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর [রুল ৮(১)]-এর অধীনে জারি করা

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড** -এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪ নং অ্যাক্ট)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গত **২৮.১০.২০২৫** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং **১). মেসার্স প্রেসিডেন্ট স্টোরস,** প্রোপ্রাইটর **শ্রী মুন্সি হাসিবুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা)**, পিতা- প্রয়াত মুন্সি আবুল মাজেম, ৫৫/এ, কেদার নাথ সিং রোড, ঘারীব নাওয়াজ প্লাজা, পোঃ - আড়িয়াদহ, থানা বেলঘড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৫৭, পশ্চিমবঙ্গ এবং ঠিকানা- **শ্রী মুন্সি হাসিবুল ইসলাম,** ফ্ল্যাট নং ২-সি, ২য় ফ্লোর, তারা মা অ্যাপার্টমেন্ট, প্রেমিসেস নং ৪৬/২/এ/৩, এ সি ব্যানার্জী রোড, আড়িয়াদহ, থানা বেলঘড়িয়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোড ৭০০০৫৭ পশ্চিমবঙ্গ, **২) শ্রীমতী শাহিদা বেগম (জামিনদাতা)** (স্বামী- মুন্সি হাসিবুল ইসলাম), ৫৫/এ, কে এন সিং রোড, ঘারীব নাওয়াজ প্লাজা, পোঃ - আড়িয়াদহ, থানা বেলঘড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৫৭, পশ্চিমবঙ্গ **এবং ঠিকানা,** ফ্ল্যাট নং ২-সি, ২য় ফ্লোর, তারা মা অ্যাপার্টমেন্ট, প্রেমিসেস নং ৪৬/২/এ/৩, এ সি ব্যানার্জী রোড, আড়িয়াদহ, থানা বেলঘড়িয়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোড ৭০০০৫৭ পশ্চিমবঙ্গ-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৩,০১,১৮৩.৪৫ টাকা** (তেত্রিশ লক্ষ এক হাজার একশো তিরাশি টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা) এবং এর সাথে অতিরিক্ত সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আজ **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৬ তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের **৩৩,০১,১৮৩.৪৫ টাকা** (তেত্রিশ লক্ষ এক হাজার একশো তিরাশি টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা) এবং এর উপর সুদ, খরচ ও ব্যয়ের চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১). একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দোকান ঘর, যার সাথে উক্ত দোকান দ্বারা উপস্থাপিত জমির অবিভক্ত ও অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ সংযুক্ত, যা বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত ৪ নং দোকান হিসেবে চিহ্নিত, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ পরিমাপ কমবেশি ৯৬ বর্গফুট, যা মৌজা- আড়িয়াদহ-কামারহাটি, ৫৫, কেদার নাথ সিংহ রোডে অবস্থিত, যা কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির ৮ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১১৩৭, থানা বেলঘড়িয়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনার অন্তর্গত। দোকানের জিনিসপত্র লোড এবং আনলোড করার জন্য দোকানের সামনে দোকানের পাশে ৪ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ ব্যবহারের নিরঙ্কুশ অধিকার সহ। উক্ত দোকানটি কমবেশি ২ (দুই) কাঠা ১২ (বারো) ছটাক এবং ২৫ (পঁচিশ) বর্গফুট পরিমাপের একটি প্লট জমির উপর নির্মিত, যা মৌজা আড়িয়াদহ কামারহাটি, জে.এল. নং ১, আর.এস. নং ১২, উত্তর ২৪ পরগনার কালেক্টরের তৌজি নং ১৭৩-এ অবস্থিত, যা সি.এস. দাগ নং ৩১৭৩, ৩১৭৪, খতিয়ান নং ৭১৫৪, ৭৬০-এর অন্তর্ভুক্ত, কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির এখতিয়ারের মধ্যে, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১১৩৭, ৮ নম্বর ওয়ার্ড, থানা বেলঘড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনার অধীনে। সম্পত্তিটি মুন্সি হাসিবুল ইসলামের নামে রয়েছে এবং জমির সীমানা নিম্নরূপ :
উত্তরে : অসীম মৈত্রের বাড়ি — **দক্ষিণে :** মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, অর্থাৎ কেদার নাথ সিংহ রোড
পূর্বে : মারোয়ারিলালের জমি — **পশ্চিমে :** কেদার নাথ সিংহ রোড

২). একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দোকান ঘর, যার সাথে উক্ত দোকান দ্বারা উপস্থাপিত জমির অবিভক্ত ও অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ সংযুক্ত, যা বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত ১ নং দোকান হিসেবে চিহ্নিত, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ পরিমাপ কমবেশি ১২০ বর্গফুট, যা মৌজা- আড়িয়াদহ-কামারহাটি, ৫৫, কেদার নাথ সিংহ রোডে অবস্থিত, যা কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির ৮ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১১৩৭, থানা বেলঘড়িয়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনার অন্তর্গত। দোকানের জিনিসপত্র লোড এবং আনলোড করার জন্য দোকানের সামনে দোকানের পাশে ৪ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ ব্যবহারের নিরঙ্কুশ অধিকার সহ। উক্ত দোকানটি কমবেশি ২ (দুই) কাঠা ১২ (বারো) ছটাক এবং ২৫ (পঁচিশ) বর্গফুট পরিমাপের একটি প্লট জমির উপর নির্মিত, যা মৌজা আড়িয়াদহ - কামারহাটি, জে.এল. নং ১, আর.এস. নং ১২, উত্তর ২৪ পরগনার কালেক্টরের তৌজি নং ১৭৩-এ অবস্থিত, যা সি.এস. দাগ নং ৩১৭৩, ৩১৭৪, খতিয়ান নং ৭১৫৪, ৭৬০-এর অন্তর্ভুক্ত, কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির এখতিয়ারের মধ্যে, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১১৩৭, ৮ নম্বর ওয়ার্ড, থানা বেলঘড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনার অধীনে। সম্পত্তিটি মুন্সি হাসিবুল ইসলামের নামে রয়েছে এবং এর সীমানা নিম্নরূপ :
উত্তরে : অসীম মৈত্রের বাড়ি — **দক্ষিণে :** মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, অর্থাৎ কেদার নাথ সিংহ রোড
পূর্বে : মারোয়ারিলালের জমি — **পশ্চিমে :** কেদার নাথ সিংহ রোড

তফসিল-বি

১). ২য় ফ্লোরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২সি, যার মার্বেল মেঝে সহ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৭১০ (সাতশো দশ) বর্গফুট, যা দুটি বেডরুম, একটি ডাইনিং কাম রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং একটি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত, যার সাথে প্রেমিসেস নং ৪৬/২/এ/৩, এ.সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০৫৭-এ নির্মিত উক্ত ভবনের জমির অবিভক্ত অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ সংযুক্ত, হোল্ডিং নং ৬৫, বর্তমান ওয়ার্ড নং ১৩-এর অধীনে, বেলঘড়িয়া থানার এখতিয়ারের মধ্যে, কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানার মধ্যে, এ.ডি.এস.আর.ও. কাশীপুর দমদম-এর অধীনে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত। এর সাথে ৩ (তিন) কাঠা ১ (এক) ছটাক ১৩ (তেরো) বর্গফুট কমবেশি পরিমাপের প্লট জমির উপর নির্মিত জি+২ তলা ভবনের অবিভক্ত অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ সংযুক্ত, যা মৌজা-আড়িয়াদহ-কামারহাটি, জে.এল. নং ১, আর.এস. নং ১২, তৌজি নং ১৭৩-এ অবস্থিত, দাগ নং ৫৭৩২ (অংশ), সি.এস. খতিয়ান নং ১৪৬৯, আর.এস. খতিয়ান নং ৩০৭৪-এর অন্তর্ভুক্ত, উক্ত জি+২ তলা ভবনের সমস্ত সাধারণ অধিকার, সুযোগ-সুবিধা সহ। ফ্ল্যাটটি শ্রী মুন্সি হাসিবুল ইসলাম এবং শ্রীমতী শাহিদা বেগমের নামে রয়েছে। সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ :
উত্তরে : ব্রজ গোপাল এবং সুকুমার দে-এর সম্পত্তি — **দক্ষিণে :** ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ
পূর্বে : সুনীল দাস এবং প্রশান্ত রায়ের সম্পত্তি — **পশ্চিমে :** রাধা চন্দর এবং সুকুমার দেবের সম্পত্তি
(উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি শ্রী মুন্সি হাসিবুল ইসলাম এবং শ্রীমতী শাহিদা বেগমকে মঞ্জুর করা হাউজিং লোনের (হ্যাপি লোন) ক্রেডিট সুবিধার জন্যও চার্জ করা হয়েছে এবং সারফায়েশি অ্যাক্টের অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে)

স্থান : দক্ষিণেশ্বর
তারিখ : ১৬.০৯.২০২৬

অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

বৈঙ্ক অফ় ইংডিয়া
Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসাত জোনাল অফিস
এস্টেট অ্যান্ড প্রেমিসেস ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর- ১, কলকাতা- ৭০০০৬৪, টেলি- ০৩৩-২৩৩৭০০১৫

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিউ টাউন (অ্যাকশন এরিয়া ৩) শাখার জন্য নতুন প্রেমিসেস প্রয়োজন

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বারাসাত অঞ্চল দীর্ঘমেয়াদি ইজারারভিত্তিতে নতুন প্রেমিসেসের জন্য উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নিউ টাউন (অ্যাকশন এরিয়া ৩) শাখার প্রস্তাব আহ্বান করছে। বিশদ বিজ্ঞপ্তি আমাদের ওয়েবসাইটে www.bankofindia.bank.in উপলব্ধ। দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ **০৬.১০.২০২৬, দিবা ৩ ঘটিকা পর্যন্ত। যে কোনও সংশোধনী/ সংযোজনী/ বিজ্ঞপ্তি কেবলমাত্র উক্ত ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে।**

তারিখ: ২০.০৯.২০২৬
(জোনাল ম্যানেজার)
বারাসাত অঞ্চল

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফিল্ম অ্যান্ড ফাইন আর্টস (NIFFA)
(প্রস্তাবিত MAKAUT ডিগ্রি কলেজ)
Knowledge City D.H Road,Vill- Hayatnagar Rajarhat, P.O- Shirakole, P.S- Usthi, Dist- South 25 Paganas, West Bengal, Pin- 743513.
প্রস্তাবিত B.Sc. Media Science ও B.Sc. Film & TV কোর্সের জন্য আবেদন গৃহীত হচ্ছে:

প্রিন্সিপাল (১) — UGC/MAKAUT নিয়ম অনুযায়ী Mass Comm/Film Studies-এ স্নাতকোত্তরসহ Ph.D.। বিশ্ববিদ্যালয় অবসরপ্রাপ্ত HOD/অধ্যাপকদের অগ্রাধিকার।
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর (৩) — Media Science/Film & TV/Mass Comm-এ স্নাতকোত্তর ও কাজের অভিজ্ঞতা। NET/Ph.D. অগ্রাধিকারযোগ্য।

নথিপত্রসহ CV ১৫ দিনের মধ্যে ইমেল করুন: niffa.org@gmail.com
9231677336

Minolta

মিনোল্টা ফাইন্যান্স লিমিটেড

CIN : L65921WB1993PLC057502
কর্পোরেট অফিস : অফিস নং ২ প্লট নং ৩৬, পুষ্পা পার্ক দপ্তরি রোড নং ৩, সেন্ট জোসেফ হাই স্কুলের বিপরীতে, মালাড ইস্ট, মুম্বই, ভারত, ৪০০০৯৭
ইমেল আইডি : minoltafinance@gmail.com | **ওয়েবসাইট :** www.minoltafinance.co.in | **টেলিফোন :** ০২২ ৪০৭৫১৫০৪

৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির সংশোধনী

এই সংশোধনীটি **মিনোল্টা ফাইন্যান্স লিমিটেড** (''কোম্পানি'') কর্তৃক কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') ভিডিও কনফারেন্সিং এবং অডিও ভিজ্যুয়াল **মাধ্যমের** দ্বারা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টায় (আইএসটি) আহ্বানের বিজ্ঞপ্তির ধারাবাহিকতায় জারি করা হচ্ছে।

এই সংশোধনীটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির সাথে একত্রে পড়তে হবে।

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ (৮ এপ্রিল, ২০২০), ১৭/২০২০ (১৩ এপ্রিল, ২০২০), ২০/২০২০ (৫ মে, ২০২০) এবং এই বিষয়ে জারিকৃত পরবর্তী সার্কুলারসমূহ, যার মধ্যে সর্বশেষটি হলো ০৯/২০২৩ (২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩), এবং সেবি কর্তৃক জারিকৃত ৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 অনুসারে, বিজ্ঞপ্তির এই সংশোধনীটি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/এর রেজিস্ট্রার/ডিপোজিটরিগুলির কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। সদস্যরা অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে, এই ই-মেইলের সাথে সংযুক্ত বিজ্ঞপ্তির সংশোধনীটি কোম্পানির ওয়েবসাইট https: www.minolta.co.in-এ আপলোড করা হয়েছে এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট, বিএসই লিমিটেড-এর www.bseindia.com এবং সিএসই লিমিটেড-এর www.cseindia.com থেকেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

আপনাদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে একটি সংযোজন করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর দেখা গেছে যে, '**নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর থেকে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর** হিসেবে **শ্রীমতি কুঞ্জল গালা**-র পদবি পরিবর্তনের জন্য এজেন্ডা আইটেম ৫,' অসাবধানতাবশত এবং ভুলবশত উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

নিম্নোক্তভাবে উপরোক্ত এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সংশোধন করার জন্য এই সংশোধনীটি জারি করা হচ্ছে :

১. এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির আইটেম নং ৫-এ নিম্নলিখিত রেজোলিউশনটি যোগ করা হয়েছে।

২. এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির আইটেম নং ৫-এর জন্য নিম্নলিখিত ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি যোগ করা হয়েছে।

বিশেষ কার্যাবলী :

আইটেম নং ৫ কোম্পানির নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর থেকে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে শ্রীমতি কুঞ্জল গালা-র (DIN : 02413184) পদবি পরিবর্তনের অনুমোদন

বিবেচনা করা এবং, উপযুক্ত মনে হলে, পরিমার্জন(সমূহ) সহ বা ব্যতীত, নিম্নলিখিত রেজোলিউশনটি বিশেষ রেজোলিউশন হিসেবে পাস করা -

''**এতদ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে :** কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন')-এর সিডিউল V এবং কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ (আপাতত বলবৎ থাকা এর কোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা পুনঃপ্রণয়ন সহ)-এর সাথে পঠিত ধারা ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ২০৩ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ, কোম্পানির সংঘবিধি-এর প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহ অনুসারে এবং নমিনেশন অ্যান্ড রেমুনারেশন কমিটি ও কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশের ভিত্তিতে, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০৩১ পর্যন্ত (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) ৫ বছরের জন্য কোম্পানির নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর থেকে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে শ্রীমতি কুঞ্জল গালা-র (DIN : 02413184) পদবি পরিবর্তনের বিষয়ে এতদ্বারা সদস্যদের সম্মতি প্রদান করা হলো, যিনি রোটেশন অনুযায়ী অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবেন এবং নিয়োগের শর্তাবলী মেনে পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন, যার মধ্যে নিচে উল্লেখিত পারিশ্রমিক প্রদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এতদ্বারা আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে : কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদকে (এর কোনো কমিটি এবং/বা কোম্পানি সেক্রেটারি সহ) এই রেজোলিউশনটি কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয়, যথাযথ বা সমীচীন হতে পারে এমন সমস্ত কাজ, দলিল, বিষয় এবং কার্যাবলী সম্পাদন করার এবং এই ধরনের সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য এতদ্বারা ক্ষমতা অর্পণ করা হলো।''

ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি :

আইটেম নং ৫ কোম্পানির নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর থেকে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে শ্রীমতি কুঞ্জল গালা-র (DIN : 02413184) পদবি পরিবর্তনের অনুমোদন।

সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে, শ্রীমতি কুঞ্জল গালা (DIN : 02413184) বর্তমানে কোম্পানির নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে মনোনীত রয়েছেন।

শ্রীমতি কুঞ্জল গালা বর্তমানে কোম্পানির নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছেন। কোম্পানির কার্যাবলীতে তার অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং অবদানের কথা বিবেচনা করে, নমিনেশন অ্যান্ড রেমুনারেশন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পরিচালনা পর্ষদ, সদস্যদের অনুমোদন এবং প্রযোজ্য আইনের সম্মতি সাপেক্ষে, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে কোম্পানির নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর থেকে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে তার নিয়োগ এবং পদবি পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছে।

প্রস্তাবিত পদবি পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হলো শ্রীমতি কুঞ্জল গালাকে কোম্পানির দৈনন্দিন পরিচালনা এবং নির্বাহী কার্যাবলীতে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে এবং এর বৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম করা।

কোম্পানি শ্রীমতি কুঞ্জল গালার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সম্মতি এবং ঘোষণাপত্র পেয়েছে, যার মধ্যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর অধীনে ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তার অযোগ্য না হওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়েছে। কোম্পানি এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করার জন্য তার সম্মতিও পেয়েছে।

পারিশ্রমিক, ক্ষমতা এবং দায়িত্ব সহ তার নিয়োগের শর্তাবলী কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সিডিউল V-এর সাথে পঠিত ধারা ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮ এবং ২০৩ সহ প্রযোজ্য বিধানসমূহ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ দ্বারা পরিচালিত হবে।

নিযুক্ত ব্যক্তি শ্রীমতি কুঞ্জল গালা এবং তার আত্মীয়স্বজন ব্যতীত, কোম্পানির কোনো ডিরেক্টর, কি-ম্যানেজেরিয়াল পার্সোনেল বা তাদের নিজ নিজ আত্মীয়স্বজন প্রস্তাবিত রেজোলিউশনের সাথে আর্থিকভাবে বা অন্য কোনোভাবে সম্পর্কিত বা আগ্রহী নয়।

বোর্ড প্রস্তাবিত রেজোলিউশনটিকে বিশেষ রেজোলিউশন হিসেবে পাস করার সুপারিশ করেছে।

সেবি এলওডিআর রেগুলেশনস-এর প্রবিধান ৩৬(৩) এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-২ অনুসারে শ্রীমতি কুঞ্জল গালার প্রয়োজনীয় বিবরণ এই বিজ্ঞপ্তির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

সেবি এলওডিআর রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রবিধান ৩৬(৩) এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-২ অনুসারে ডিরেক্টরের বিবরণ :

ডিরেক্টরের নাম	শ্রীমতি কুঞ্জল অরবিন্দ গালা
ডিরেক্টর আইডেন্টিফিকেশন নম্বর	০২৪১৩১৮৪
পরিবর্তনের কারণ অর্থাৎ নিয়োগ	কোম্পানির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ।
নিয়োগের তারিখ ও মেয়াদ	৫ বছর
সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল	শ্রীমতি কুঞ্জল গালা (বয়স ৪৫) হলেন স্টক ব্রোকিং, আর্থিক পরিষেবা এবং মূলধন বাজারে ২১ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন অত্যন্ত দক্ষ প্রফেশনাল। তিনি ২০০২ সালে মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর অফ কমার্স (বি.কম) সম্পন্ন করেন। শ্রীমতি গালা টাটা এআইএ লাইফ ইন্স্যুরেন্স-এর সাথে একজন বীমা এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন, যেখানে তিনি গ্রাহকদের উপযোগী বীমা সমাধান অফার করার জন্য আর্থিক পণ্য এবং গ্রাহক পরিষেবা দক্ষতার বিষয়ে তার গভীর জ্ঞান কাজে লাগান। তিনি শীর্ষস্থানীয় স্টক ব্রোকিং ফার্ম ইনভেঞ্চার গ্রোথ অ্যান্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড-এর একজন অথরাইজড পার্সনও বটে। শ্রীমতি গালা বর্তমানে দুটি কোম্পানি এবং একটি লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ (LLP)-এ ডিরেক্টরশিপ পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, যেখানে তিনি কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অপারেশনাল তদারকিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। বাজারের গতিশীলতা এবং আর্থিক উপকরণগুলি সম্পর্কে তার গভীর বোঝাপড়া তাকে কার্যকরভাবে বৃদ্ধি চালনা করতে এবং তার সংস্থাগুলির মধ্যে পরিষেবা অফারগুলিকে উন্নত করতে সক্ষম করে।
ডিরেক্টরদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক প্রকাশ	কোম্পানির নন-এক্সিকিউটিভ নন-ইন্ডিপেনডেন্ট ডিরেক্টর শ্রী অরবিন্দ গালা-র স্ত্রী।
অন্য কোম্পানিতে থাকা ডিরেক্টরশিপের প্রকাশ	কোম্পানির নাম : **অনুপম স্টক ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেড** CIN : U67120MH2000PTC126453 পদবি : ডিরেক্টর কোম্পানির নাম : **ধৈর্য্য ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড** CIN : U74140MH2008PTC189107 পদবি : ডিরেক্টর কোম্পানির নাম : **ধৈর্য্য কর্পোরেট অ্যাডভাইজরি সার্ভিসেস এলএলপি** LLPIN : AAE-6029 পদবি : ডেজিগনেটেড পার্টনার
নিজের দ্বারা অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য বেনিফিসিয়াল ভিত্তিতে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিং	০.০৪১৪৩৮ শতাংশ
ঘোষণাপত্র	১৪ জুন, ২০১৮ তারিখের স্টক এক্সচেঞ্জগুলিকে দেওয়া সেবি-এর নির্দেশাবলী অনুসারে, আমরা নিশ্চিত করছি যে কোনো সেবি আদেশ বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের আদেশের বলে শ্রীমতি কুঞ্জল অরবিন্দ গালাকে মিনোল্টা ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর ডিরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত হতে নিষেধ করা হয়নি।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
মিনোল্টা ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
গৌরব খান্ডেলওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : মুম্বই
তারিখ : ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia

Quotation Notice

Chakdaha Municipality invites quotations vide quotation No. **N.I.Q. No.: 02/One Mobile & Tab for Mid-Day-Meal Sec. / C.M/2026-2027, Dated:19/09/2026** for supplying Mobile & Tab. For further information, please visit **www.chakdahamunicipality.com**

Sd/-
Administrator
Chakdaha Municipality

আদিবাসী কুড়মিদের অনুষ্ঠানে যোগ, আজ পুরুলিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে আজ রবিবার পুরুলিয়ায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আকাশপথে পুরুলিয়ার টামনা থানার কড়াডি ময়দানে নামবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে আদিবাসী কুড়মি সমাজের করম নাচ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তিনি। থাকবেন বাংলা, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার জনপ্রতিনিধি এবং কুড়মি সমাজের মানুষজন। এই কড়াডি ময়দানে ৪০ হাজার করম নাচের দল নৃত্য পরিবেশন করবেন। এই কর্মসূচির পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পুরুলিয়া শহরের সার্কিট হাউসে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন। তারপর পুরুলিয়া শহরের রবীন্দ্র ভবনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। শুভেন্দু অধিকারীর এই পুরুলিয়া সফর ঘিরে উচ্ছ্বসিত জেলাবাসী। মুখ্যমন্ত্রীর পুরুলিয়া সফরের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। টামনা থানার কড়াডি ময়দানে শনিবার হল হেলিকপ্টার ট্রায়াল রান। এছাড়াও মাঠ পরিদর্শন করেন পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো সহ ৩ বিজেপি বিধায়ক এবং অন্যান্য বিজেপি নেতাকর্মী ও কুড়মি সমাজের নেতৃত্বরা।কড়াডি ময়দানে ৪০হাজার করম নাচের দল নৃত্য পরিবেশন করবেন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কর্মসূচির তিন জায়গাতেই নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে।

শনিবার শিলিগুড়িতে রোজগার মেলায় চাকরি প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান।

কুয়াশার চাদরে ঢাকল দুর্গাপুর: শনিবার সকাল থেকেই কুয়াশার চাদরে ঢেকে গেল শিল্পনগরী দুর্গাপুর। শহরের সিটি সেন্টার সহ বিভিন্ন প্রান্তে সকাল থেকেই ঘন কুয়াশার দেখা মেলে। কুয়াশার জেরে কমে যায় দৃশ্যমানতা। ফলে রাস্তায় গাড়ি চালাতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন চালকরা।

বিশেষ করে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে কুয়াশার প্রভাব ছিল চোখে পড়ার মতো। দূরের গাড়ি স্পষ্টভাবে দেখা না যাওয়ায় সতর্ক হয়ে গাড়ি চালাতে দেখা যায় চালকদের। অনেক গাড়িকে হেডলাইট জ্বালিয়ে ধীর গতিতে চলাচল করতে দেখা যায়। শনিবার সকাল থেকে দুর্গাপুরের একাধিক এলাকা কুয়াশায় ঢাকা পড়ায় শীতের আমেজও অনুভূত হয়।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১০ম ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ই-মেইল : sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : শম্ভু কুমার সিং, মোবাইল নং : ৮১৩০৩৩৩২৪৮, ই-মেইল আইডি : clo3.samb2kol@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪-এ
[রুল ৮(৬)-এর শর্ত দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য পরবর্তী বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর শর্তের সাথে পঠিত স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য পরবর্তী ই-নিলাম বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার দখল সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা ঋণগ্রহীতা মেসার্স অম্বে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত), যার নিবন্ধিত অফিস ''১৩/২এ -প্রিয় নাথ মল্লিক রোড, থানা ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০০২৬''-এ অবস্থিত এবং এর জামিনদাতা(গণ) (ক) মেসার্স শ্রী মহালক্ষ্মী কর্পোরেশন প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত) (কর্পোরেট জামিনদাতা), ''৮এ-ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭'', (খ) শ্রী গোপাল কুমার আগরওয়াল, পিতা- শ্রী বনওয়ারী লাল আগরওয়াল (জামিনদাতা), ''৮এ-ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭'', (গ) শ্রী বনওয়ারিলাল আগরওয়াল, পিতা- মতিলাল আগরওয়াল (জামিনদাতা) ''৮এ-ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭''-এর কাছ থেকে সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া ০৪.০৩.২০১৪ তারিখ অনুযায়ী ৩৬,৬৫,৭২,০২৮.২৫ টাকা (ছত্রিশ কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ বাহাত্তর হাজার আঠাশ টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) এবং ০৫.০৩.২০১৪ তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ আদায়ের জন্য ০৭.১০.২০২৬ তারিখে ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেমন আছে যা আছে'' এবং ''যাই থাক না কেন'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.০৯.২০২৬ এবং ২৬.০৯.২০২৬, সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি থাকে	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি)
গ্রাম বেলডাঙ্গা, পশ্চিম গঙ্গারামপুর, থানা- কাঁকসা, পানাগড়ে ৯৯৮ শতক/ডেসিমেল (প্রায় ৬০৪ কাঠা) পরিমাপের জমি। দলিল নং ০৫৫৩২/২০০৯, ০৫৫৩৩/২০০৯, ০৫৫৩৭/২০০৯, ০৫৫৩৮/২০০৯, ০৫৫৫০/২০০৯ (বনওয়ারিলাল আগরওয়াল- ব্যক্তিগত জামিনদাতার নামে)। (ফিজিক্যাল দখলের অধীনে)	ক) ১.৫৪ কোটি টাকা (এক কোটি চুয়ান্ন লক্ষ টাকা) খ) ১৫,৪০,০০০.০০ টাকা (পনেরো লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ ১,০০,০০০.০০ টাকা

ক) দায়বদ্ধতা এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সুরক্ষিত পাওনাদারের ওয়েবসাইট https://bank.sbi/web/sbi-in-the-news/auction-notices/bank-auctions, www.sbi.co.in, baanknet.com এবং https://tenders.gov.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।
খ) ইচ্ছুক বিডারদের নিলামের তারিখের অনেক আগে এনইএফটি/আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. পরিচালিত তাঁর বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে তাঁর ইএমডি পরিমাণ ট্রান্সফার করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা যোগাযোগ নম্বর ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।

তারিখ : ১৫.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা
কোনো অসুবিধার ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণটি প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

রিটেল অ্যাসেট অ্যান্ড স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস সিটি ক্রেডিট সেন্টার কাম এসএআরসি (আসানসোল শাখা প্রেমিসেস)
২য় তল, বিজয় পাল সরণি, আসানসোল - ৭১৩৩০৪

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএএসএমইসিসি আসানসোল শাখা,** জেলা পশ্চিম বর্ধমান-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪ নং অ্যাক্ট)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গত **২৪/০৬/২০২৬ তারিখে (১১.০৭.২০২৬ তারিখে দুটি শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত)** একটি দাবি নোটিশ জারি করেছিলেন, যাতে **ঋণগ্রহীতা প্রয়াত মনজিৎ সিং-এর আইনি উত্তরাধিকারীদের ১. শ্রী যোগিন্দর সিং, ২. শ্রীমতী ভানুমতী সিং, ৩. মাস্টার মায়ান সিং, ৪. শ্রীমতী মৌসুমী হাজরা, ৫. শ্রীমতী মানবী সিং এবং ৬. প্রয়াত মনজিৎ সিং-এর সমস্ত জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত আইনি উত্তরাধিকারীদের** উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৩/০৬/২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১৬,১৪,৫৮৩/- টাকা (ষোলো লক্ষ চোদ্দো হাজার পাঁচশো তিরাশি টাকা)** পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আজ **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৮ তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার **২৩/০৬/২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১৬,১৪,৫৮৩/- টাকার (ষোলো লক্ষ চোদ্দো হাজার পাঁচশো তিরাশি টাকা)** এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ চার্জ ইত্যাদির চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব - সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

মালিক প্রয়াত মনজিৎ সিং, ফ্ল্যাট নং ৫, ৩য় ফ্লোর, কামাখ্যা অ্যাপার্টমেন্ট, এস.বি. গড়াই রোড, রেনগানিয়া পাড়া, সুকান্ত ময়দান, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩০৩, পশ্চিমবঙ্গ। এস.বি. গড়াই রোড, সুকান্ত ময়দানের বিপরীতে, রাঙ্গানিয়া পাড়া, থানা- আসানসোল, পিন ৭১৩৩০৩-এ অবস্থিত উক্ত কামাখ্যা অ্যাপার্টমেন্টের ১ম ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ১ (এক), যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৯০০ (নয়শো) বর্গফুট, মোজাইক মেঝে, যা দুটি বেডরুম, একটি ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম, দুটি টয়লেট কাম বাথরুম, একটি রান্নাঘর এবং একটি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত উক্ত অ্যাপার্টমেন্টে, জেলা পশ্চিম বর্ধমানে, মহকুমা এবং এডিএসআর অফিস আসানসোল-এর অধীনে, মৌজা - আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি, জে.এল. নং- ২০, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে, আর.এস. প্লট নং- ২২৬৬২, ২২৬৬৩ এবং ২২৬৬৪-এ, আর.এস. খতিয়ান নং- ১২২২৪ এবং ৪০৫৫-এর অধীনে অবস্থিত। দলিলটি ২০১৯ সালের জন্য দলিল নং ০২০৫০৯৫৪২ হিসেবে বুক - ১, ভলিউম নং- ০২০৫-২০১৯, পৃষ্ঠা ১৮৩৩৭০ থেকে ১৮৩৩৮৮-এ নিবন্ধিত।

তারিখ : ১৮.০৯.২০২৬
স্থান : আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
যোধপুর পার্ক শাখা
১/৪২৪, গড়িয়াহাট রোড (দক্ষিণ),
যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৭০০০৬৮

দখল বিজ্ঞপ্তি
সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(১)-এর অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের জন্য

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, যোধপুর পার্ক শাখা, কলকাতা জোন-এর অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গত **০২.০৭.২০২৬ তারিখে একটি দাবি নোটিশ** জারি করেছিলেন এবং **ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী মমতা মুখার্জী, স্বামী- শক্তি মুখার্জী, ফ্ল্যাট নং জি-এ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ব্লক-II (ব্লুবেল), গীতাঞ্জলি গার্ডেন ফেজ-II, থানা- বারুইপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১৪৪**-কে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ হাউজিং লোনের জন্য **২৫,৫৭,৩৪১/- টাকা (পঁচিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার তিনশো একচল্লিশ টাকা) (০২.০৭.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত উভয় লোন অ্যাকাউন্টের মোট চুক্তিবদ্ধ বকেয়া)** এবং এর সাথে ৩১.০৫.২০২৬ তারিখ থেকে মাস অন্তর সাথে চক্রবৃদ্ধি হারে **বার্ষিক ১০.০০ শতাংশ অতিরিক্ত সুদ এবং প্রকৃত সুদের হারের উপর ২ শতাংশ জরিমানা সুদ** সহ ব্যাঙ্কের দ্বারা ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা সম্পূর্ণ পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আজ **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৮ তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির **প্রতীকী/গঠনমূলক দখল** নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা বর্তমান বকেয়া পরিমাণ **২৬,১০,১১৫/- টাকার (ছাব্বিশ লক্ষ দশ হাজার একশো পনেরো টাকা)** (নোটিশের তারিখ পর্যন্ত হাউজিং লোন অ্যাকাউন্টের মোট চুক্তিবদ্ধ বকেয়া) এবং এর উপর **সুদ, খরচ ও চার্জের জন্য ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চার্জ** সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

উক্ত জি+৪ তলা বিশিষ্ট ''গীতাঞ্জলি গার্ডেন'' ভবনের উত্তর-পূর্ব কোণে গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত ব্লক II ব্লুবেল-এর মধ্যে আবাসিক ফ্ল্যাট নং জি-এ, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৮৩৮ বর্গফুট, যা দুটি বেডরুম, একটি লিভিং/ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট নিয়ে গঠিত এবং ব্লক-ই গ্লোরি-এর পিছনে উক্ত ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্রায় ১২০ বর্গফুট পরিমাপের একটি কার পার্কিং স্পেস নং ৫, যার সাথে ভবনের নীচের জমির অবিভক্ত, অবিভাজ্য, আনুপাতিক অংশ, যা হোল্ডিং নং ৩১৫ এবং ৩৫৭ আমতলা রোড, মৌজা উত্তর কল্যাণপুর এবং বিরাল ধাম নগর জে.এল. নং ৩৮, তৌজি নং ৬৩ এবং ৬৪-এ অবস্থিত, যা আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৯২, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, খতিয়ান নং ১২৫০ এবং ৫১৯-এর অন্তর্ভুক্ত, কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, থানা এবং সাব-রেজিস্ট্রি/এ.ডি.এস.আর অফিস বারুইপুর-এর অধীনে, জেলা দক্ষিণ ২৪-পরগনা, এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার যুক্ত রয়েছে এবং উক্ত ফ্ল্যাট ও কার পার্কিং স্পেসের **সীমানা নিম্নরূপ** :
উত্তরে : সাধারণ প্যাসেজ দ্বারা; **দক্ষিণে :** সিঁড়ি দ্বারা; **পূর্বে :** সাধারণ প্যাসেজ দ্বারা; **পশ্চিমে :** ফ্ল্যাট নং জি-বি দ্বারা।

তারিখ : ১৮.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা
স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা জোন

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ
বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর
কলকাতা-৭০০ ০১৬
ই-মেইল: cb2364@canarabank.com

ই-অকশন তারিখ ০৫.১০.২০২৬

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধানের অধীনে দখল নেওয়া নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি অনলাইনে ই-অকশনের মাধ্যমে নিম্নলিখিতভাবে বিক্রি করা হবে:
নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে নীচে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতাদের কাছ থেকে অফার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায়বদ্ধতা (প্লাস বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারা অনুযায়ী ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) ১৩(৪) ধারা অনুযায়ী দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি ব্রাঞ্চ এবং রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমা করার অ্যাকাউন্ট
১.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা ৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স মা দেবী ব্রিক ফিল্ড (ঋণগ্রহীতা),** প্রোপ্রাইটর: শ্রী রাজীব কুমার ধারা পূর্ব গুমাই, পোঃ দয়ালদাসী, তমলুক মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর, শ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৬৩২। **শ্রী রাজীব কুমার ধারা (প্রোপ্রাইটর),** পিতা- শ্রী শক্তি পদ ধারা পূর্ব গুমাই, জলপাই নন্দকুমার, তমলুক মহিষাদল, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৬৩২। **শ্রী শক্তি পদ ধারা (গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা),** পিতা- শ্রী পঞ্চানন ধারা পূর্ব গুমাই, জলপাই নন্দকুমার, তমলুক মহিষাদল, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৬৩২। **শ্রী তাপস কুমার ধারা (গ্যারান্টার),** পিতা- শ্রী শক্তি পদ ধারা পূর্ব গুমাই, জলপাই নন্দকুমার, তমলুক মহিষাদল, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৬৩২। **শ্রী মানস ধারা (গ্যারান্টার), পিতা- শ্রী শক্তি পদ ধারা** পূর্ব গুমাই, জলপাই নন্দকুমার, তমলুক মহিষাদল, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৬৩২।	**ক) ৪৫,২০,২৯৬.০০ টাকা** (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার দুইশো ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র) এবং এর সাথে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ০৬.০৩.২০২৬** **গ) ২১.০৫.২০২৬**	জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, মৌজা জলপাই, এডিএসআর- খাঁচি, থানা নন্দকুমার, জে.এল. নং ৭০, এলআর দাগ নং ৭৫২০, আরএস প্লট নং ৫৯৬৭-এ অবস্থিত ১০ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, প্রকৃতি বাস্তু, কিউআর কোড অনুযায়ী কনভার্সন কেস মেমো নং 261/N-40/2013 তারিখ 07.03.2013, **শক্তি পদ ধারার নামে,** ১৯৮৮ সালের দলিল নং 5055 অনুযায়ী। **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: রাস্তা, দক্ষিণে: দীপক মাইতির সম্পত্তি, পূর্বে: দেবেন্দ্রনাথ ধারার সম্পত্তি, পশ্চিমে: শ্রীপতি সামন্তর সম্পত্তি। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে)** (QR Code)	**ক) ১,২৯,৪২,০০০.০০ টাকা** (এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১২,৯৪,২০০.০০ টাকা** (বারো লক্ষ চুরানব্বই হাজার দুইশো টাকা মাত্র) **গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা, (মোবাইল): 90518 82364** **ঙ) ১২,৯৪,২০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণটি যোগ করে জমা করতে হবে।**
২.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা ৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স এম. পি. প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ** (ঋণগ্রহীতা), প্রোপ্রাইটর: গীতু গুটগুটিয়া ৮১২ এ, পশুপতি ভট্টাচার্য রোড, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০ ০৪১। **গীতু গুটগুটিয়া (প্রোপ্রাইটর)** ২২, বুড়ো শিবতলা মেইন রোড, পোঃ - সাহাপুর, থানা বেহালা, কলকাতা - ৭০০ ০৩৮, **মেসার্স এন. কে. প্লাস্টিক মোল্ডার্স** (ঋণগ্রহীতা) **প্রোপ্রাইটর: নবীন গুটগুটিয়া** ৮১৩ (813), পশুপতি ভট্টাচার্য রোড, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০ ০৪১। **নবীন গুটগুটিয়া (প্রোপ্রাইটর / গ্যারান্টার / বন্ধকদাতা),** পিতা- মৃত প্রকাশ চন্দ্র গুটগুটিয়া ২২, বুড়ো শিবতলা মেইন রোড, পোঃ - সাহাপুর, থানা বেহালা, কলকাতা - ৭০০ ০৩৮ **মেসার্স গণপতি এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)** প্রোপ্রাইটর: কিরণ দেবী গুটগুটিয়া ৮১২ এ, পশুপতি ভট্টাচার্য রোড, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০ ০৪১। **কিরণ দেবী গুটগুটিয়া (প্রোপ্রাইটর / গ্যারান্টার / বন্ধকদাতা),** স্বামী- মৃত প্রকাশ চন্দ্র গুটগুটিয়া ২২, বুড়ো শিবতলা মেইন রোড, পোঃ- সাহাপুর, থানা বেহালা, কলকাতা - ৭০০ ০৩৮।	**ক) ৫,০৪,৯৪,৮২৩.৪৫ টাকা** (পাঁচ কোটি চার লক্ষ চুরানব্বই হাজার আটশো তেইশ টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ১১.০২.২০২৬** **গ) ১৭.০৪.২০২৬**	**সম্পত্তি ১** মৌজা সিরিটি জে.এল. নং ১১, আর.এস. নং ১৮৬, তৌজি নং ৩৫, ১৭৭ এবং ৪১১, দাগ নং ২৬৩ খতিয়ান নং ১৪৭ এবং ৫২৯, প্রাঙ্গণ নং ৮১৩এ, পশুপতি ভট্টাচার্য রোডে অবস্থিত ২৮৮০ বর্গফুট পরিমাপের ফ্যাক্টরি শেড সহ ৪ কাঠা পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, বর্তমানে প্রাঙ্গণ নং ৮১৩এ, পশুপতি ভট্টাচার্য রোড, থানা বেহালা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০ ০৪১-এ, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে। (QR Code) **সম্পত্তি ২ :** মৌজা সিরিটি, জে.এল. নং ১১, আর.এস. নং ১৮৬, তৌজি নং ৩৫, ১৭৭ এবং ৪১১, দাগ নং ২৬৩ খতিয়ান নং ১৪৭ এবং ৫২৯, প্রাঙ্গণ নং ৮১২এ, পশুপতি ভট্টাচার্য রোডে অবস্থিত ২৮০০ বর্গফুট পরিমাপের ফ্যাক্টরি শেড সহ ৫ কাঠা পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, বর্তমানে প্রাঙ্গণ নং ৮১৩এ, পশুপতি ভট্টাচার্য রোড, থানা বেহালা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ০৪১-এ, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে। (QR Code) **(সম্পত্তিগুলি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	**ক) I. ৯২,৫৫,০০০.০০ টাকা** (বিরানব্বই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা মাত্র) **II. ১,২৪,০০,০০০.০০ টাকা** (এক কোটি চব্বিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) I. ৯,২৫, ৫০০.০০ টাকা** (নয় লক্ষ পঁচিশ হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) **II. ১২,৪০,০০০.০০ টাকা** (বারো লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): 90518 82364** **ঙ) ইএমডি পরিমাণ:** **I. ৯,২৫,৫০০.০০ টাকা** **II. ১২,৪০,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণটি যোগ করে জমা করতে হবে।**
৩.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স মা শীতলা ভান্ডার (ঋণগ্রহীতা)** প্রোপ্রাইটর: শ্রী স্বপন সিং পিতা- শ্রী ভাস্কর সিং কসবা, এগরা, ওয়ার্ড নং ১২, পোঃ/থানা - এগরা জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৪২৯। **শ্রীমতী অনিমা সিং (সহ-ঋণগ্রহীতা),** স্বামী- শ্রী স্বপন সিং কসবা, এগরা, ওয়ার্ড নং ১২, পোঃ/থানা - এগরা জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭২১ ৪২৯,	**ক) ২১,৭৬,৮২৪.৯৮ টাকা** (একুশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার আটশো চব্বিশ টাকা এবং আটানব্বই পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ১০.০৩.২০২৬** **গ) ১২.০৬.২০২৬**	জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, থানা এবং এডিএসআর এগরা, মৌজা কসবা, এগরা, জে.এল. নং ২৩, খতিয়ান নং ২৬৫১, ৩২৩৫ এবং ৭৩৩ (এস), ৩২৩৫ (এইচ), প্লট নং আরএস ২২৩৫, এলআর ৪০৪৯, ১ একর ১২ ডেসিমেলের মধ্যে ৪,০০৩ ডেসিমেল এলাকা, জমির প্রকৃতি বাস্তু-তে অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, **স্বপন সিং**-এর নামে, ৩১.১২.২০১৮ তারিখের পার্টিশন দলিল নং 10511 of 2018 অনুযায়ী। **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে - উক্ত প্লটের অবশিষ্ট অংশ, দক্ষিণে- উক্ত প্লটের অবশিষ্ট অংশ, পূর্বে- গ্রামের রাস্তা এবং উক্ত প্লটের অবশিষ্ট অংশ, পশ্চিমে- উক্ত প্লটের অবশিষ্ট অংশ। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে)** (QR Code)	**ক) ২৩,৪৭,০০০.০০ টাকা** (তেইশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,৩৪,৭০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার সাতশো টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা, (মোবাইল): 90518 82364** **ঙ) ২,৩৪,৭০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণটি যোগ করে জমা করতে হবে।**
৪.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা ৭০০ ০১৬। **খ) শ্রী অসীম মজুমদার (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- মৃত ক্ষীরোদ মজুমদার ফ্ল্যাট নং ৬বি, ব্লক ৩সি, শ্যাম রেসিডেন্সি, ৭১, নিউ কর্ড রোড, শ্যামনগর, আঠপুর ব্যারাকপুর-১ পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩ ১২৮।	**ক) ২৪,৯৩,১৮৪.০৪ টাকা** (চব্বিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার একশো চুরাশি টাকা এবং চার পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ১৯.০২.২০২৬** **গ) ১২.০৫.২০২৬**	প্রাঙ্গণ নং ৭১/এ, নিউ কর্ড রোড, পোঃ - আঠপুর, থানা জগদ্দল, মৌজা মূলাজোড়, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩ ১২৮-এ অবস্থিত প্রায় ৪.৫০৩ একর কমবেশি পরিমাপের জমির আনুপাতিক অবিভক্ত পরিবর্তনশীল অংশের সাথে "শ্যাম রেসিডেন্সি" নামক উক্ত ভবনের ব্লক-২বি পূর্বে ব্লক ৩সিতে ষষ্ঠ ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ৬বি নম্বরের আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ পরিমাপ কমবেশি ১০৮৭ বর্গফুট, ভিট্রোফাইড টাইলস মেঝে সহ এবং ব্লক নং ২সি পূর্বে ব্লক ৩ডি-এর অধীনে গ্রাউন্ড ফ্লোরে লিফট সুবিধা সহ কমবেশি ১৩৫ বর্গফুট পরিমাপের একটি আচ্ছাদিত কার পার্কিং স্পেস নং সিপি-৩২। **ফ্ল্যাটটির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তর দিকে: খোলা জায়গা, দক্ষিণে: খোলা জায়গা, পূর্বে: সামনের খোলা জায়গা এবং রাস্তা, পশ্চিমে: ফ্ল্যাট নং ৬সি। **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: নিকো ক্যাবল ফ্যাক্টরির অংশ, দক্ষিণে: নিউ কর্ড রোড, পূর্বে: নিউ কর্ড রোড, পশ্চিমে: উত্তরপাড়া রোড। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে)** (QR Code)	**ক) ২৩,২৫,০০০.০০ টাকা** (তেইশ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,৩২,৫০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ বত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): 90518 82364** **ঙ) ২,৩২,৫০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণটি যোগ করে জমা করতে হবে।**
৫.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স আলি এন্টারপ্রাইজ** গ্রাম - সীকরা, পোঃ- হিসাবি, থানা - আমডাঙা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩ ২২১। **সেখ জিন্নাত আলি (মেসার্স আলি এন্টারপ্রাইজের প্রোপ্রাইটর)** পিতা- মোঃ আমজেদ আলি গ্রাম - সীকরা, পোঃ - হিসাবি, থানা - আমডাঙা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩ ২২১। **শ্রীমতী মঞ্জুরা বিবি (মেসার্স আলি এন্টারপ্রাইজের গ্যারান্টার)** গ্রাম - সীকরা, পোঃ- হিসাবি, থানা - আমডাঙা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩ ২২১।	**ক) ১,০৮,০৮,৯২১.০০ টাকা** (এক কোটি আট লক্ষ আট হাজার নয়শো একুশ টাকা মাত্র) এবং এর সাথে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ১৫.১১.২০১৯** **গ) ২৮.০৯.২০২০**	হোল্ডিং নং ১২২১, মৌজা- সীকরা, জে.এল. নং ২৮, এলআর খতিয়ান নং ১২১১/১, ১৩২৫/১, হাল এলআর খতিয়ান নং ১৪৬৪, ১৪৬৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১২৯৪, পোঃ- হিসাবি, থানা- আমডাঙা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩ ২২১-এ অবস্থিত ২৮.৩০ ডেসিমেল এলাকা পরিমাপের জমি এবং ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে: জরিনা বিবির সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণে: নৈহাটি- হাবরা রোড দ্বারা, পূর্বে: আইনুল হাজরার সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে: খাল দ্বারা। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে)** (QR Code)	**ক) ২৮,৫০,০০০.০০ টাকা** (আঠাশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,৮৫,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা, (মোবাইল): 90518 82364** **ঙ) ২,৮৫,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণটি যোগ করে জমা করতে হবে।**
৬.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬, **খ) সুস্মিতা কীর্তনীয়া, স্বামী- সুবীর কীর্তনীয়া** তালবান্ধা (দক্ষিণ), সেন মেডিকেলের কাছে, পোঃ - যুগবেড়িয়া, থানা- ঘোলা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা ৭০০ ১১০। অন্যান্য ঠিকানা: হোল্ডিং নং ৫৮০, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, পোঃ-যুগবেড়িয়া, থানা-ঘোলা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১১০। **মেসার্স এস. কে. এন্টারপ্রাইজ, প্রোপ্রাইটর: সুস্মিতা কীর্তনীয়া,** স্বামী- সুবীর কীর্তনীয়া তালবান্ধা (দক্ষিণ), সেন মেডিকেলের কাছে, পোঃ - যুগবেড়িয়া, থানা- ঘোলা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা ৭০০ ১১০।	**ক) ৬১,১২,৭২৭.৮৫ টাকা** (একষট্টি লক্ষ বারো হাজার সাতশো সাতাশ টাকা এবং পঁচাশি পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ০৮.০৮.২০২৪** **গ) ০৩.১০.২০২৪**	**সুস্মিতা কীর্তনীয়ার (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) নামে থাকা সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।** **স্থাবর সম্পত্তি:** মৌজা - তালবান্ধা, জে.এল. নং ২৮, আর.এস. খতিয়ান নং ২৪২, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৩২, ৩৬২, ৩৯১, ২৭৪, দাগ নং আর.এস. ৬০৯, এল.আর. ৬০৯/১৩৪৮, তালবান্ধার অধীনে, পোঃ- যুগবেড়িয়া, থানা- ঘোলা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, এ.ডি.এস.আর. সোদপুর, কলকাতা ৭০০ ১১০-এ অবস্থিত কমবেশি ৬ ডেসিমেল পরিমাপের জমির ইএমটি এবং এর উপর আংশিক সম্পূর্ণ হওয়া দ্বিতল ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে- ২০ ফুট পাকা রাস্তা দ্বারা, দক্ষিণে: জুরান বিশ্বাসের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে: মৃত্যুঞ্জয় শীলের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে- নীল কমল বিশ্বাসের সম্পত্তি দ্বারা। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে)** (QR Code)	**ক) ৫২,৫০,০০০.০০ টাকা** **(বায়ান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)** **খ) ৫,২৫,০০০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): 90518 82364** **ঙ) ৫,২৫,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণটি যোগ করে জমা করতে হবে।**
৭.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স কুরশিয়া বস্ত্রালয়** প্রোপ্রাইটর: কাউসার সেখ, পিতা- আজাহার সেখ, গ্রাম- বাগিচাপাড়া, পোঃ- হরিভাঙ্গা, বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২ ৩০২। **কাউসার সেখ (প্রোপ্রাইটর এবং ঋণগ্রহীতা),** পিতা- আজাহার সেখ, গ্রাম - বাগিচাপাড়া, পোঃ- হরিভাঙ্গা, বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ৩০২। **মোকামুদ্দিন সেখ (গ্যারান্টার),** সযত্নে- সিরাজ সেখ, গ্রাম-শি-ল্লুকুর, পোঃ - বালি গোকুলপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২ ৩০২।	**ক) ৩১,৮৪,৪৩৭.৪৫ টাকা** (একত্রিশ লক্ষ চুরাশি হাজার চারশো সাঁইত্রিশ টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ০৫.১১.২০২২** **গ) ১২.০২.২০২৫**	কাউসার সেখ-এর নামে থাকা মৌজা-বালি, প্লট নং আরএস ৩৩৮৪ (আরএস 3384), এলআর ২৮৪৯, খতিয়ান নং আরএস ৬৩৩৩, ১৩৭১, এলআর ৭৩৩২ (বর্তমান এলআর ৭৯১৭), এলাকা ৪.১৩ ডেসিমেল, ব্লক ও জেলা-মুর্শিদাবাদ-এ অবস্থিত জমি ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** পূর্বে - পঞ্চায়েত রাস্তা, পশ্চিমে - নবকুমার নাবিক, উত্তরে- মনিরুল সেখ, দক্ষিণে- ইসলাম সেখ। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে)** **দেবাশিস মাইতি, প্রসেনজিৎ মাইতি এবং কেশব চন্দ্র** (QR Code)	**ক) ১৬,৬০,০০০.০০ টাকা** (ষোলো লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৬৬,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা, (মোবাইল): 90518 82364** **ঙ) ১,৬৬,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণটি যোগ করে জমা করতে হবে।**
৮.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) দেবাশিস মাইতি, পিতা- শ্রী কেশব চন্দ্র মাইতি** গ্রাম-তেরোপাড়া, জলপাই, পোঃ - কল্যাণপুর, থানা- মহিষাদল ১, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১ ৪৩৪। **শ্রী প্রসেনজিৎ মাইতি, পিতা- শ্রী কেশব চন্দ্র মাইতি** মহিষালী জলপাই, পোঃ- নারঘাট, থানা- নন্দকুমার, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১ ৬৩২। **শ্রী কেশব চন্দ্র মাইতি, পিতা- যতীন্দ্র মাইতি** গ্রাম-তেরোপাড়া, জলপাই, কল্যাণপুর, থানা- মহিষাদল - ১, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১ ৬৩২। **শ্রী মঙ্গল চাঁদ মান্না** গ্রাম + পোঃ- তেরোপাড়া, জলপাই, থানা- নন্দকুমার, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১ ৬৩২।	**ক) ৩,১৬,০২,৪২১.০১ টাকা** (তিন কোটি ষোলো লক্ষ দুই হাজার চারশো একুশ টাকা এবং এক পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে ০১.০৪.২০২৬ তারিখ থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ১৮.১০.২০২১** **গ) ২৯.০১.২০২২**	**মাইতির** নামে মৌজা তেরোপাড়া জলপাই, থানা - নন্দকুমার, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর-এ অবস্থিত প্লট নং ৪৫৬ (আরএস), ৪৮৯ (এলআর),৪৬৪ (আরএস), ৪৯৭ (এলআর), ৪৬৫ (আরএস), ৪৯৮ (এলআর), জে.এল. নং ১২৭, খতিয়ান নং ৫৭৫৫, ৫৭৩৮ এবং ৫১২৬-এ অবস্থিত জমি ও ভবন, বিক্রয় দলিল নং 1912/2005 এবং 4098/1999 অনুযায়ী। **(সম্পত্তিগুলি প্রতীকী দখলের অধীনে)** পোস্ট অফিস কাঁথি, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর-এ খতিয়ান নং (QR Code)	**ক) ৩৫,৭০,০০০.০০ টাকা** (পঁয়ত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৩,৫৭,০০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ সাতান্ন হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): 90518 82364** **ঙ) ৩,৫৭,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণটি যোগ করে জমা করতে হবে।**
৯.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬, **খ) শ্রী সিদ্ধেশ্বর ভুঁইয়া, পিতা- মৃত নিরঞ্জন ভুঁইয়া** গ্রাম পানিয়া, পোঃ - মাজনা, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, মাজনা, পিন-৭২১ ৪৩৩।	**ক) ১,৩৬,৪৪,৭৯৩.১৫ টাকা** (এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার সাতশো তিরানব্বই টাকা এবং পনেরো পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে ০১.০৪.২০২৬ তারিখ থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ১৮.১২.২০১৯** **গ) ০৯.০৯.২০২০**	৩৫৫-এর সাথে সম্পর্কিত প্লট নং ৫৬৩-তে মৌজা পানিয়া, জে.এল. নং ২২৭, তৌজি নং ২৯৩৫-এ অবস্থিত বিল্ডিং সহ প্রায় ৬ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সীমানা:** উত্তরে- বাপ্পা ভুঁইয়ার জমি, দক্ষিণে- গ্রামের বালির পথ, পূর্বে- প্লট নং ৫৬২, পশ্চিমে - প্লট নং ৫৬৪। **(সম্পত্তিটি ফিজিক্যাল দখলের অধীনে)** (QR Code)	**ক) ১৯,০০,০০০.০০ টাকা** (উনিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ১,৯০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): 90518 82364** **ঙ) ১,৯০,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণটি যোগ করে জমা করতে হবে।**

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ০৫.১০.২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১.৩০ টা পর্যন্ত, ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ০৩.১০.২০২৬ বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত।

-: নিয়ম ও শর্তাবলী :-
১. সম্পদগুলি **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যাই থাক না কেন"** শর্তে বিক্রি করা হবে।
২. সম্পদ সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৩. একক বিডারের ক্ষেত্রে, বিডার/ক্রেতাকে একটি ইনক্রিমেন্টের (বৃদ্ধির) সাথে বিড করতে হবে।
৪. নিলাম/বিডিং শুধুমাত্র পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)**-এর মাধ্যমে "অনলাইন ইলেকট্রনিক মোডে" পরিচালিত হবে।
৫. সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ইএমডি পরিমাণ মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের ই-ওয়ালেটে [BAANKNET.com (https://baanknet.com/)] পোর্টালে সরাসরি বা তাতে চালান তৈরি করে উক্ত চালানে উল্লেখিত অ্যাকাউন্ট বিবরণ অনুযায়ী আরটিজিএস/এনইএফটি-এর মাধ্যমে ০৩.১০.২০২৬ তারিখ বা তার আগে বিকেল ৫.০০ টার মধ্যে জমা করতে হবে।
৬. পরিষেবা প্রদানকারী **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের যোগাযোগের বিশদ বিবরণ [BAANKNET.com (https://baanknet.com/)], যোগাযোগ নম্বর- 70466 12345 / 63549 10172 / 82912 20220 / 98922 19848 / 8160205051, ই-মেইল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com**
৭. শাখা কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে **২১.০৯.২০২৬ থেকে ০৩.১০.২০২৬ তারিখের মধ্যে দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা** পর্যন্ত সম্পদগুলি পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৮. সফল ক্রেতা/সর্বোচ্চ বিডারকে সর্বোচ্চ/সফল ঘোষণার সাথে সাথেই বিক্রয় মূল্যের ২৫% (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সহ) জমা দিতে হবে এবং অবশিষ্ট ৭৫% বিক্রয় মূল্য বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে। যদি সফল বিডার/ক্রেতা উপরে উল্লিখিত বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে তাঁর জমা করা অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যেকোনো বিধিবদ্ধ বকেয়া/হার/কর/রেজিস্ট্রেশন ফি/বিবিধ খরচ/সরকারি বকেয়া/যেকোনো কর্তৃপক্ষের বকেয়া ইত্যাদি সমস্ত চার্জ শুধুমাত্র সফল বিডার/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১০. এটি উপরোক্ত লোনের ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের জন্য উপরে উল্লিখিত তারিখ, সময় এবং স্থানে নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার একটি নোটিশও বটে, যদি তাঁদের বকেয়া সম্পূর্ণ পরিশোধ করা না হয়।
১১. ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারকে এতদ্বারা ই-অকশনের তারিখের আগে হালনাগাদ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উপরে উল্লেখিত পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় সম্পত্তি নিলাম/বিক্রি করা হবে এবং সুদ ও খরচ সহ বাকি বকেয়া (যদি থাকে) আদায় করা হবে।
১২. কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই প্রাপ্ত যেকোনো বা সমস্ত অফার বা বিড গ্রহণ/বাতিল করার অথবা বিক্রয় বাতিল করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে।
১৩. আরও বিস্তারিত বিবরণ কানাড়া ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.canarabank.com**-এ উপলব্ধ।

তারিখ: ২০.০৯.২০২৬ / স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার / কানাড়া ব্যাঙ্ক

রোজগার মেলায় ৫১ হাজার চাকরির

নিয়োগপত্র দিলেন মোদী

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর: রোজগার মেলা থেকে দেশের ৫১ হাজারেরও বেশি যুবক-যুবতীর হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হল। ২০ তম রোজগার মেলা ছিল এটি। ভার্চুয়াল মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। দেশের ৪৫টি জায়গায় রোজগার মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখান থেকেই নির্বাচিত যুবক-যুবতীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, রোজগার মেলায় এখনও পর্যন্ত ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার যুবক-যুবতীকে চাকরির সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

এ দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০তম বার্ষিক রোজগার মেলায় ৫১ হাজারেরও বেশি নিয়োগপত্র বিতরণ করে বলেন, 'দেশে উৎসবের মরশুম শুরু হয়ে গিয়েছে। এই আনন্দের মাঝে, আজ হাজার হাজার পরিবারের জীবনে নতুন সুখ এনে দিয়েছে। আজ দেশজুড়ে ৫১ হাজারেরও বেশি তরুণ-তরুণী সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র পাচ্ছেন। আপনারা সবাই ভারত সরকারে এমন এক সময়ে যোগদান করেছেন, যখন দেশ একটি বিশাল লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত ভারত। এক্ষেত্রে আপনাদের মতো তরুণদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। আপনাকে এমন প্রতিটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা একটি উন্নত ও আত্মনির্ভর ভারতের আন্দোলনকে ক্রমাগত শক্তিশালী করে।'

যুব প্রজন্মের উদ্দেশে বলেন, 'তোমরা আজ যে অবস্থানে পৌঁছেছ, তা শুধু তোমাদের কঠোর পরিশ্রমের কারণেই নয়, বরং তোমাদের বাবা-মা ও পরিবারের নিষ্ঠার ফলেও সম্ভব হয়েছে। আমি তোমাদের সকলকে এবং তোমাদের পরিবারকে অভিনন্দন জানাই। দেশের যুব প্রজন্ম হিসেবে তোমাদের একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে, বিশেষ করে অন্যান্য তরুণদের প্রতি।'

তিনি আরও বলেন, 'ভারতের যুবসমাজের সম্ভাবনার আরেকটি প্রতিফলন আমাদের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে দেখা যায়। ভারত আজ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম। ভারতের স্টার্টআপের গল্প এখন আর শুধু বড় শহরগুলোর গল্প নয়। বর্তমানে স্বীকৃত স্টার্টআপগুলোর প্রায় অর্ধেকই টিয়ার ২ এবং টিয়ার ৩ শহরগুলোতে অবস্থিত।'

তিনি বলেন, 'বিগত কয়েক বছর ধরে ভারত সরকার আমাদের যুবকদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করার উপর ধারাবাহিকভাবে মনোযোগ দিয়ে আসছে। জাতীয় শিক্ষা নীতি, স্কিল ইন্ডিয়া মিশন, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা প্রসারের প্রচেষ্টা- যেভাবেই হোক না কেন, আমাদের লক্ষ্য হল পরিবর্তনশীল অর্থনীতির চাহিদার সঙ্গে যুবকদের শিক্ষা ও দক্ষতাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।'

এদিনের রোজগার মেলায় ব্রিকসের কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'কিছুদিন আগে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন শেষ হয়েছে। ভারত এটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছে যে ব্রিকস সহযোগিতা যেন শুধু সরকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে; বরং আমাদের উদ্যোক্তা, কৃষক, নারী এবং যুবসমাজও এই অংশীদারিত্বে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই 'ব্রিকস কানেক্ট' এবং 'ব্রিকস এমএসএমই কো-অপারেশন পোর্টাল'-এর মতো উদ্যোগ চালু করা হয়েছে।'

ভারতীয় নৌসেনা অ্যাকাডেমি থেকে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি

তিরুঅনন্তপুরম, ১৯ সেপ্টেম্বর: ভারতীয় নৌসেনা অ্যাকাডেমি থেকে ধরা পড়লেন এক বাংলাদেশি নাগরিক। কেরলমের এঝিমালা নৌসেনা অ্যাকাডেমি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। ভুয়ো নথিপত্র ব্যবহার করে ভারতীয় পরিচয়ে সেখানে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করতেন ধৃত বিপ্লব সোরেন নামে পরিচিত ৩২ বছরের ওই যুবক। যদিও এটি তাঁর আসল নাম কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

সূত্রের খবর, বিপ্লব ভুয়ো ভারতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে এ দেশে বসবাস করছিলেন বলে পুলিশের অভিযোগ। সম্প্রতি তাঁর আচরণ দেখে সন্দেহ হয় নৌসেনা অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষের। তার পরেই তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন আধিকারিকেরা। জিজ্ঞাসাবাদ পর্বে তাঁর মোবাইল থেকে এমন বেশ কিছু নথিপত্র এবং অন্য তথ্য পাওয়া যায়, যা ইঙ্গিত করে তিনি বাংলাদেশি। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পরে শুক্রবার রাত ৮টার কিছু পরে বিপ্লবকে পুলিশের হাতে তুলে দেন নৌসেনা অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ।

প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, গত এক বছর ধরে নৌসেনা অ্যাকাডেমিতে চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসেবে কাজ করছিলেন বিপ্লব। পুলিশ তাঁর কাজের ধরন নিয়ে বিস্তারিত জানায়নি। তবে বিভিন্ন সূত্রের খবর, নৌসেনা অ্যাকাডেমির লন্ড্রি বিভাগে অস্থায়ী কর্মী হিসাবে কাজ করতেন তিনি।

কন্নুরের এক পুলিশ আধিকারিক জানান, বিপ্লব প্রায় এক বছর ধরে নৌসেনা অ্যাকাডেমিতে কাজ করছিলেন। তিনি বলেন, 'বিপ্লব সোরেনই তাঁর আসল নাম কি না, তা আমরা খতিয়ে দেখছি। ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

কেরলমের এই নৌসেনা অ্যাকাডেমি দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কৌশলগত দিক থেকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে কী ভাবে এক জন বিদেশি নাগরিক ভুয়ো নথিপত্র দিয়ে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে নিয়োগ পেয়ে গেলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। শুক্রবারের ওই ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে কন্নুর পুলিশ।

গ্রিনল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ আমেরিকার হাতে! ঘোষণা ডোনাল্ড ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৯ সেপ্টেম্বর: গ্রিনল্যান্ডের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবার আমেরিকার হাতে। এমনই দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বহুদিন ধরেই তিনি গ্রিনল্যান্ডের বিষয়ে আগ্রাসী হয়ে উঠেছিলেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি জানালেন, আমেরিকা, ডেনমার্ক এবং গ্রিনল্যান্ডের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবার আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে বলে জানাচ্ছেন ট্রাম্প।

সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে লিখতে দেখা গিয়েছে, 'আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, আমেরিকা, ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। এই চুক্তির ফলে গ্রিনল্যান্ডের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের ওপর আমেরিকার স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আমেরিকার যাবতীয় উদ্বেগের পূর্ণ সমাধান হবে। এর জন্য আমেরিকার কোনও অর্থ ব্যয় হবে না! এখন থেকে আমাদের সুস্পষ্ট লিখিত অনুমোদন ছাড়া আমেরিকার কোনও প্রতিপক্ষ গ্রিনল্যান্ডে কোনও ঘাঁটি স্থাপন, সামরিক উপস্থিতি বজায় রাখা কিংবা কোনও সংবেদনশীল বিনিয়োগ করতে পারবে না।'

'আত্মঘাতী' বম্বে আইআইটির পড়ুয়া, ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর: পরীক্ষায় চ্যাটজিপিটির সাহায্য নিয়ে ধরা পড়েছিলেন। আর তারপরই আইআইটি বম্বের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তে আইআইটি ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়ারা। প্রতিষ্ঠানের তরফে জানানো হয়েছে মৃত পড়ুয়ার নাম সাহিল ওয়াকোড়ে।

তিনি 'এনার্জি সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর ছাত্র ছিলেন। পরীক্ষা চলাকালীন তাঁর কাছ থেকে একটি মোবাইল উদ্ধার করেন পরীক্ষক। দেখা যায়, সেই পড়ুয়া উত্তর জানতে প্রশ্নপত্রটিই চ্যাটজিপিটিতে আপলোড করে দিয়েছিলেন। তবে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও শৃঙ্খলাজনিত পদক্ষেপ করা হয়নি। বরং তাঁকে আশ্বস্ত করা হয়, এই ঘটনা তাঁর কেরিয়ারে কোনও প্রভাব ফেলবে না। ছেলেটির সঙ্গে কথা বলেন পরীক্ষক ও বিভাগীয় প্রধান। এরপর ওই পড়ুয়া নিজের হস্টেলের ঘরে ফিরে যান। সন্ধের দিকে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ওই পড়ুয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে আইআইটি বম্বে।

কিন্তু পড়ুয়ার মৃত্যুর খবর প্রকাশ পেতেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা। তাঁদের দাবি, প্রতিষ্ঠান আসল ঘটনা চেপে যাচ্ছে। যা বলা হচ্ছে, তা অর্ধসত্য। ওই পড়ুয়াকে একবছরের জন্য সাসপেন্ড করার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেই তিনি চরম পদক্ষেপ করেছেন। ইতিমধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানে একবছরে চারটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে।

শনিবার সকালে আইআইটির মূল গেটের সামনে প্রতিবাদ অবস্থানে বসেছেন আইআইটি পড়ুয়ারা। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ওই ছাত্রের বাবা-মা। তাঁরা বলেন, 'ছেলের মৃত্যুর বিচার চাই। ও আমাদের একমাত্র সন্তান। যত ক্ষণ না আমরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও জবাব পাচ্ছি, তত ক্ষণ মেন গেট থেকে সরব না। যে কোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে রাজি আছি আমরা। ছেলের বিচারের জন্য লড়াই চালিয়ে যাব।'

আইআইটি বম্বের ছাত্রের মৃত্যুতে নির্যাতনের অভিযোগ তুললেন বাবা-মা। তাঁরা বলেন, 'আমাদের ছেলে লড়াকু মানসিকতার। বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে উঠে এসেছে। সহজে হার মানার ছেলে নয়।' এর পরই ছাত্রের মা বলেন, 'আমার ছেলেকে নির্যাতন করা হয়েছে। ন্যায়বিচার চাই।'

পুলিশ কর্তা দত্তাত্রেয় নালাওয়াড়ে জানিয়েছেন যে, ঘটনার তদন্ত চলছে। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, 'আজ আইআইটি পোওয়াই-তে এক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। এরপর আইআইটির কিছু শিক্ষার্থী একত্রিত হয়ে তাঁদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। একটি সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছনোর লক্ষ্যে আইআইটি কর্তৃপক্ষ তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করছে।'

নারীদের জন্য সুরক্ষিত মিডিয়া ব্যবহারের অ্যাপ জ্যাকটোর-এর উপস্থাপন

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর: প্রথম নারী সুরক্ষা অ্যাপ-এর মাধ্যমে একজন নারী কোনও পোস্টে উপস্থিত থাকতে পারেন, কিন্তু তার দর্শক নির্বাচন নাও করতে পারেন। সোফটা টেকনোলজি এমনই একটি অ্যাপের সঙ্গে মানুষের পরিচয় করেছে নয়াদিল্লির প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ায়। প্রযুক্তিগত প্রমাণ-সহ এই অ্যাপটির উপস্থাপনও করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা সুনীল কুমার সিং জানিয়েছেন, ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কাজুড়ে দশ মাসে নানা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের প্রায় ১০ লক্ষ জেন জি ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা, নিয়ন্ত্রণ ও স্থানীয় প্রাসঙ্গিকতার উপর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই বিষয়ে রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই এই অ্যাপ'টি উপস্থাপন করা হয়েছে। কোম্পানির প্রথম এই নারী প্রধান মডেলে, নারীদের দৃশ্যমানতা, জীবিকা ও ডিজিটাল মর্যাদার পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্কদের পোস্টে শিশুদের সুরক্ষাব্যবস্থাও রয়েছে, যার মধ্যে অ্যাকাউন্টবিহীন শিশুরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সিং আরও বলেন, তাঁর লক্ষ্য ভারতের আঞ্চলিক গ্রহণযোগ্যতাকে প্রযুক্তিগত সফট পাওয়ার এবং ভবিষ্যতে প্রোফাইলিং-মুক্ত ইন্টারনেটের সঙ্গে ডিজিটাল স্বাধীনতা গড়ে তোলা। যা জেন জি দের অংশগ্রহণে উৎসাহ বৃদ্ধি করে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাদের উপার্জনের পথ গড়ে তোলার ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে।

ময়দান

জগুদা নেই, তাঁর দেখানো পথেই এগোয় ভারতীয় ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ, ২০ সেপ্টেম্বর, প্রয়াণ দিবসে ফের মনে পড়ে যায় ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনের এক কিংবদন্তি নাম, জগমোহন ডালমিয়া। ২০১৫ সালের এই দিনেই ৭৫ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের এই দূরদর্শী সংগঠক। এক দশক পেরিয়েও ক্রিকেট প্রশাসনে তাঁর ছাপ আজও স্পষ্ট। 'জগুদা' নামে পরিচিত ডালমিয়ার ক্রিকেট প্রশাসনে পথচলা শুরু হয়েছিল সিএবিকে ঘিরে। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম প্রভাবশালী প্রশাসক। ১৯৮৩ সালে বিসিসিআইয়ের কোষাধ্যক্ষ হওয়ার পর একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। ১৯৮৭ ও ১৯৯৬ সালের বিশ্বকাপ ভারতীয় উপমহাদেশে আয়োজনের পিছনেও ছিল তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ১৯৯৭ সালে প্রথম ভারতীয় হিসেবে আইসিসির সভাপতি হন তিনি। ক্রিকেটকে শুধু মাঠের খেলা হিসেবে দেখেননি ডালমিয়া। সম্প্রচার স্বত্বের বাণিজ্যিক গুরুত্ব বুঝে ভারতীয় ক্রিকেটের অর্থনীতিতে নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন। তাঁর দূরদর্শিতাতেই পরবর্তী সময়ে বিসিসিআইয়ের আর্থিক শক্তির ভিত আরও মজবুত হয়। কঠিন পরিস্থিতিতে বারবার ফিরে আসার ক্ষমতার জন্যই তিনি পরিচিত ছিলেন 'মাস্টার অফ কামব্যাকস' নামে। জগমোহনের দেখানো প্রশাসনিক পথ আজও ভারতীয় ক্রিকেটে প্রাসঙ্গিক। তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে ছেলে অভিষেক ডালমিয়াও ক্রিকেট প্রশাসনে দায়িত্ব সামলেছেন। বাবার দেখানো পথ অনুসরণ করে প্রশাসনের ময়দানে নিজের পরিচয় তৈরি করেছেন তিনি।সময় বদলেছে, ক্রিকেটের পরিধিও বেড়েছে। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটকে বিশ্বমঞ্চে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানোর যে অধ্যায়, সেখানে জগমোহন ডালমিয়ার নাম আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

৮ বছর পর কলকাতা লিগে রাজত্ব মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা লিগে এমন নাটকীয় সমাপ্তি সাম্প্রতিক সময়ে খুব একটা দেখা যায়নি। একসঙ্গে পাঁচটি দল ছিল খেতাবের দৌড়ে। তিন প্রধানের পাশাপাশি ভবানীপুর এবং ইউনাইটেড স্পোর্টসও হিসাবের মধ্যে ছিল। ফলে লিগের শেষ পর্বে প্রতিটি ম্যাচের ফলই হয়ে উঠেছিল গুরুত্বপূর্ণ। তবে সবার নজর ছিল বারাসত স্টেডিয়ামের মোহনবাগান-মহামেডান ম্যাচে। কারণ সবুজ-মেরুনের জয় বা হারেই অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা ছিল খেতাবের সমীকরণ। শেষ পর্যন্ত সেই ম্যাচেই হল যাবতীয় নাটকের অবসান। লাল কার্ড, পেনাল্টি, গোলের পালাবদল। জমজমাট ম্যাচে মহামেডানকে ৩-২ গোলে হারিয়ে দীর্ঘ আট বছর পর কলকাতা লিগের ট্রফি ঘরে তুলল মোহনবাগান। ম্যাচের একটা সময় ১০ জনে নেমে গেলেও হার মানেনি সবুজ-মেরুন। বরং কঠিন পরিস্থিতি সামলে শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত জয় ছিনিয়ে নেয় তারা।

শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে দেখা যায় মোহনবাগানকে। গোলের জন্য মরিয়া হয়ে একের পর এক আক্রমণ তৈরি করতে থাকেন বাস্তব রায়ের ছেলেরা। সপ্তম মিনিটেই গোলের সুযোগ চলে এসেছিল সাহাল আবদুল সামাদের সামনে। তবে মহামেডানের গোলরক্ষক দ্রুত পরিস্থিতি সামলে নেন। মাত্র দু'মিনিট পর ফের সুযোগ আসে সবুজ-মেরুনের সামনে।

কিয়ান নাসিরি আক্রমণাত্মক থার্ডে উঠে ডানদিক থেকে সুন্দর ক্রস বাড়ান। সেই বল পেয়ে শট নেন সাহাল। কিন্তু তাঁর শটে প্রয়োজনীয় জোর না-থাকায় গোলের সম্ভাবনা তৈরি হয়নি। ১৬ মিনিটেও আবার সুযোগ আসে সাহালের সামনে। বাঁদিক থেকে আসা ক্রসে শুধু পা ছোঁয়াতে পারলেই গোল হতে পারত। কিন্তু সেই সুযোগও কাজে লাগাতে পারেননি মোহনবাগানের এই ফুটবলার।

এরপর ধীরে ধীরে ম্যাচে নিজেদের ছন্দ খুঁজে নেয় মহামেডান। ১৯ মিনিটে প্রেসিং ফুটবলের মাধ্যমে আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করে তারা। তবে ২৬ মিনিটে শেষ পর্যন্ত গোলের মুখ খোলে মোহনবাগান। লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের নিখুঁত ক্রস থেকে দুরন্ত হেডে বল জালে জড়িয়ে দেন সাহাল। ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় সবুজ-মেরুন।

তবে প্রথমার্ধের শেষদিকে ম্যাচের চিত্র পাল্টে যায়। ৪২ মিনিটে দ্রুত পালটা আক্রমণ থেকে সমতা ফেরায় মহামেডান। থাংখিমাকে আটকাতে মোহনবাগানের একাধিক ফুটবলার এগিয়ে গেলে ডানদিকে ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে লালরেমসাঙ্গার দিকে বল বাড়িয়ে দেন থাংখিমা। পিছন থেকে ছুটে এলেও মোহনবাগানের ডিফেন্ডাররা তাঁকে আটকাতে পারেননি। ডান পায়ের জোরালো শটে দীপ্রভাতকে পরাস্ত করে ম্যাচ ১-১ করেন লালরেমসাঙ্গা।

বিরতির পর ম্যাচ আরও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। দুই দলই আক্রমণে ওঠে। পরিস্থিতি ক্রমশ কঠিন হয় মোহনবাগানের জন্য। একসময় লাল কার্ড দেখে ১০ জনে পরিণত হয় সবুজ-মেরুন। কিন্তু সংখ্যায় কমে গেলেও লড়াই থেকে সরে যায়নি তারা। বরং গুরুত্বপূর্ণ সময়ে গোল করে ম্যাচ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় মোহনবাগান।

শেষ পর্যন্ত ৩-২ ব্যবধানে মহামেডানকে হারিয়ে খেতাব নিশ্চিত করে সবুজ-মেরুন। এই জয়ের ফলে লিগের অন্য ম্যাচগুলির ফলাফলের দিকে আর তাকিয়ে থাকতে হয়নি তাদের। আট বছর পর কলকাতা লিগের ট্রফি ফিরে আসে মোহনবাগানের ঘরে।

অন্যদিকে, বড় ব্যবধানে জিতেও খেতাবের স্বপ্ন পূরণ হল না ইস্টবেঙ্গলের। কোল ইন্ডিয়াকে ৭-০ গোলে হারালেও মোহনবাগানের জয়ের কারণে সেই ফল আর যথেষ্ট ছিল না।

ভবানীপুর এবং ইউনাইটেড স্পোর্টসের ম্যাচও শেষ হয় গোলশূন্য ড্রয়ে। ফলে শেষ পর্যন্ত সমস্ত হিসাব-নিকাশের কেন্দ্রে থাকা বারাসতের ম্যাচেই লেখা হল কলকাতা লিগের নতুন চ্যাম্পিয়নের নাম মোহনবাগান।

ডেভিস কাপ থেকে বিদায় ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডেভিস কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের দ্বিতীয় রাউন্ডে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ১-৩ ব্যবধানে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেল ভারত। এর ফলে চূড়ান্ত আটে ওঠার স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল ভারতীয় দলের। প্রথম দিনে দু'টি সিঙ্গলসে হেরে শুরুতেই ব্যাকফুটে চলে যায় ভারত। দ্বিতীয় দিনে ডাবলসে এন শ্রীরাম বালাজি ও দক্ষিণেশ্বর সুরেশ জুটি ৬-৩, ৩-৬, ৬-৩ গেমে কোরিয়ান জুটিকে হারিয়ে আশা জাগিয়েছিলেন। তবে সেই স্বস্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ফিরতি সিঙ্গলসে ভারতের শীর্ষ তারকা সুমিত নাগাল কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেননি। বিশ্বের ১৫৭ নম্বর সুনউ কুনের কাছে ১-৬, ২-৬ গেমে কার্যত উড়ে যান তিনি। অধিনায়ক রোহিত রাজপাল চোটের অজুহাত তুলে নাগালের পাশে দাঁড়ালেও, এই হারের ফলে এশিয়ার প্রথম দল হিসেবে নকআউটে পৌঁছে গেল দক্ষিণ কোরিয়া। ভারতকে এখন আগামী বছরের যোগ্যতা অর্জন পর্বের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা

সত্যজিতের ছবিতে অন্য ছবি ও ভাস্কর্য

দেবরাজ গোস্বামী

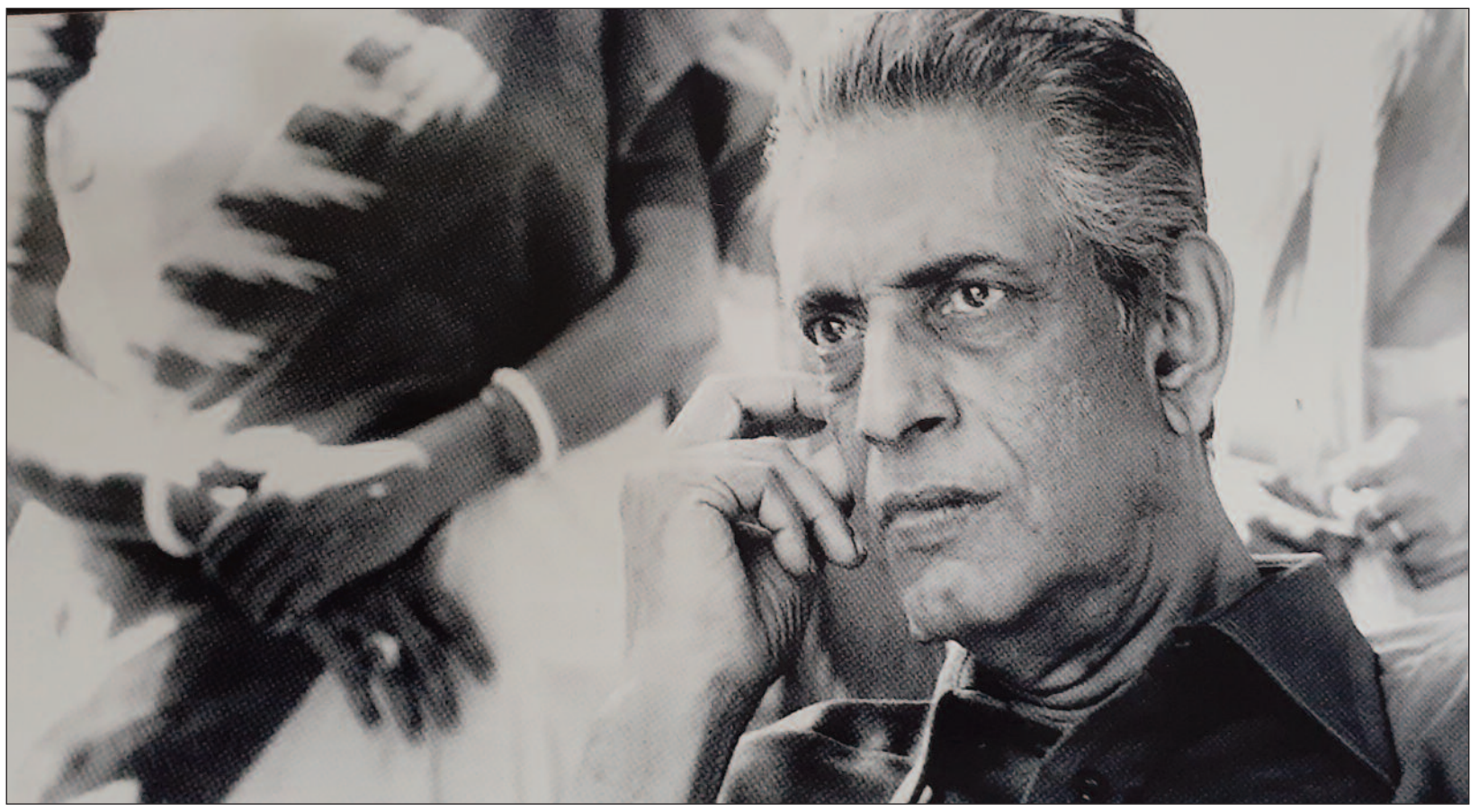

ছবির (ফিল্ম) ভিতরে অন্য শিল্পীর ছবি এবং ভাস্কর্যের অনুষঙ্গ বহু পৃথিবী বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালকের কাজের মধ্যেই অনেক দিন ধরে ব্যবহার হয়ে এসেছে এবং আসছে। কিন্তু সত্যজিতের ছবির মধ্যে এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র্য এবং নিজস্বতা দেখতে পাওয়া যায় তা একাধারে ব্যতিক্রমী এবং বিস্ময়কর। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে প্রাথমিকভাবে চলচ্চিত্রের ভক্ত এবং উৎসাহী পর্যবেক্ষক হলেও পরিচালক হওয়ার ভাবনা সত্যজিতের মাথায় ছিল না। তিনি হতে চেয়েছিলেন একজন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। ইতিমধ্যেই মূলত মায়ের ইচ্ছেয় এবং রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে তিনি ১৯৪০ সালে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ছাত্র হিসেবে যোগ দেন। প্রাথমিকভাবে কলাভবনের ছাত্র হওয়ার ব্যাপারে সত্যজিৎ একেবারেই আগ্রহী ছিলেন না, কারণ তাঁর ধারনা ছিল শান্তিনিকেতনে যে শিল্পশিক্ষা দেওয়া হয় সেটা বেঙ্গল স্কুলের পেলব ওয়াশ পেইন্টিং ধরনের কিছু একটা যা সম্পর্কে সত্যজিতের প্রবল অ্যালার্জি ছিল। পরে নন্দলাল বসুর সান্নিধ্যে এসে এবং বিনোদবিহারী, রামকিঙ্কর প্রমুখ শিল্পীদের কাজ দেখে তাঁর এই ভুল ধারনা ভেঙ্গে যায়। সম্ভবত ১৯৪০ সালেই গরমের ছুটিতে কলাভবনের অন্য তিন সহপাঠী দিনকর কৌশিক, পৃথ্বীশ নিয়োগী এবং মুখুস্বামীর সঙ্গে সত্যজিৎ ভারতীয় প্রাচীন শিল্পকলার পীঠস্থানগুলি দর্শন করতে গিয়েছিলেন। অজন্তা, ইলোরা, এলিফ্যান্টা, সাঁচী, খাজুরহো ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করে, ঐতিহাসিক স্টাডি এবং অসংখ্য ড্রইং ও স্কেচ করবার মধ্যে দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার গুনাগুণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন সত্যজিৎ রায়। কেবল ভারতীয় ধ্রুপদী চিত্রকলাই নয়, ইজিপশিয়ান, আসিরিয়ান এবং দূরপ্রাচ্য যথা চিন ও জাপানের শিল্পকলার নানা দিক সম্পর্কে বিবিধ শিক্ষা সত্যজিতের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। সম্প্রতি ছাত্রজীবনে মাকে লেখা একটি চিঠি থেকে এও জানা যাচ্ছে যে প্রতিকৃতি অঙ্কনের ভুল-ত্রুটি শোধন করে নেওয়ার জন্য নন্দলাল বসু সত্যজিতকে ইওরোপিয়ান ওল্ড মাস্টারদের ছবি কপি করবার পরামর্শও দিয়েছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল সারাবিশ্বের শিল্পকলার ইতিহাস সেই যে সত্যজিতের অবচেতনে পাকাপোক্ত যায়গা করে নেয় তার প্রতিফলন পরবর্তীকালে পরিচালক হিসেবে তাঁর অনেক কাজের ভেতরেই একেবারে সরাসরি দেখতে পাওয়া যায়।

সত্যজিতের চলচ্চিত্রে অন্য শিল্পীদের আঁকা ছবি বা ভাস্কর্যের অনুষঙ্গ এসেছে নানারকমভাবে। যেমন একেবারে প্রথম ছবি পথের পাঁচালীর ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের চিত্রকলা চর্চার প্রভাব এতটাই স্পষ্ট যে ছবিটিকে এই শিল্পধারার চলমান চিত্ররূপ বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। সত্যজিৎ বহুবার বিভিন্ন লেখায় এবং সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে চলচ্চিত্র নির্মাণের একটি 'খাঁটি ভারতীয় ভাষা' নির্মাণ করাই ছিল তাঁর চর্চার প্রধান উপজীব্য। আর এই কাজ করতে গিয়ে তিনি বারেবারেই ফিরে গিয়েছেন ক্লাসিক্যাল থেকে সমকালীন ভারতীয় চিত্র এবং ভাস্কর্যের কাছে। কখনও দৃশ্যকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে, কখনও ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ নির্বাচনের প্রয়োজনে বারবার তিনি ভারতীয় শিল্পকলার সাহায্য নিয়েছেন। এরই পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শিল্পকলা ইতিহাসের কিছু মাস্টারপিস কাজের রেফারেন্সও ব্যবহার করেছেন কখনও সরাসরি, আবার কখনও মেটাফর হিসেবে। কখনও যেমন কোনও মাস্টারপিস ছবির রেফারেন্সকে চলচ্চিত্রের ভাষায় রূপান্তরিত করে দিয়েছেন, ঠিক তেমনই কখনও ফিল্মের ন্যারেশনকে ভিন্নমাত্রায় নিয়ে যেতে সরাসরি মূল ছবিটিকেই ফিল্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। একটি ক্ষেত্রে আবার এমনটাও দেখা গেছে যে ফিল্মের ন্যারেশনের প্রয়োজনে একটি বিখ্যাত পেইন্টিংকে নিজের মতো করে সামান্য পরিবর্তন করে নিয়ে ছবিতে ব্যবহার করেছেন। এইরকম অনেক উদাহরণ সত্যজিতের বিভিন্ন ফিল্মে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণের মধ্যে দিয়েই বিষয়টি বোঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে প্রথম এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ অবশ্যই সত্যজিতের প্রথম ছবি পথের পাঁচালী। ১৯৪৫ সালে ডি জে কিমারে কর্মরত অবস্থাতেই পথের পাঁচালী উপন্যাসের শিশুপাঠ্য সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু' বইটির অলঙ্করণ করেন সত্যজিৎ রায়। এই অলঙ্করনের কাজ করতে গিয়ে একদিকে যেমন তাঁর পরিচয় হয় বিভূতিভূষণের লেখনীর সঙ্গে, ঠিক তেমনই সহজপাঠ বইয়ের জন্য নন্দলাল বসুর আঁকা লিনোকাটের ছবিগুলি পুনরাবিষ্কারের সুযোগও ঘটে। এইসব ছবির সাদাকালো বিন্যাসের প্রভাব যে কেবল 'আম আঁটির ভেঁপু' বইটির জন্য আঁকা ছবিগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, ভবিষ্যতের চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে ভারতীয় ফিল্মের ভাষা ঠিক কেমন হতে পারে তারও একটা আংশিক ধারণা তিনি এইখান থেকেই পেয়ে গিয়েছিলেন। এরই ফলস্বরূপ বিলেত থেকে জাহাজে ফেরার পথে পথের পাঁচালী ফিল্ম নির্মাণের পরিকল্পনা শুরু করে দেন সত্যজিৎ। কলকাতায় ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই কালি-তুলির ড্রয়িংয়ে একটি খাতায় এঁকে ফেলেন পথের পাঁচালী ছবির ভিস্যুয়াল স্ক্রিপ্ট বা স্টোরিবোর্ড। এই ড্রয়িংগুলির সঙ্গে শান্তিনিকেতনে তাঁর শিল্প শিক্ষকদের কাজের সাদৃশ্য এবং ঘনিষ্ঠতা বিস্ময়কর। পথের পাঁচালী স্কেচবুকের ড্রয়িং দেখলে অবধারিতভাবেই আমাদের মনে পড়ে যায় রামকিঙ্কর, বিনোদবিহারী এবং মাস্টারমশাই নন্দলাল বসুর আঁকা মাস্টারপিস কাজগুলির কথা। এটাও বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে কলকাতায় ফরাসি পরিচালক জাঁ রেনোয়ার সঙ্গে কথোপকথনের ফলে বা লন্ডনে ভিত্তোরিও ডি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাঙ্কন

সিকার বাইসাইকেল থিফ দেখে হলিউডের প্রভাব বর্জিত যে খাঁটি ভারতীয় চলচ্চিত্র ভাষা নির্মাণের কথা ভেবেছিলেন সত্যজিৎ, সেখানে ভিস্যুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে শান্তিনিকেতনের মহান শিল্পীদের কাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

পথের পাঁচালী কেবলমাত্র একটি ফিল্ম নয়, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, জীবনানন্দ, নন্দলাল, রামকিঙ্কর, বিনোদবিহারী এবং সেই সঙ্গে দূর প্রাচ্য থেকে শান্তিনিকেতনের শিল্পকলা এই সবকিছুরই এক আশ্চর্য সিন্থেসিস। এর প্রতিটি ফ্রেম আমাদের কাছে এক একটা ছবি দেখা এবং 'কোথায় যেন দেখেছি' ভেবে চমকে ওঠবার অভিজ্ঞতা বহন করে। পুকুরের পদ্মপাতার ওপর দিয়ে যখন হাওয়া বয়ে যায়, টুপটাপ বৃষ্টির ফোঁটা ঝরে পড়ে তখন তা যেমন আমাদের টেনে নিয়ে যায় দূরপ্রাচ্যের চিত্রকলায়, জাপানি উকিও কাঠখোদাই ছবিতে, তেমনই আবার অবিরাম বৃষ্টিতে খোলা চুলে ভিজতে ভিজতে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকা দুর্গার স্যিলুয়েট মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের কালিককলমের ড্রইং। কাশবনের মধ্যে দিয়ে দুর্গাকে ছুটে যেতে দেখে মনে হয় নন্দলালের ছবি থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে সে। আর নিশ্ছিদ্র সাদা কালো স্যিলুয়েটে সন্ধে নামার আগে থম মেরে থাকা অপুদের গ্রাম যেন আমাদের সেই ছেলেবেলায় দেখা সহজপাঠের সাদা কালো লিনোকাট ছবি দেখবার স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে। পথের পাঁচালী ছবিটি নির্মাণ করবার সময় ফিল্মের ভারতীয় ভাষা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি ভালোভাবে উপলব্ধি করেন চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ। পরবর্তীকালে তাঁর নির্মিত অন্য ছবির মধ্যেও ঘুরে ফিরে দেশি এবং বিদেশী শিল্পের নানা উদাহরণ প্রচ্ছন্ন বা সরাসরি উঠে এসেছে।

এ বিষয়ে দ্বিতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হল ১৯৬৯ সালে নির্মিত ছবি 'গুপিগাইন বাঘা বাইন' এর ভূতের নাচের দৃশ্যটি। প্রথমেই যে বিষয়টা মনে রাখা দরকার সেটা হল সত্যজিতের ঠাকুদ্দা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা 'গুপী গাইন' গল্পে দেখা গেছে গুপী এবং বাঘার গানবাজনা শুনে ভূতেরা তাদের ঘিরে ধরে নাচতে শুরু করেছিল। কিন্তু এই নাচ কেমন ছিল তার বিস্তারিত বর্ণনা উপেন্দ্রকিশোর লিখে যাননি। বরং, তিনি বলে গেছেন 'সে যে কী কারখানা হয়েছিল, সে কি না দেখলে বোঝবার জো আছে?' এই না দেখেও ব্যাপারটা বোঝা এবং চলমান ছবির মধ্যে দিয়ে তাকে চিত্রায়িত করবার অসম্ভব দায়িত্ব এসে পড়েছিল সত্যজিতের কাঁধে। সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি কিন্তু আর নিজেকে কেবলমাত্র উপেন্দ্রকিশোরের বর্ণনার মধ্যেই আবদ্ধ রাখলেন না। ভূতের নাচের সাড়ে ছ' মিনিটের দৃশ্যটির জন্য তিনি উজাড় করে দিলেন তাঁর সারাজীবনের দেখা এবং জানার অভিজ্ঞতাকে। ভারতীয় ধ্রুপদী তালবাদ্য, নৃত্য ও প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যকলার সঙ্গে সংশ্লেষ ঘটালেন শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের জন্য তাঁর মাস্টারমশাই নন্দলালের করা সৃজনশীল পোশাক ও সাজশয্যার ধারাকে। সেইসঙ্গে চরিত্রায়ণে টেনে আনলেন গগনেন্দ্রনাথ, যতীন সেন, পরশুরাম এমনকী রবীন্দ্রনাথের অনুষঙ্গ। এরই পাশাপাশি চলল ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বকে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস। ক্লাসিকাল যুগ, মধ্যযুগ, এবং ঔপনিবেশিক যুগের প্রতীকী উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে এই সাড়ে ছ' মিনিটের দৃশ্যে তিনি বলে গেলেন কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় এই চার ধরনের উপাদানকেই সত্যজিৎ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ছুঁয়ে গেছেন। কিন্তু কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে সত্যজিৎ তাঁর মাস্টারটাচটি দেন একেবারে শেষে। আমরা দেখতে পাই প্রথমে যেসব ভূতেরা আলাদা আলাদা ফ্রেমের মধ্যে নাচছিল তারা সকলে একসঙ্গে একই ফ্রেমের মধ্যে চলে আসে। গোটা স্ক্রিনকে একের ওপর একটি হিসেবে চারটি সমান্তরাল স্পেসে ভাগ করে ফেলেন সত্যজিৎ। একেবারে ওপরের অংশে ক্লাসিক্যাল যুগের ভূতদের নাচতে দেখা যায়। তার ঠিক নীচেই মধ্যযুগের

নন্দলাল বসুর চিত্রাঙ্কন

সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি' ছবির দৃশ্য

সত্যজিতের চলচ্চিত্রে অন্য শিল্পীদের আঁকা ছবি বা ভাস্কর্যের অনুষঙ্গ এসেছে নানারকমভাবে। যেমন একেবারে প্রথম ছবি পথের পাঁচালীর ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের চিত্রকলা চর্চার প্রভাব এতটাই স্পষ্ট যে ছবিটিকে এই শিল্পধারার চলমান চিত্ররূপ বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। সত্যজিৎ বহুবার বিভিন্ন লেখায় এবং সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে চলচ্চিত্র নির্মাণের একটি 'খাঁটি ভারতীয় ভাষা' নির্মাণ করাই ছিল তাঁর চর্চার প্রধান উপজীব্য। আর এই কাজ করতে গিয়ে তিনি বারেবারেই ফিরে গিয়েছেন ক্লাসিক্যাল থেকে সমকালীন ভারতীয় চিত্র এবং ভাস্কর্যের কাছে।

ভূতেরা, তৃতীয় সারিতে ঔপনিবেশিক যুগের সাহেবসুবোর ভূত এবং সবশেষে নীচের সারিতে দেশীয় ও নানা ধর্মের ভূতেদের নৃত্য। এই চারটি ফ্রেমকে যখন আমরা একসঙ্গে দেখি তখন সেটা যে কেবল কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসকে আমাদের চোখের সামনে উপস্থাপন করে তাই-ই নয়, আক্ষরিক অর্থেই হয়ে ওঠে মহাকাব্যিক। একেবারে শেষ পর্বে এসে গুপী বাঘা ছবির ভূতের নাচ হয়ে ওঠে এক মহাভারত। এই লেখার শুরুতেই জানিয়েছিলাম ছাত্রজীবনে বন্ধুদের সঙ্গে সত্যজিতের বিভিন্ন ক্লাসিক্যাল ভারতীয় শিল্পের পীঠস্থানগুলো ঘুরে দেখার কথা। এরই অন্যতম হচ্ছে ইলোরার কৈলাস মন্দির। পাহাড়ের গা কেটে একটিমাত্র পাথর (মনোলিথিক) থেকে গোটা মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছে। এই ইলোরার মন্দিরে একদিকে যেমন বহু বিখ্যাত ভাস্কর্য রয়েছে তেমনই রয়েছে অজস্র ডিটেলের কাজ সমেত বড় বড় রিলিফ ভাস্কর্যের প্যানেল। এইরকম রিলিফ ভাস্কর্যের প্যানেলেই দেখা যায় রামায়ন এবং মহাভারতের নানা ঘটনার দৃশ্য। এইধরনের মহাকাব্যিক ন্যারেশানের জন্য প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীরা একটি বিশেষ বিন্যাস রীতি ব্যবহার করতেন। তাঁরা সমস্ত স্পেসটিকে ওপর থেকে নীচে কতগুলি সমান্তরাল অংশে ভাগ করে ফেলতেন। তারপরে ন্যারেশনের এক একটি অংশকে এক একটি স্তরে সাজিয়ে সমগ্র কাহিনি তুলে ধরতেন। অজস্র কুশীলব সমেত এমন কতগুলো সমান্তরাল প্যানেল মিলে গড়ে উঠত একটি মহাকাব্যের সার্বিক কথন। এমন কাজ যে শুধু ইলোরাতেই আছে তা নয়। ভারতীয় প্রাচীন ভাস্কর্যের নমুনা পাওয়া গেছে এমন বহু জায়গাতেই এই ধরনের কম্পোজিশন দেখা যায়। এইবার যদি আমরা ইলোরার মহাভারতের প্যানেলের সঙ্গে সত্যজিতের ভূতের নাচের শেষ দৃশ্যের চারটি সমান্তরাল প্যানেলের কম্পোজিশনকে পাশাপাশি রাখি তাহলে স্পষ্টভাবেই বোঝা যাবে অত্যন্ত সচেতনভাবেই প্রাচীন ভারতীয় ক্লাসিক্যাল মন্দির ভাস্কর্যের এই রীতিকে সত্যজিৎ চলচ্চিত্রের ভাষায় রূপান্তরিত করে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

তৃতীয় উদাহরণ হিসেবে যে বিখ্যাত ইউরোপিয়ান পেইন্টিং এর কথা বলবো তার প্রাথমিক ইতিহাসটা আগে একটু উল্লেখ করা দরকার। ১৮০৭ সালে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ান স্পেন আক্রমণ করেন। স্পেনের রাজা সপ্তম ফার্দিনান্ডকে ক্ষমতাচ্যুত করে নেপোলিয়ান তাঁর ভাই জোসেফ বোনাপার্টকে স্পেনের শাসক বলে ঘোষণা করে দেন। এর ফলে স্প্যানিশ জনগণের মধ্যে বিরাট ক্ষোভের উদ্রেক হয় এবং তাঁরা ফরাসিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই বিদ্রোহ চরম আকার নেয় ১৮০৮ সালের ২রা মে, যখন বিদ্রোহী স্প্যানিশ জনতা ফরাসি সৈন্যদের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এর পরের দিন অর্থাৎ ৩রা মে, ১৮০৮ তারিখে স্পেনের বিভিন্ন জায়গায় ফরাসি সৈন্যরা নিরস্ত্র স্প্যানিশ জনতাকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরে

সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি' ছবির দৃশ্য

ফেলে। এই ঘটনার ফলশ্রুতি হিসেবে শুরু হয় পেনিনসুলার যুদ্ধ এবং শেষপর্যন্ত ১৮১৪ সালে স্প্যানিশ জনতা ফরাসিদের হটিয়ে দিয়ে পুনরায় স্বাধীনতা অর্জন করে। এই ঘটনাটিকে নিয়ে পৃথিবী বিখ্যাত স্প্যানিশ শিল্পী ফ্রান্সিসকো গোইয়া একটি ছবি এঁকেছিলেন যার নাম '৩রা মে ১৮০৮'। পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাসে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মাস্টারপিস ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম বলে মনে করা হয় গোইয়ার আঁকা এই ছবিটিকে। সাড়ে আট ফুট বাই সাতাশ ফুট সাইজের এই প্রকাণ্ড ক্যানভাসের বাম দিকে রয়েছেন নিরস্ত্র স্প্যানিশ জনতা। আর ছবির ডানদিকে সারিবদ্ধভাবে জনতার দিকে বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফরাসি সৈন্যদল। এটি হচ্ছে জনতাকে গুলি করে মারবার মুহূর্তের চিত্রায়ন। ছবির মধ্যভাগে রয়েছে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়া একটি রক্তাপ্লুত মৃতদেহ। অনেক ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ এবং ঐতিহাসিকদের মতে গোইয়ার আঁকা এই ৩রা মে, ১৮০৮ ছবিটি হল শিল্পকলার ইতিহাসে সর্বপ্রথম বর্বরতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিবাদের ছবি। এই ছবি পরবর্তীকালে ইউরোপ এবং পৃথিবীর বহু দেশের অনেক শিল্পীর কাজকে প্রভাবিত করেছে। এর মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হল ১৯৫১ সালে পিকাসোর আঁকা ম্যাসাকার ইন কোরিয়া নামক ছবিটি। ১৯৭১ সালে অস্থির রাজনৈতিক পটভূমিকায় সত্যজিৎ রায় যখন কলকাতা ট্রিলজির অন্যতম ছবি 'প্রতিদ্বন্দ্বী' নির্মাণ করেন সেখানে একটি স্বপ্নদৃশ্য ছিল। সেই দৃশ্যের একজায়গায় গল্পের মূল চরিত্র সিদ্ধার্থ স্বপ্ন দেখে যে সমুদ্রের সৈকতে বালির ওপর তার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছোট ভাইকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হচ্ছে আর পর্দার ডান দিকে বন্দুক উঁচিয়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে উর্দিধারী পুলিসের দল। এই পুরো দৃশ্যটি নির্মাণ করতে গিয়ে সত্যজিৎ গোইয়ার আঁকা ৩রা মে ১৮০৮ ছবিটিকে সরাসরি ভিস্যুয়াল কোটেশন হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে যেভাবে বন্দুক উঁচিয়ে ধরা সারিবদ্ধ পুলিসের দলকে দেখানো হয়েছে এবং যে অ্যাঙ্গেল থেকে ক্যামেরাকে ব্যবহার করা হয়েছে তা পুরপুরি গোইয়ার আঁকা ছবির কম্পোজিশনের অনুসারী। কনটেক্সটের দিক থেকে দেখতে গেলেও গোইয়ার সঙ্গে সত্যজিতের অনেক মিল আছে। ফরাসি শাসকের বিরুদ্ধে স্পেনের সাধারণ জনতার বিদ্রোহ ছিল গোইয়ার ছবির বিষয়বস্তু, আর সত্যজিতের ছবিতেও দেখানো হয়েছে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা এক বিদ্রোহী তরুণকে যে ঘটনাচক্রে ফিল্মের কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভাই। এ ছবিতে সত্যজিৎ তাঁর রেফারেন্সটিকে সেইভাবেই উপস্থাপনা করেছেন যাতে করে যেসব দর্শকের গোইয়ার আঁকা এই বিখ্যাত ছবিটির সঙ্গে পরিচয় আছে তারা যেন ফিল্মের এই সিকোয়েন্সটি দেখামাত্রই রেফারেন্সের মূল সোর্স ও তার কনটেক্সটের সঙ্গে নিজেদের ভাবনাকে সংযুক্ত করে নিতে পারেন।

১৮৩৮ সালে লন্ডনে এসেছেন ডাচ বংশোদ্ভূত আমেরিকান সার্কাস খেলোয়াড় ও ট্রেনার আইজ্যাক ভ্যান অ্যামব্রো তাঁর খেলা দেখাতে। খাঁচার মধ্যে প্রাচীন রোমান পোশাক পরে ভ্যান অ্যামব্রো অনায়াসে শুয়ে বসে থাকেন তাঁর পোষা জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে। বাঘ, সিংহ, চিতা ইত্যাদি হিংস্র পশুর সঙ্গে ছোট্ট ভেড়ার ছানা ও মানুষের এক আশ্চর্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। রানী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং এলেন ভ্যান অ্যামব্রোর সার্কাস দেখতে এবং মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এইবার ডাক পড়লো রানীর প্রিয় চিত্রকর অ্যাডুইন ল্যান্সারের। ভ্যান অ্যামব্রোর এই সার্কাসের খেলা চিরকালের মতো ছবিতে এঁকে ধরে রাখতে হবে ল্যান্সারকে এই হল রানী ভিক্টোরিয়ার ইচ্ছা। ল্যান্সার ছিলেন জন্তু জানোয়ারের ছবি আঁকায় ওস্তাদ। অতএব তিনি রং, তুলি, ইজেল, ক্যানভাস ইত্যাদি নিয়ে ঢুকে পড়লেন একেবারে বাঘ সিংহর খাঁচার ভেতরে, যেখানে জন্তুদের নিয়ে পোজ দিচ্ছেন ভ্যান অ্যামব্রো। ছবি আঁকা শেষ হল। ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৯ সালে রানীর প্রাসাদের ড্রইংরুমে ল্যান্সারের আঁকা ছবির আবরণ উন্মোচিত হল। খাঁচার ভিতরে পোষা বাঘ, সিংহ, চিতা এবং সাদা ভেড়ার বাচ্চা সহ ভ্যান অ্যামব্রো। ছবির বাঁ দিকে খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে দর্শকেরা এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছেন, আর শিল্পী বা যে দর্শক ছবিটি দেখছেন তিনি নিজে খাঁচার ভিতরে একেবারে বিষয়বস্তুর মুখোমুখি। রানী খুশী হয়ে ল্যান্সারকে নাইটহুড খেতাব দিলেন ১৮৫০ সালে এবং ল্যান্সারের আঁকা সেই ছবি থেকে গেল রয়্যাল কালেকশানে। ১৯৭৯ সালে আমরা দেখতে পেলাম জয় বাবা ফেলুনাথ ছবিতে কলাকাতার গোয়েন্দা প্রদোষ চন্দ্র মিত্র ওরফে ফেলুদা তাঁর বন্ধু লালমোহন গাঙ্গুলী ও খুড়তুতো ভাই তপেশরঞ্জনকে নিয়ে কাশী বেড়াতে গিয়ে ঢুকলেন একেবারে বাঘের খাঁচার ভেতরে। খাঁচার মালিক ডাকসাইটে ভিলেন মগনলাল মেঘরাজ যার নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়। মগনলাল ডেকে পাঠালেন অর্জুনকে তার প্রাইভেট সার্কাসের খেল দেখাবেন বলে। ঘরের একদিকে মেঝেতে পাতা গদিতে অ্যামব্রোর ধাঁচে তাকিয়ায় আধশোয়া হয়ে বসা মগনলাল নিজে আর তাঁর পিছনের দেওয়ালে সারি সারি ঠাকুর দেবতার ছবি, রঙচঙে পপুলার পোস্টার, যাকে বলে কিচ। আর এরই উল্টোদিকের দেওয়ালে ঝুলছে একটি প্রমাণ সাইজের অয়েল পেইন্টিং। এই হচ্ছে সেই স্যার অ্যাডুইন ল্যান্সারের আঁকা জন্তু জানোয়ার সমেত ভ্যান অ্যামব্রোর ছবির রেপ্লিকা, যার মূল ছবিটি আছে কুইন ভিক্টোরিয়ার কালেকশানে। এখানে কিন্তু একেবারে সরাসরি ল্যান্সারের আঁকা ছবিটিকেই প্রতীকী অর্থে ফিল্মের মধ্যে ব্যবহার করেছেন সত্যজিৎ রায়। মগনলালের ঘর, প্রাইভেট সার্কাসের খেল, বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ার দাপট ইত্যাদির সঙ্গে ব্যাকগ্রাউন্ডে ওই ল্যান্সারের আঁকা বিশেষ ছবিটির অবস্থান এক্ষেত্রে যে বিশেষ অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে তাইই নয় ছবিতে একটা অন্যরকম মাত্রাও যোগ করে দেয়।

আর একটি শেষ উদাহরণ দিয়ে আপাতত এই লেখার ইতি টানবো। সোনার কেল্লা ছবিতে আমরা প্রথম দেখতে পাই ফেলুদার বৈঠকখানার দৃশ্য, যেখানে ফেলুদার সোফার ঠিক পিছনের দেওয়ালে ঝোলানো রয়েছে একটি বর্ণময় ছবি। এই ছবির বিষয়বস্তু কৃষ্ণ এবং বলরাম। শিল্পী যামিনী রায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে মূল কৃষ্ণবলরাম ছবির শিল্পী যামিনী রায় হলেও ফিল্মে ব্যবহৃত এই বিশেষ ছবিটির শিল্পী হলেন মানিকি রায়। সোনার কেল্লা ছবিতে ব্যবহার করবার জন্য এই ছবিটির কথা বিশেষ করে সত্যজিৎ ভেবেছিলেন তার প্রধান কারণ হল ফেলু এবং তোপসে এই দুই ভাইয়ের সম্পর্কের রসায়নের প্রতীকী উপস্থাপনা। তাছাড়াও এই ছবিতে কৃষ্ণ এবং বলরামের দুই পাশে দুটি ময়ূরের ছবি এঁকেছিলেন যামিনী রায়। আমরা সবাই জানি সোনার কেল্লা ছবির মূল প্রেক্ষাপট হচ্ছে রাজস্থান এবং ফিল্মের একেবারে ক্লাইম্যাক্সে ময়ূরের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ফলে সেদিক থেকে দেখলে যামিনী রায়ের এই ছবিটি এক অর্থে সোনার কেল্লা ছবির মুল কাহিনির একটি ভিস্যুয়াল সিনোপসিস। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ফিল্মে ব্যবহারের জন্য এই ছবিটির যত বড় মাপের রঙিন প্রিন্ট প্রয়োজন সেই মাপের ছবি পাওয়া যাচ্ছে না। আর একটি সমস্যা হল যামিনী রায় কৃষ্ণবলরাম ছবিতে নান্দনিক কারণে চোখের মণি আঁকেননি। কিন্তু ফিল্মে এঁরা যে চরিত্রের প্রতীকী উপস্থাপনা করছেন সেই ফেলুদার পেশা হচ্ছে গোয়েন্দাগিরি। আর এই পেশায় মনের অন্ধকার দূর করবার অন্যতম জানলা হিসেবে চোখ খোলা না রাখলে যে চলে না সেটা বলাই বাহুল্য। তাই শেষপর্যন্ত দেখা গেল যামিনী রায়ের কৃষ্ণ বলরাম ছবিটির অবলম্বনে সত্যজিৎ নিজেই প্রয়োজন মতো মাপের একটি ছবি যে শুধু নিজে এঁকে নিচ্ছেন তাইই নয়, একই সঙ্গে তাতে সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে কৃষ্ণ বলরামের চোখের মণি এঁকে দিচ্ছেন যা মূল ছবিতে নেই। যামিনী রায়ের ছবির অনুসরণে আঁকা বলে মজা করে সত্যজিৎ এই ছবিতে সই করেন 'মানিকি রায়' নামে, যদিও ফিল্মে সেটা দেখতে পাওয়া যায়নি।

একথা আমরা সকলেই জানি শিল্প, সাহিত্য এবং সঙ্গীত এই তিনটি মাধ্যমের সংশ্লেষই হচ্ছে চলচ্চিত্র। কিন্তু তবুও, চলচ্চিত্র মূলগতভাবে দৃশ্যমাধ্যম। ফলে শক্তিশালী পরিচালকেরা প্রধানত ছবির মধ্যে দিয়েই নিজেদের প্রকাশ করবার বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, শব্দ, সংলাপ বা সঙ্গীতের অতিরিক্ত প্রয়োগকে যথাসম্ভব এড়িয়ে গিয়ে। তাই চিত্রকলায় পারদর্শিতা আছে এমন পরিচালকদের ছবিতে সবসময়েই এমন কিছু শিল্পগুণ যুক্ত হয়ে থাকে যা তাঁদের চলচ্চিত্রের ভাষাতে একটা অন্যমাত্রা যোগ করে দেয়। আইজেনস্টাইন, কুরোসাওয়া প্রমুখ পরিচালকদের ছবিতে এই ব্যাপারটা দারুণভাবে লক্ষ্যণীয়। সত্যজিৎ রায়ও এই একইধারার একজন পরিচালক যার চলচ্চিত্রভাষা নির্মাণের অন্যতম প্রধান উপাদান হল শিল্পকলা সংক্রান্ত শিক্ষা এবং সমান্তরাল চর্চা। তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকা এইরকম অসংখ্য উদাহরণ তাঁর সেই চর্চার সাক্ষ্য বহন করে।